[illegible]

(নাটক)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রণীত।

স্বরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট,

"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে

শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

বর্ত্তমান যুগের

নূতন ভাবের প্রবর্ত্তক

স্বর্গীয় মহাপুরুষ

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

এই নাটকখানি উৎসৃষ্ট হইল।

ভীষ্ম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ব্যাসের আশ্রম-উদ্যান। কাল—প্রভাত।

ব্যাস ও ভীষ্ম সেই উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন।

ব্যাস। ধর্ম্মের পরম তত্ত্ব নিহিত গুহায়।

ভীষ্ম। কোথায় খুঁজিব তারে ?

ব্যাস। আপন অন্তরে।

ভীষ্ম। কিরূপে পাইব তারে ?

ব্যাস। —অবহিত মনে
উৎকর্ণ হইয়া শুন—সেই সুমধুর
আচ্ছাদিত, ধ্রুব, গাঢ়, গভীর সঙ্গীত
—আপনার হৃদয়-মন্দিরে।

ভীষ্ম। কৈ! কিছু—
শুনিতে না পাই প্রভু!

ব্যাস। পাইবে নিশ্চয়
দেবব্রত! তোমারে দিয়াছি দিব্যজ্ঞান।
এইবার শুন দেখি;—ঐ শুন বাজে
হৃদয়-বীণার তারে মধুর ঝঙ্কার;
শুন দেবব্রত। শুনিতেছ?

ভীষ্ম। শুনিতেছি
যেন এক দূরশ্রুত সমুদ্রকল্লোল।

ব্যাস। বুঝিতেছ মর্ম্ম তার?

ভীষ্ম। কিছুই বুঝি না।

ব্যাস। মন দিয়া শুন পুনরায়।

ভীষ্ম। শুনিতেছি।

ব্যাস। শুন দেবব্রত—ঐ মহাগীত বাজে—
"সকল ধর্ম্মের মূল—ত্যাগ পরহিতে"।

ভীষ্ম। ত্যাগ ঋষিবর?

ব্যাস। ত্যাগ। আপনার সুখ
হাস্যমুখে বলিদান দেবতার পদে—

ইহাই পরম ধর্ম্ম ; ধর্ম্ম-সনাতন•;—
অপর সকল ধর্ম্ম যাহার সন্তান।

ভীষ্ম। নিজ সুখ বলিদান দেবতার পদে ?

ব্যাস। নিজ সুখ বলিদান দেবতার পদে—
এই মহাধর্ম্ম।

ভীষ্ম। কে সে দেবতা ?

ব্যাস। মানব।

ভীষ্ম। কি হেতু করিবে নর সুখ বলিদান ?

ব্যাস। লভিতে পরম সুখ।

ভীষ্ম। কি সে সুখ প্রভু ?

ব্যাস। বিবেকের জয়ধ্বনি, আত্মার সন্তোষ,
মানুষের আশীর্ব্বাদ। সেই মহাসুখ,
ত্যাগের পরম শান্তি,—নিকটে যাহার
স্বার্থের সিদ্ধির সুখ পাণ্ডু হ'য়ে যায়—
সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রসম। মানুষের জয়,
সভ্যতার অগ্রসার—স্বার্থ বলিদানে।
সে মহা উদ্দেশ্যে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন—
মহাসুখ দেবব্রত।

ভীষ্ম। বুঝিতেছি প্রভু।

ব্যাস। মনঃস্থির হ'য়ে কর এই মন্ত্রজপ,
স্পষ্টতর স্পষ্টতর শুনিবে সঙ্গীত ;
সম্মিলিত, পৃথিবীর সব গীত-ধ্বনি,

বেজে ওঠে সমস্বরে যে মহাসঙ্গীতে ;
বেণুর নিস্বনে জাগি' যেই সামগান
শৃঙ্গের উচ্ছ্বাসে গিয়া হয় অবসান।
—মন্ত্র কর জপ।

ভীষ্ম।　　　　যথাদেশ ঋষিবর।

ব্যাস।　সন্ধ্যা সমাগত। চল আশ্রম ভিতর।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নর্ম্মদার তীরে খেয়াঘাট।

কাল—সন্ধ্যা।

দাশরাজের কন্যা সত্যবতী একাকিনী
সেইখানে বেড়াইতেছিলেন।

সত্যবতী।　সূর্য্য অস্ত গেছে—ঐ ফুটিতেছে ধীরে
নীলাকাশে শত শত নক্ষত্র ভাস্বর,
প্রবাসীর চিত্তপটে বাল্যস্মৃতি সম।

আজি মনে পড়ে সেই রঞ্জিত সন্ধ্যায়,
বাহিতেছিলাম তরী যমুনার জলে,
একাকিনী। এক কৃষ্ণ দীর্ঘকায় ঋষি
কহিল সে তীরে আসি', "সুন্দরি! আমারে
পার কর, বিনিময়ে লহ আশীর্ব্বাদ"।
দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু তার পবন-কম্পিত,
করুণ কাতর স্বর। ভিড়াইয়া তরী
লইলাম ঋষিবরে। ভাসিল আবার
তরণী নদীর জলে। দেখিতেছিলাম
নদীর সলিলে প্রতিবিম্বিত সন্ধ্যায়,
শুনিতেছিলাম তার তরল কল্লোল।
অকস্মাৎ করস্পৃষ্ট হ'য়ে ভেঙ্গে গেল
আমার জাগ্রত স্বপ্ন। তার পর এক—

সখীগণের প্রবেশ।

১ সখী। এই যে এখানে মৎস্যগন্ধা!
২ সখী। একাকিনী।
৩ সখী। চল সখি! গৃহে চল।
৪ সখী। গৃহে চল সখি!
সত্যবতী। যাইতেছি। তোমরা এগোও।
১ সখী। সে কি কথা!

আমরা কি যেতে পারি, হেথা একাকিনী
রাখিয়া তোমারে!

সত্যবতী। যাও, যাও বলিতেছি।

২ সখী। ওকি! ক্রুদ্ধ কেন সখি! কি দোষ ক'রেছি?

সত্যবতী। কোন দোষ কর নাই। রুক্ষ হইয়াছি—
ক্ষমা কর প্রিয়সখী। [হাত জোড় করিলেন]।

৩ সখী। ও আবার কি প্রকার?

সত্যবতী। সত্য, ক্ষমা কর।

৪ সখী। করিলাম ক্ষমা। তবে গৃহে ফিরে চল।

সত্যবতী। তোমরা আমারে ভালোবাসো?

১ সখী। ভালোবাসি?
কে বলিল।—

২ সখী। ভালোবাসি? কিছু না কিছু না।

৩ সখী। তোমারে আমরা সব বিষ চক্ষে দেখি।

৪ সখী। ভালোবাসি কিনা তাই করিছ জিজ্ঞাসা?

সত্যবতী। সত্য যদি ভালোবাস, তবে ঘৃণা কর
ঘৃণা কর পাপীয়সী ধীবর-কন্যায়!

১ সখী। সে কি!

সত্যবতী। জানো কি কে আমি?

২ সখী। জানি—সত্যবতী।

সত্যবতী। আর কিছু?

৩ সখী। দাশরাজ-কন্যা তুমি অনন্তযৌবনা।

সত্যবতী। আর কিছু ?

৪ সখী। কই, আর কিছুই জানি না।

সত্যবতী। কিছুই জানো না তবে, জানিবে না কভু।
—যাও প্রিয়সখী সব গৃহে ফিরে যাও,
আমি যাইব না।

১ সখী। কেন ?

সত্যবতী। বলিব না।

২ সখী। কেন ?

সত্যবতী। এ 'কেন'র সদুত্তর পাইবে না কভু।
যাও গৃহে ফিরে যাও। আমি যাইব না ;
আমার আলয় নাই।

১ সখী। কি ? কাঁদিছ সখি ?

সত্যবতী। না না ফিরে যাও।

২ সখী। এ কি ! কেন রুক্ষ স্বর ?

সত্যবতী নীরব রহিলেন।

৩ সখী। নীরব যে মৎস্যগন্ধা ? কি ভাবিছ সখি ?

৪ সখী। সত্য, কি ভাবিছ সখি ?

সত্যবতী। কিছু না।

৩ সখী। বল না।

সত্যবতী। জানি না কি ভাবিতেছি।

৩ সখী। বলিবে না সখি ?

৪ সখী। দেখিয়াছি আমি, শুভ্র সুন্দর প্রভাতে—

চাহিয়া সুদূর নীল শৈলরাজি পানে,
তুমি চেয়ে চেয়ে থাক উদাস প্রেক্ষণে
বহুক্ষণ ; অকস্মাৎ চক্ষু দুটি হ'তে
দুটি উষ্ণ অশ্রুবিন্দু নেমে আসে ধীরে
যমজ ভগ্নীর মত, সমবেদনায়।
শুনিয়াছি কখন বা কহিতে কহিতে
থমকি দাঁড়ায় বাক্য তব অর্দ্ধপথে ;
বাদিত বীণার তার যেন ছিঁড়ে যায়
অকস্মাৎ। বল সখি কি ভাব নিয়ত ?

সত্যবতী। কিছু না—কিছু না—গৃহে চল সহচরী।
কে ছিল আমার ? কবে ? কোথায় ? কিছু না !

[ইত্যবসরে ধনুর্ব্বাণ হস্তে শান্তনু আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া এই সব ব্যাপার দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। ক্রমে সত্যবতী সসহচরী অপসৃতা হইলেন। শান্তনু পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

দুইজন ধীবরের প্রবেশ।

১ ধীবর। আজ সুবিধে হোল না।
২ ধীবর। কিছু না।
১ ধীবর। চল্ বাড়ী ফিরে যাই।
২ ধীবর। চল্।

১ ধীবর। ওরে এটা রাত্তির না দিন ?

২ ধীবর। রাত্তির।

১ ধীবর। তবে অন্ধকার নেই কেন ?

২ ধীবর। ওরে চাঁদ উঠেছে রে চাঁদ উঠেছে।

১ ধীবর। তাইত! কিন্তু বাবা কি ভয়ানক!—যেন জ্বল্‌ছে।

২ ধীবর। তাইত রে!—ওঃ! ওর পানে চাওয়া যাচ্ছেনা।

১ ধীবর। আচ্ছা, বল্ দেখি ভাই, চাঁদ বেশী উপকারী না সূর্য্য বেশী উপকারী ?

২ ধীবর। সূর্য্য।

১ ধীবর। আরে দূর্!

২ ধীবর। কেন ?

১ ধীবর। চাঁদ বেশী উপকারী।

২ ধীবর। কিসে ?

১ ধীবর। আরে দেখ্‌ছিস্‌নে ভাই, চাঁদ না থাক্‌লে কি অন্ধকারটাই হোত। চাঁদ অন্ধকার রাতে আলো দেয়।

২ ধীবর। আর সূর্য্য ?

১ ধীবর। সেত দিনে আলো দেয়। তখন সূর্য্যের দরকারই নাই।

২ ধীবর। তুইত অনেক ভেবেছিস্।

১ ধীবর। ভেবে ভেবে কাহিল হ'য়ে গেলাম।

[সে বেশ স্থূলকায় ছিল]

২ ধীবর। তাইত দেখ্‌ছি।

১ ধীবর। ওরে—ও কে ?

২ ধীবর। কৈ?

১ ধীবর। ঐ যে!

২ ধীবর। মানুষ।

১ ধীবর। বেঁচে আছে?

২ ধীবর। উঁহুঃ! মরে' গিয়েছে।

১ ধীবর। মর্ব্বে কেন!

২ ধীবর। নড়্‌ছে না। জ্যান্ত মানুষ হ'লে নড়্‌বে ত?

১ ধীবর। আর মরা মানুষ বুঝি তালগাছের মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে?

২ ধীবর। তাইত। তবে ত—ধোকায় ফেল্লে।

১ ধীবর। এ বেশ একটু ছোট-খাটো রকমের ধোকা। এর ত মীমাংসা হয় না।

২ ধীবর। কি করে' হবে!—যদি ও বেঁচেই থাক্‌বে, ত নড়ে না কেন?

১ ধীবর। কে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছিল!

২ ধীবর। আর যদি মরে'ই গিয়ে থাকে, তবে সংয়ের মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে কি করে'—?—এরকম ত দেখা যায় নি।

১ ধীবর। কৈ! দেখেছি বলে'ত মনে হচ্ছে না।

২ ধীবর। কি করে' মীমাংসা হবে!

১ ধীবর। কৈ আর মীমাংসা হয়।

২ ধীবর। আচ্ছা লোকটাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে হয় না?

১ ধীবর। [চিন্তিতভাবে] হুঁ—তা হয় বোধ হয়।

২ ধীবর। তবে জিজ্ঞাসা করা যাক। [উভয়ে শান্তনুর কাছে গেল।

১ ধীবর। ওহে! ওহে!

২ ধীবর। ওহে ভদ্রলোকটি!

১ ধীবর। কথাও কয় না যে!

২ ধীবর। তবে—মরে' গিয়েছে।

১ ধীবর। তা—ছাই, তাই বলুক না। আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ী চলে' যাই।

২ ধীবর। না, এবিষয় কিছু ঠিক করা গেল না। চল্ বাড়ী ফিরে যাই।

[উভয়ে প্রস্থান]

শান্তনু। প্রাবৃটের ভরা নদী উঠিয়াছে ছাপি'
তার কূলে কূলে। শরতের পূর্ণশশী।
পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম। কোন ত্রুটি নাহি।
কিছু অপূর্ণতা নাহি। এই রূপরাশি—
মাধুরীর উৎসবের পূর্ণ আয়োজন।
এ রূপবর্ণনারূপ নিষ্ফল প্রয়াসে
ভাষা নিরুত্তর হয়।—এযে অপরূপ!
এযে ত্রিদিবের দ্যুতি, বিশ্বের বিস্ময়।
—ধীরে ধীরে ভাবিবার শক্তি ফিরে আসে।
কে এ বালা? কা'র কন্যা? কোথা তা'র বাড়ী?
—এই দিকে গেল না সে! কে বলিয়া দিবে
তাহার আবাস বার্ত্তা!

মহারাজ শান্তনুর বয়স্য মাধবের প্রবেশ।

মাধব। এসো আমি দিব।—ওকি! আর একটু হ'লেই হ'য়েছিল আর কি!

শান্তনু। কি?

মাধব। মূর্চ্ছা! আমি কথা কইলাম, আর তোমার কাছে যেন একটা বজ্রাঘাত হোল।

শান্তনু। না না।—কি সংবাদ বয়স্য?

মাধব। মৃগ পালিয়েছে।

শান্তনু। তা পালাক্। কিন্তু—অপূর্ব্বসুন্দরী!

মাধব। কে?

শান্তনু। একটি যুবতী। এতক্ষণ আমি নির্ব্বাক হ'য়ে—

মাধব। ওঃ বুঝেছি। মদন আবার বাণ মেরেছেন।

শান্তনু। উঃ!

মাধব। বিষম যন্ত্রণা! বিষম যন্ত্রণা! প্রাণ যায়—বাঁচিনে—এই রকম ত!

শান্তনু। বয়স্য!—

মাধব। সেটা কিন্তু জেলের মেয়ে।

শান্তনু। তুমি দেখেছ?

মাধব। দেখেছি।

শান্তনু। আর একবার দেখাতে পারো?

মাধব। দেখে কি হবে?

শান্তনু। তাকে ভালো করে' দেখা হয় নি, বন্ধু!—আর একবার—দেখ্‌বো।

মাধব। বুঝেছি। চল, এই পথ দিয়ে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দাশরাজের আবাস গৃহ। কাল—প্রভাত।

দাশরাজ অতি ক্রুদ্ধভাবে পাদচারণ করিতেছিলেন।
তাঁহার মন্ত্রী পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছিলেন।

দাশরাজ। আমি চটিছি—অত্যন্ত চটিছি। রাণীরই মাথা খারাপ না হয়। কিন্তু যদি বাড়িশুদ্ধ—না এতটা—না, আমি কালই রাজ্য ছেড়ে চলে' যাবো।

মন্ত্রী। আজ্ঞে—

দাশরাজ। আমি 'আজ্ঞে' চাইনে, কাজ চাই। কাজ যদি না কর্ত্তে পারো, চলে' যাও।

মন্ত্রী। আজ্ঞে—কাজ কর্ব্ব বৈ কি।

দাশরাজ। 'বৈ কি'।—সকলের মুখে ঐ এক কথা 'বৈ কি'।

'বৈ কি'র এমন কি বিশেষ একটা গুণ আছে যে,—তা আমি জানি না। আমি—না আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

দাশরাজ্ঞীর প্রবেশ।

রাজ্ঞী। কর্ব্বে ত কর্ব্বে।—ঈঃ আত্মহত্যা কর্ব্বে! আত্মহত্যা করা অমনি সোজা কথা কি না।—আত্মহত্যা কর্ব্বে! রোজই ত শাসাও—আত্মহত্যা কর্ব্বে। একদিনও ত কর্ত্তে দেখ্‌লাম না। আত্মহত্যা কর্ব্বে। কর না। কর।—আমার সম্মুখে আত্মহত্যা কর। আজই কর। এক্ষণি। কর।—কি চুপ করে' রৈলে যে? কর আত্মহত্যা!

দাশরাজ। তবে কর্ব্ব?

রাজ্ঞী। কর।

দাশরাজ। তবে মন্ত্রী! আত্মহত্যা করি? করি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে তা কি হয়!

দাশরাজ। তা হয় না বুঝি?—শুন্‌লে রাণী! মন্ত্রী বারণ কচ্ছে। নৈলে নিশ্চয় আত্মহত্যা কর্ত্তাম।

রাজ্ঞী। কেন! [মন্ত্রীকে] তুমি বারণ কচ্ছ কেন? তুমি বারণ কর্ব্বার কে? আমি রাণী—আমি আজ্ঞা ক'রেছি। তার ওপর কথা!—যাও, তোমার কাজ থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে দিলাম।

দাশরাজ। কি রকম!—মন্ত্রী নৈলে রাজ্য চ'ল্‌বে কি রকম করে'?

রাণী। রাজ্য ত ভারী! মোটে ত জেলের সর্দ্দার। অমনি হোলেন দাশরাজ! রাজ্যের মধ্যে ত একখানি গাঁ—আর একটা নদীর আধখানা। রাজ-কাজ ত নদী কি পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা।

'রাজ্য চ'ল্‌বে কেমন করে'! ওঃ!—রাজ্য আমি চালাবো। তুমি আত্মহত্যা কর।

দাশরাজ। কি! তোমার কথায়?—রাণী ভিতরে যাও।

রাজ্ঞী। ওরে পোড়ারমুখো—হতচ্ছাড়া মিন্সে! এর সামনে নিজের বিদ্যা জাহির করা হচ্ছে!—আমি রাণী, আমার উপর কথা! ওরে ড্যাক্‌রা অলপ্পেয়ে—

দাশরাজ। ছি ছি ছি! অশ্লীল। রাণী অশ্লীল।

রাজ্ঞী। রেরো—বেরো বাড়ি থেকে। নৈলে—

দাশরাজ। নৈলে—কি?

রাজ্ঞী। নৈলে ঝাঁটাপিটে কর্ব্ব।

দাশরাজ। ঝাঁটাপিটে?

রাজ্ঞী। ঝাঁটাপিটে।

দাশরাজ। ঝাঁটাপিটে?

রাজ্ঞী। ঝাঁটাপিটে।

দাশরাজ। কেউ কখন শুনেছে যে কোন দেশের রাণী সে দেশের রাজাকে ঝাঁটাপিটে ক'রেছে!—মন্ত্রী! শুনেছ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না।

রাজ্ঞী। তবে দেখ [প্রস্থান]

মন্ত্রী। মহারাজ সরে' পড়ুন। সময় থাক্‌তে থাক্‌তে সরে' পড়ুন। রাণী বড় রেগেছেন।

দাশরাজ। কি! আমি রাজা, আমি এক নারীর ভয়ে সরে' পড়্‌বো!—ওরে কে আছিস্‌—নিয়ে আয় ত আমার তীর ধনুক, আর—

মন্ত্রী। পার্ব্বেন না—সরে' পড়ুন। পার্ব্বেন না।

দাশরাজ। তাই না কি ?

মন্ত্রী। আমি ব'ল্‌ছি—সরে' পড়ুন।

দাশরাজ। আচ্ছা—তুমি যখন ব'ল্‌ছো।—আর তুমি যখন মন্ত্রী।

[গমনোদ্যত।]

শান্তনু ও মাধবের প্রেবেশ।

মাধব। এই বুঝি দাশরাজ!—মহাশয় অপনি কি এ দেশের রাজা ?

দাশরাজ। নৈলে কি তুমি রাজা ? দেখ—তোমরা খবর না দিয়ে—আমার কাছে এসে উপস্থিত যে! তা'র উপরে একেবারে "মহাশয় আপনি কি এ দেশের রাজা ?" এ কি রকম! আমার কাছে যা'রা আসে তা'রা কি করে জানো ?

মাধব। আজ্ঞে না, তা ত জানিনে।

দাশরাজ। তা'রা আগে এই মন্ত্রীর পিসতুত শালাকে ভেট পাঠায়।

মাধধ। আজ্ঞে পিসতুত শালাকে!—

দাশরাজ। হাঁ! পিসতুত শালাকে। তার পর মাসতুত ভাইয়ের শ্বশুরের কাছে হাত জোড় করে' দাঁড়ায়।

মাধব। ও বাবা! এতখানি আদব কায়দা!

দাশরাজ। আমি রাজা।—কি বল মন্ত্রী ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ।

মাধব। তা কে অস্বীকার কর্চ্ছে!

দাশরাজ। স্বীকার কচ্ছ´?

মাধব। না হয় স্বীকার কর্লাম।

দাশরাজ। 'না হয়' কি রকম?—মন্ত্রী!

মন্ত্রী। আজ্ঞে—'না হয়'টা আমিও বড় একটা বুঝ্‌তে পার্চ্ছি নে।

দাশরাজ। এর মধ্যে 'না হয়' টা হয় নেই। আমি রাজা। এখন কি ব'ল্‌তে চাও—বল।

মাধব। এখন ব'ল্‌তে চাই এই যে—আমার প্রিয় সখা—এই ইনি—অর্থাৎ এঁকে মদন বাণ মেরেছেন। ইনি তাই ছট্ ফট্ কচ্ছে´ন।

দাশরাজ। মদন কে? মন্ত্রী! এই মদনটা—কে? সে এই নিরীহ ভদ্রলোককে বাণ মারে কেন? ধরে' নিয়ে এস তাকে—আমি বিচার কর্ব্ব। বাণ মার্লে কেন?

মাধব। শুন্‌তে পাই—আপনার একটী কন্যা আছে। কথাটী কি সত্য?

দাশরাজ। তা আছে।

মাধব। আমার প্রিয় সখা তাঁকে দেখেছেন। এই তাঁর অপরাধ! এই অপরাধে মদন এঁকে বাণ মেরেছেন। মহারাজ! আপনি এর একটা বিচার করুন।

দাশরাজ। নিশ্চয়ই কর্ব্ব। আমার মেয়েকে দেখেছেন ত আমি বাণ মার্ব্ব। মদন মার্ব্বে কেন!—মন্ত্রী!

মন্ত্রী। বটেইত মহারাজ।

দাশরাজ। মদন কি এই রকম বাণ মেরে বেড়ান?

মাধব। আজ্ঞে মহারাজ, এই তাঁর ব্যবসা।

দাশরাজ। ব্যবসা কি রকম?

মাধব। এই, যদি একজনের চেহারা-খানা চলন সৈ হয়, আর গড়নটী যুৎসৈ হয়; আর তিনি ব্যাকরণ হিসাবে স্ত্রীলিঙ্গ শ্রেণীয় হন, এঁরা—অর্থাৎ এঁদের ক্ষুধা মাটি, রাত্রে ঘুম হয় না, দিবারাত্র পাথার বাতাস কর্ত্তে হয়, প্রাণ আই ঢাই করে।

দাশরাজ। কেন?

মাধব। মদন বাণ মারেন।

দাশরাজ। তাইত! মন্ত্রী! তুমি কি মন্ত্রণা দাও?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, আপনি যা উচিত বিবেচনা করেন।

মাধব। আপনার মন্ত্রীটিত বেশ দক্ষ। এমন মোলায়েম সহজ মন্ত্রী আর কোন রাজার ভাগ্যে ঘটেছে বলে' আমি জানিনা। মন্ত্রণায় বৃহস্পতি!

দাশরাজ। খুব পুরাণ লোক কিনা!

মাধব। তাই এত বুদ্ধি।

দাশরাজ। মন্ত্রী, এই মদনকে ধরে' নিয়ে এস। আমি বিচার কর্ব্ব।

মাধব। আজ্ঞে মদনকে ধরা যায় না। ঐ ত গোল!

দাশরাজ। ধরা যায় না!

মাধব। না।

দাশরাজ। তবে উপায়?

মাধব। আপনি যদি আপনার কন্যাকে এঁর সঙ্গে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন, তা হ'লে এ যাত্রা উনি মদনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।

দাশরাজ। বিবাহ!

মাধব। তার দরকার ছিল না, কিন্তু এঁর কি রকম একটা কুসংস্কার। ঐ জায়গায় ওঁর কবিত্বের একটু অভাব। আপনি বিবাহ দিতে রাজি?

দাশরাজ। মন্ত্রী!

মন্ত্রী। আপনার প্রিয়সখার সঙ্গে মহারাজের কন্যার বিবাহ দিতে হবে?

মাধব। অবিকল।

মন্ত্রী। আপনার বন্ধুটি হচ্ছেন কে? এই হচ্ছে সমস্যা।

[দাশরাজ মনে মনে মন্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।]

মাধব। সে সমস্যা ভঞ্জন করে' দিচ্ছি। আমার বন্ধুটী হচ্ছেন হস্তিনার রাজা।

মন্ত্রী। হস্তিনার রাজা!

মাধব। আজ্ঞে।

মন্ত্রী। হস্তিনার মহারাজ!

মাধব। আজ্ঞে।

মন্ত্রী। সম্রাট্ শান্তনু?

মাধব। অবিকল।

মন্ত্রী। [দাশরাজাকে] সিংহাসন থেকে উঠুন। সিংহাসন থেকে উঠুন।

দাশরাজ। কেন? কেন? সিংহাসন থেকে উঠ্‌বো কেন? সিংহাসন থেকে উঠ্‌বো কেন?

মন্ত্রী। আগে উঠুন, তারপর কথা কইবেন। নৈলে—

দাশরাজ। নৈলে কি ?

মন্ত্রী। নৈলে রাজ্য গেল।

দাশরাজ। এঁ্যা! এঁ্যা!—নৈলে রাজ্য গেল নাকি ? [অৰ্দ্ধ উত্থিত] রাজ্য গেল নাকি ?

মন্ত্রী। উ—ঠুন।

[দাশরাজ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন।]

মন্ত্রী। মহারাজ হস্তিনাধিপতি! আমাদের জন্ম সার্থক। এই সিংহাসন গ্রহণ করুন।

দাশরাজ। সে কি!

শান্তনু। প্রয়োজন নাই। দাশরাজ! আপনি সিংহাসনে বসুন।

দাশরাজ। [অব্যবস্থিত-ভাবে] মন্ত্রী—!

মন্ত্রী। বসুন, যখন সম্রাট্ অনুমতি কচ্ছে´ন। কিন্তু হাত জোড় করে' বসুন।

[দাশরাজ উক্তবৎ করিলেন।]

মাধব। এখন আমাদের আবেদন ?

দাশরাজ। মন্ত্রী।

[মন্ত্রী দাশরাজের কর্ণে কি কহিলেন।]

দাশরাজ। অবশ্য—অবশ্য। মহারাজ আস্ছি।

[মন্ত্রী ও দাশরাজের প্রস্থান]

মাধব। দাশরাজ তার গৃহিণীর পরামর্শ নিতে গেল;—মহারাজ এই বৰ্ব্বরটাকে দেখে, তার মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে প্রবৃত্তি হচ্ছে ?

শান্তনু। কিন্তু আমরা যে খবর নিলাম যে—এই যুবতী দাশরাজের কন্যা নয়।

মাধব। এর পালিত কন্যা ত! এই বর্ব্বরের কাছে শিক্ষা ত!

শান্তনু। শোনা গেল যে সে—ঋষির বরে অনন্তযৌবনা বিদুষী।

মাধব। হাঁ, এই যুবতীর একটি ইতিহাস আছে দেখ্‌ছি। এ রকম অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করা যুক্তিসঙ্গত নয় মহারাজ।

শান্তনু। ও সব ভাব্‌বার আমার অবসর নাই বন্ধু। আমি তাকে চাই।

দাশরাজ ও তাঁহার মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

মাধব। রাণী কি স্থির কর্লেন?

দাশরাজ। রাণী কেন?

মন্ত্রী। মহারাজের পুত্র সন্তান বর্ত্তমান?

মাধব। সম্পূর্ণ।

মন্ত্রী। তাই ত!

মাধব। 'তাই ত' কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! 'তাই ত'।

দাশরাজ। তাই ত!

মাধব। এখন 'মহারাজ' এই বিবাহ দিতে কি স্বীকার?

দাশরাজ। তাই ত।

মাধব। তবে অস্বীকার?

দাশরাজ। তাই ত!—কি বল মন্ত্রী?

মন্ত্রী। তাই ত।

দাশরাজ। তাই ত।

মাধব। স্বীকার না অস্বীকার?

মন্ত্রী। তাই ত।

দাশরাজ। তাই ত।

মাধব। একটা উত্তর দিন?

দাশরাজ। তাই ত।

মাধব। এই কি আপনার শেষ উত্তর?—'তাই ত'?

দাশরাজ। মন্ত্রী!

[মন্ত্রী দাশরাজের কাণে কাণে কি কহিলেন।]

দাশরাজ। শোন! আমার এই জেদ—যে আমার মেয়ের ছেলে পরে রাজা হবে, তাতে থাকে প্রাণ যায় প্রাণ। তাতে মহারাজ স্বীকার?—সোজা কথা।—বল মন্ত্রী বুঝিয়ে বল।

মন্ত্রী। মহারাজ শান্তনু! রাজার এই প্রতিজ্ঞা যে মহারাজের অবর্ত্তমানে এই কন্যার গর্ভজাত সন্তান হস্তিনার রাজা হবে। এ প্রস্তাবে কি আপনি সম্মত?

শান্তনু। না—তা—কি রকম করে' হবে? জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান।

দাশরাজ। তবে এ বিয়ে হবে না। সোজা কথা। মন্ত্রী বুঝিয়ে বল।

মন্ত্রী। মহারাজ শান্তনু! তবে এ বিবাহ অসম্ভব।

শান্তনু। এই কি আপনার স্থিরসংকল্প?

দাশরাজ। হাঁ—এই আমার—কি বল মন্ত্রী—স্থির সংক—কি বল্লে?

মাধব। সংকল্প—চলে' আসুন মহারাজ। কি!—ভাব্ছেন কি?

শান্তনু। দাশরাজ! আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ কর্ত্তে চাই না। অনূঢ়া কন্যার উপর পিতার অধিকার। দাশরাজ! বিদায় হই।—এসো বয়স্য।

[শান্তনু ও মাধবের প্রস্থান]

দাশরাজ। মন্ত্রী!

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

দাশরাজ। আমায় বিছানায় নিয়ে চল। শুয়ে পড়ি। নৈলে—নৈলে—

মন্ত্রী। নৈলে?

দাশরাজ। বুঝি দাঁত-কপাটি লাগে।

[নীত হইলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—প্রভাত।

ভীষ্ম একাকী একটি প্রাসাদ স্তম্ভে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

ভীষ্ম। সকল ধর্ম্মের মূল ত্যাগ পরহিতে।
বাজিছে ব্যাসের সেই মধুর সঙ্গীত
নিয়ত অন্তরে। আর ধীরে ধীরে হৃদে

সঞ্চয় করিয়া শক্তি, নদীর কল্লোল
বন্যার নির্ঘোষসম যেন শোনা যায়।

বকিতে বকিতে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। একেই বলে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'। আরে! সে সুন্দরী, তা তোর কি?—

ভীষ্ম। কাকা কি বক্‌ছেন আপন মনে?

মাধব। তার জন্য তোর ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই, অন্য কোন চিন্তা নাই, দিন দিন টিকৃটিকির মত দুর্ব্বল হ'য়ে যাচ্ছিস্—কেন না সে সুন্দরী। আরে সে সুন্দরী তাতে তোর কি?

ভীষ্ম। কে সুন্দরী?

মাধব। সেই দিন থেকে কি রকম মুষড়ে গিয়েছে।

ভীষ্ম। কে?

মাধব। কে আবার? তোমার ঐ বাবা।—ঐ যা! বলে' ফেল্লাম।

ভীষ্ম। হাঁ কাকা! বাবার কি হ'য়েছে?

মাধব। সেই বলে'। কতদিন আর চেপে রাখি! আগুন আর কত দিন চাপা থাকে! রাজ্যে অশান্তি, গৃহে অশান্তি, আর শীতকালে বারান্দায় শুয়ে, চাঁদের পানে চেয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, রাজার হোল যক্ষ্মাকাশ। কেন না—তার মুখখানি ভালো, আর—আর বলে' কাজ কি!

ভীষ্ম। হাঁ কাকা, বলুন ত, বাবার কেন এ রকম হ'য়েছে। জানেন?

মাধব। আরে—জানি বৈ কি? সব জানি।

ভীষ্ম। তবে বলুন না। আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা ক'রেছি, তিনি কোন উত্তর দেন না।

মাধব। ঐ ত। এদিকে ত হস্তিনার রাজা, ভারতের সম্রাট্। কিন্তু নেহাইৎ বেচারী,—আর বেজায় লাজুক।

ভীষ্ম। কি হ'য়েছে বলুন না? বাবা ক্রমে ক্রমে পাংশু কৃশ মলিন হ'য়ে যাচ্ছেন কেন?

মাধব। কারণ সে সুন্দরী।

ভীষ্ম। কে সুন্দরী?

মাধব। কে আবার? এক জেলের মেয়ে। হাঁ সুন্দরী বটে—তবে তার গায়ে মাছের গন্ধ। তাকে বিবাহ কর্ব্বার জন্য হস্তিনার রাজা উন্মত্ত।—হস্তিমূর্খ!

ভীষ্ম। তা বাবা তাকে বিবাহ করেন না কেন?

মাধব। কুসংস্কার। ক্ষত্রিয় মহারাজা—একটা ইচ্ছা হ'য়েছে। তরোয়াল বের কর। না মেয়েটার বাপের পায়ে ধর্ত্তে বাকি রেখেছে। আমি না থাক্‌লে তাও ধর্ত্ত।

ভীষ্ম। মেয়ের বাপ কে?

মাধব। কে আবার?—এক জেলের সর্দ্দার!—দাশরাজ! রাজা-খেতাব যে তাকে কে দিলে তা জানি না।

ভীষ্ম। তা মেয়ের বাপ কি বিবাহ দিতে স্বীকৃত নয়?

মাধব। দেখে ত বোধ হোল না!—বল্লে যে যদি সেই মেয়ের যে ছেলে হবে (হবে কি না তাই এখন ঠিক নেই) যদি সেই ছেলেই রাজ্য

পাবে মহারাজ এই শপথ কর্ত্তে পারেন, ত জেলের সর্দ্দার মহারাজকে মেয়ে দিতে পারে।

ভীষ্ম। পিতা তাতে সম্মত হ'লেন না ?

মাধব। সম্মত হবেন কেমন করে'? তাঁর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র—তোমাকে রাজা না করে'—রাজা কর্ব্বেন এক জেলেনীর ছেলেকে !—গায়ে মাছের গন্ধ ! যাই কবিরাজ নিয়ে আসিগে। মহারাজ যে বেশী দিন বাঁচেন—তা বোধ হয় না।

[প্রস্থান]

ভীষ্ম। এই মাত্র !—হায় পিতা, আমার কারণে
তুমি দুঃখী, রুগ্ন, দীন, মলিন, কাতর !
জানোনাকি পিতা তব একটি ইঙ্গিতে
অসাধ্য সাধিতে পারি ! কেন মুখ ফুটে
বল নাই প্রিয়তম জনক আমার !
এত স্নেহ—এত স্নেহ পিতৃদেব তব
অধম পুত্রের প্রতি !—দেখাইব পিতা,
এ অগাধ স্নেহের অযোগ্য নহি আমি।
—এ দুঃখ আমার জন্য !—পারি যবে প্রাণ
তোমার সুখের পদে দিতে বলিদান।

[প্রস্থান]

উপরে মহাদেব ও উমার প্রবেশ।

মহাদেব। আরম্ভ হইল এক নূতন অধ্যায়

মানবের ইতিহাসে। চেয়ে দেখ উমা—
ঐ দীর্ঘকায় গৌর সুন্দর যুবক
চিন্তামগ্ন মহীরুহতলে—ঐ যুবা
শুনাবে নূতন এক গভীর সঙ্গীত
বিশ্বতলে, যাহা পূর্ব্বে কেহ শুনে নাই।

উমা। কি সঙ্গীত প্রাণেশ্বর!

মহাদেব। ত্যাগের সঙ্গীত—
এ ত্যাগ নিবদ্ধ নহে শুষ্ক তপস্যায়,
শাস্ত্রের বিচারে, কিম্বা ধর্ম্মের প্রচারে;
এই ত্যাগ প্রসারিত জগতের হিতে
কর্ম্মপথ দিয়া প্রিয়তমে! ঐ যুবা
শুনাবে ত্যাগের তন্ত্র—বেদবাক্যে নহে,
সমস্ত জীবনব্যাপী কর্ম্মে প্রিয়তমে!

উমা। ঐ যুবা? কি নাম উহার?

মহাদেব। দেবব্রত।

উমা। কে উহার পিতা?

মহাদেব। রাজরাজেন্দ্র শান্তনু।

উমা। কে উহার মাতা?

মহাদেব। গঙ্গা—সপত্নী তোমার।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—দাশরাজের আবাস গৃহ। কাল—প্রভাত।

দাশরাজ, মন্ত্রী ও ভীষ্ম দণ্ডায়মান।

দাশরাজ। ইনি হস্তিনার রাজার ছেলে?

মন্ত্রী। ইনিই হস্তিনার যুবরাজ।

দাশরাজ। তোমার নাম?

ভীষ্ম। দেবব্রত।

দাশরাজ। তা বেশ নাম। তা এখানে কি মনে করে' এসেছো?

ভীষ্ম। আত্মবলিদান দিতে।

দাশরাজ। কি দিতে?

ভীষ্ম। আত্মবলিদান।

দাশরাজ। সে আবার কি?—মন্ত্রী।

মন্ত্রী। হস্তিনার যুবরাজ? আপনার প্রার্থনা সরল ভাষায় ব্যক্ত করুন। আপনি কি চান?

ভীষ্ম। দাশরাজকন্যাকে।

দাশরাজ। তবে যে বল্লে যে, কি দিতে এসেছো?

[মন্ত্রী দাশরাজের কর্ণে কি কহিলেন।]

দাশরাজ। তা সহজ ভাষায় বলে না কেন? তোমার এতদিন বিয়ে হয় নি?

ভীষ্ম। আমি অনূঢ়।

মন্ত্রী। অর্থাৎ আপনার বিবাহ হয় নি। এই ত?

ভীষ্ম। অবিকল।

দাশরাজ। মন্ত্রী! [জনান্তিকে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া] তবে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলে—এই সত্যবতীর ছেলেই রাজা হবে ত?

ভীষ্ম। আপনি ভুল কর্চ্ছেন দাশরাজ? আমি দাশরাজকন্যাকে স্বয়ং বিবাহ কর্ব্বার অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই। আমি তাঁকে মাতৃপদে বরণ কর্ত্তে এসেছি।

দাশরাজ। সে আবার কি!—মন্ত্রী! তুমি এর সঙ্গে কথা কও। আমি ওর কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা।

মন্ত্রী। হস্তিনার যুবরাজ, অনুগ্রহ করে' সরল ভাষায় আপনার বক্তব্য জ্ঞাপন করুন।—'মাতৃপদে বরণ কর্ত্তে এসেছেন' তার অর্থ কি?

ভীষ্ম। আমি দাশরাজকন্যাকে পিতার মহিষীরূপে প্রার্থনা কর্ত্তে এসেছি।

দাশরাজ। এ লোকটা পাগল বোধ হচ্ছে।—মন্ত্রী!

মন্ত্রী। কিন্তু যুবরাজ! মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহের নিষ্ফল প্রস্তাব ত একবার হ'য়ে গিয়েছে।

ভীষ্ম। তা জানি দাশরাজমন্ত্রী।

মন্ত্রী। তবে?

ভীষ্ম। আমি সেই ব্যর্থ প্রার্থনা আবার ফিরে এনেছি। পিতা এ কন্যার ভাবী পুত্রকে রাজ্যস্বত্ব দিতে অস্বীকৃত হ'য়েছিলেন না?

মন্ত্রী। প্রকৃত কথা বটে।

ভীষ্ম। অস্বীকৃত হ'য়েছিলেন—আমারই জন্য। আমি মহারাজের একমাত্র পুত্র।

মন্ত্রী। শুনেছি যুবরাজ।

ভীষ্ম। এখন আমি সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হচ্ছি।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ শান্তনু স্বয়ং তাতে অস্বীকৃত।

ভীষ্ম। তাতে কি যায় আসে? রাজ্যস্বত্ব আমার। আমি সে স্বত্ব পরিত্যাগ কর্চ্ছি।

মন্ত্রী। [সবিস্ময়ে] আপনি আপনার রাজ্যস্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন?

ভীষ্ম। ছেড়ে দিচ্ছি।

মন্ত্রী। স্বেচ্ছায়?

ভীষ্ম। স্বেচ্ছায়।

দাশরাজ। উন্মাদ! উন্মাদ!

মন্ত্রী। আশ্চর্য্য বটে।

ভীষ্ম। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়—মন্ত্রী মহাশয়! যা যার দুঃসাধ্য, সে তাই আশ্চর্য্য মনে করে। একের পক্ষে যা দুরূহ, অপরের পক্ষে তা সহজ। আবার একজনের কাছে আজ যা' শক্ত, কাল তা সহজ। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই।

মন্ত্রী। আপনি আপনার রাজ্যস্বত্ব ত্যাগ কর্চ্ছেন?

ভীষ্ম। হাঁ কর্চ্ছি।

মন্ত্রী। বেশ ভেবে দেখেছেন হস্তিনার যুবরাজ? একটা মুষ্টিগত সাম্রাজ্য—যে রাজ্যের জন্য জাতি যুদ্ধ করে, নর নররক্তপাত করে,

ভ্রাতা ভ্রাতৃহত্যা করে, পুত্রও পিতার শত্রু হয়, সেই রাজ্যস্বত্ব আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন ?—দেখুন।

ভীষ্ম। ধূলিমুষ্টির ন্যায় ত্যাগ কর্চ্ছি।

মন্ত্রী। কিসের জন্য ?

ভীষ্ম। পিতার তুষ্টির জন্য।

মন্ত্রী। এই মাত্র ?

ভীষ্ম। এই মাত্র।

দাশরাজ। যুবক! তোমার মাথা খারাপ।

ভীষ্ম। না দাশরাজ! আমার মস্তিষ্ক বিকৃত নয়। আমাকে পরীক্ষা করান। আজ আমার চেয়ে সুস্থ স্থিরসংকল্প ব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি বিশ্বে কেউ নাই।

দাশরাজ। তুমি সত্যই রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছ ?

ভীষ্ম। সত্যই ছেড়ে দিচ্ছি।

দাশরাজ। শপথ কর্চ্ছ ?

ভীষ্ম। শপথ কর্চ্ছি। আর এ ক্ষত্রিয়ের শপথ।

দাশরাজ মন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় মন্ত্রণা করিলেন। পরে দাশরাজ কহিলেন—"উত্তম! তবে আর এ বিবাহে আমার আপত্তি নাই।"

দাশরাজ্ঞীর প্রবেশ।

রাজ্ঞী। আপত্তি আছে।

দাশরাজ। সে কি রাণী!

রাজ্ঞী। চুপ কর। আমি রাণী। আমি ব'ল্‌ছি যে এখনও আপত্তি আছে।

ভীষ্ম। কি আপত্তি?

রাজ্ঞী। তুমি রাজ্য দাবী না কর্ত্তে পারো, কিন্তু পরে যদি তোমার ছেলে রাজ্য দাবী করে?

দাশরাজ। তাও ত বটে।

ভীষ্ম। তা পারে। কিন্তু সে পক্ষে আমি কি কর্ত্তে পারি?

রাজ্ঞী। তুমি ত নিজে বিয়ে না কর্ত্তে পারো।—কি বল মন্ত্রী?

মন্ত্রী। ঠিক ব'লেছেন রাজ্ঞী। বিবাহ না কর্লে ত আর পুত্র সম্ভাবনা নাই।

ভীষ্ম। বিবাহ সংকল্প পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে?

মন্ত্রী। তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

ভীষ্ম। [অর্দ্ধ স্বগত] আমার এতদিনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা, আমার নিভৃতে লালিত আশা,—তাও ত্যাগ কর্ত্তে হবে! কঠোর ত্যাগ! তার উপরে অপিণ্ডক হ'য়ে অনন্ত কাল ভ্রাম্যমাণ পুন্নাম নরকে বাস কর্ত্তে হবে!—এ যে বড় কঠোর! বড় কঠোর!

মন্ত্রী। তবে যুবরাজ তাতে অসম্মত?

ভীষ্ম। বড় কঠোর!—কিন্তু আমার ত্যাগের মহাব্রত কি তবে এই প্রথম পরীক্ষার সঙ্ঘাতেই চূর্ণ হ'য়ে যাবে? আমি কি মনুষ্য নই?

দাশরাজ। তবে তুমি অস্বীকৃত?

ভীষ্ম। [জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধ করজোড়ে] স্বর্গে দেবগণ!

এ হৃদয়ে বল দাও। আমি তুচ্ছ নর—
আসক্ত দুর্ব্বল আমি। শক্তিহীন আমি

অসহায়। বল দাও দেবগণ! তবে
বাসনারে চূর্ণ কর, নিষ্পেষিত কর
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভাবে। সর্ব্ব অহঙ্কার
দূর কর। সর্ব্বস্বার্থ ভস্ম করে' দাও।
ব্যাপ্ত কর মর্ম্মস্থল গাঢ় অন্ধকারে—
যার মধ্যে আলোকের রেখা নাহি থাকে।
শক্তি দাও দেবগণ—

রাজ্ঞী। উন্মাদ! উন্মাদ!

মন্ত্রী। হস্তিনার যুবরাজ কি করিলে স্থির?

ভীষ্ম। [উঠিয়া] মার্জ্জনা করিও এই দৌর্ব্বল্য ক্ষণিক,
দাশরাজ!—মন্ত্রীবর! করিয়াছি স্থির।
করিলাম পরিহার বিবাহ-বাসনা।

রাজ্ঞী। করিবে না বিবাহ কদাপি?

ভীষ্ম। করিব না
বিবাহ কদাপি।

মন্ত্রী। ইহা স্থির?

ভীষ্ম। ইহা স্থির।
ইহকাল পরকাল একসঙ্গে তবে
করিলাম বিসর্জ্জন কর্ত্তব্যের পদে।
আজি হ'তে দেবব্রত প্রকৃত সন্ন্যাসী;
বাসনার নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত। সন্দেহের
কালো মেঘ কেটে গেছে। ঝড় থেমে গেছে।

উর্দ্ধে শুধু দেখিতেছি নীলাকাশ স্থির,
চরণে জলধি তার গরজে গম্ভীর।

রাজ্ঞী। করিছ শপথ তবে?

ভীষ্ম। সাক্ষী দেবগণ!

রাজ্ঞী। আমি বলি নাই মন্ত্রী—উন্মাদ যুবক।

ভীষ্ম। না উন্মাদ নহি আমি। করিলাম প্রীত
পিতারে করিয়া তুষ্ট সর্ব্ব দেবতায়।
পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা-হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

মহারাজ শান্তনু ও তাঁহার বয়স্য মাধব।

শান্তনু। আমার জন্য দেবব্রত সন্ন্যাসী হ'য়েছে?

মাধব। তাইত দেখ্‌ছি!

শান্তনু। আশ্চর্য্য বটে!

মাধব। আশ্চর্য্য বটে!

শান্তনু। এত মহৎ পুত্র। পুত্রগর্ব্বে আমার যে বক্ষ স্ফীত হচ্ছে বয়স্য।

মাধব। কিন্তু নিজের জন্য গর্ব্ব কর্ব্বার আর কিছু রৈল না।

শান্তনু। আমার জন্য আমার পুত্র ব্রহ্মচারী?

মাধব। মহারাজ! এ সত্যপাশ থেকে নিজের পুত্রকে মুক্ত করুন।

শান্তনু। কিরূপে?

মাধব। আপনি এই ধীবর-কন্যাকে বিবাহ কর্ব্বেন না।

শান্তনু। সে ধর্ম্মচ্যুত হবে।

মাধব। কেন, সে কিছু আপনাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নাই।

শান্তনু। দেবব্রত ক্ষুব্ধ হবে।

মাধব। কিছু হবে না। আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে এই যুবতী সুন্দরী ভার্য্যা নিয়ে আপনি কি কর্ব্বেন মহারাজ! তাকে ছেড়ে দেন।

শান্তনু। কিন্তু এ বৃদ্ধবয়সে আমার একটী স্ত্রী দরকার ত? অসুখে বিসুখে আমার পরিচর্য্যা করে কে?

মাধব। দাসদাসী আছে।

শান্তনু। তাদের সেবায় স্নেহ নাই।

মাধব। আর এই স্ত্রীই আপনাকে স্নেহ কর্ব্বে মনে ক'রেছেন? আপনি বৃদ্ধ, সে শুন্তে পাই ঋষি-বরে অনন্তযৌবনা। এ কলম যোড়া লাগ্‌বে না।

শান্তনু। তা কেন হবে না। স্বয়ং মহাদেবের—

মাধব। মহারাজ! ইচ্ছার অনুকূল বহুযুক্তি চিরদিনই আছে। মহারাজ এ বিবাহ কর্ব্বেন না! সর্ব্বনাশ হবে।

শান্তনু। বয়স্য! তুমি আমার বিদূষক। মন্ত্রী নও।

মাধব। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহারাজকে সফল যুক্তি দিতে পারে এ হেন মন্ত্রী জগতে জন্মায় নি। বিদূষক ত বিদূষক!—মহারাজ, এর জন্য পরে অনুতাপ ক'র্ত্তে হবে।

শান্তনু। ক'র্ত্তে হয় করা যাবে।

মাধব। তবে যান। উচ্ছন্ন যাবার পথ সুপ্রশস্ত, উচ্ছন্ন যান।

[সরোষে প্রস্থান]

শান্তনু। সুন্দরী! অপূর্ব্ব সুন্দরী! তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে কি ত্যাগ কর্ত্তে পারি! মাধব! তুমি নীরস ব্রাহ্মণ। তুমি কি বুঝ্‌বে!

ভীষ্মের প্রবেশ।

শান্তনু। এই যে বৎস! তুমি আমার জন্য চিরব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন ক'রেছো?

ভীষ্ম। পিতার ইচ্ছায়ই আমার ইচ্ছা।

শান্তনু। তোমার এই ভীষ্ম প্রতিজ্ঞার জন্য দেবতারা তোমায় ভীষ্ম নাম দিয়েছেন। আর আমিও বৎস! তোমার অপূর্ব্ব পিতৃভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তোমায় ইচ্ছামৃত্যু বর দিলাম।

ভীষ্ম। পিতার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।

শান্তনু। আচ্ছা এখন এসো বৎস।

[ভীষ্মের প্রস্থান। বিপরীত দিকে চিন্তিত মনে শান্তনুর প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—কাশীরাজের প্রমোদ-উদ্যান। কাল—প্রভাত।

কাশী-রাজকন্যা এক তরুতলে তরুকাণ্ডে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন।

অম্বা। আজি এ প্রভাতে শুদ্ধ মনে পড়ে তাঁরে,
এই স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ে জাহ্নবীর তীরে,
মুকুলিত প্রকৃতির বসন্ত উৎসবে,
মনে পড়ে তাঁর সেই সৌম্য মুখখানি।
এই কুঞ্জবনে স্তব্ধ নির্জ্জনে, প্রথম
উদিয়াছিলে—হে বিশ্বে সৌন্দর্য্যের সার,
প্রাতঃ-সূর্য্যসম তুমি মম দৃষ্টিপথে।
—গৈরিক বসনে ঢাকা গৌর বরতনু,
—সেই নীল নেত্র দুটি নির্নিমেষে চাহি'
একদৃষ্টি আমার নয়ন পানে। আমি
চমকিয়া করিলাম জিজ্ঞাসা তাঁহারে
"কে তুমি সন্ন্যাসী?"—সেই, মনে পড়ে তাঁর
নত চক্ষু দুটি, আর সে নম্র উত্তর—
"তোমার রূপের দ্বারে ভিখারী সুন্দরী"।
—কে জানিত তিনি ভাবী ভারত সম্রাট্।

—আশ্চর্য্য! সন্দেহ কভু হয় নাই মনে!
সেই কান্ত প্রশান্ত মূরতি ; সৌম্য স্মিত
বদনমণ্ডল, সেই বিস্মিত প্রেক্ষণ,
মন্থর চরণ-ক্ষেপ, সে গম্ভীর স্বর।
সে ভঙ্গিমা—যা'র তা'র গৃহে কি সম্ভবে?
উদিত কি হয় চন্দ্র কভু ধরাতলে?

সখীদ্বয়ের প্রবেশ।

১ সখী। তুমি এখানে বসে'?

২ সখী। আমরা এদিকে তোমায় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ।

অম্বা। কেন আমায় কি প্রয়োজন?

১ সখী। খবর আছে।

অম্বা। কি খবর?

২ সখী। শুন্‌লে খুসী হবে।

অম্বা। তবে বল।

১ সখী। ব'ল্‌বো কেন!

২ সখী। আগে কি দেবে বল।

অম্বা। জিনিষ বুঝে তার দাম হয়।

১ সখী। তবে বলি?

২ সখী। বলি?

অম্বা। বল না।

১ সখী। খবরটা হ'চ্ছে এই যে তোমার তিনি—

২ সখী। চুপ্—আজ এই পর্য্যন্ত। আর বলিস্ না।

অম্বা। তিনি কে ?

১ সখী। বলি ?

২ সখী। আস্তে ! শুনে সখী মূর্চ্ছা না যায়।

অম্বা। কে শুনি ?

১ সখী। তোমার প্রাণেশ্বর !

২ সখী। হস্তিনার যুবরাজ—

১ সখী এসে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্লেন—-রাজকন্যা কোথায় ?

২ সখী। আমরা বল্লাম "বহিরুদ্যানে"।

১ সখী। তারপর তোমার বল্লভ আমার পানে চেয়ে বল্লেন 'তাঁরে বলগে আমি একবার তাঁর সাক্ষাৎ চাই'।

২ সখী। তার পর আমরা চলে' এলাম।

১ সখী। তবে আর কি ! আমরা এখন মঙ্গলাচরণ করি ?

২ সখী। বেশ কথা।

উভয়ে গান ধরিল।

নৃত্যগীত।

আইল ঋতুরাজ সজনী, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী,
বিপিনে কলতান মুরলি উঠিল মধুর বাজি'।
মৃদুমন্দসুগন্ধপবনশিহরিত তব কুঞ্জভবন,
কুহু কুহু কুহু ললিততানমুখরিত বনরাজি।

পর সখি পর নীলাম্বর, পর সখি ফুলমালা ;
চল সখি চল কুঞ্জে চল, বিরহবিধুরা বালা।
করি গে' চল কুসুম চয়ন, রচিগে চল পুষ্পশয়ন,
ফিরিবে তব নাথ সজনী, হৃদয়ে তব আজি !

অম্বা। ঐ বুঝি।

১ সখী। ঐ বটে।

অম্বা। কই ? না।

২ সখী। কোথায় ?

অম্বা। তবে কার পদধ্বনি ?

১ সখী। কই পদধ্বনি ?

অম্বা। দলিত পত্রের মৃদু নহে কি মর্ম্মর।

২ সখী। শুনি নাই, সত্য কথা বলি যদি সখি !

অম্বা। উঠিয়াছিল এ বক্ষ দূরু দূরু করি'।

১ সখী। সম্ভব।

২ সখী। সঙ্গত।

১ সখী। সখি দেখ চেয়ে দেখ
পূরব গগনে হাসে শারদ চন্দ্রমা।

২ সখী। আজি কি পূর্ণিমা ?

১ সখী। আজি শারদ পূর্ণিমা।

২ সখী। বহিছে সমীর স্নিগ্ধ।

অম্বা। তথাপি শিরায়
তপ্ত রক্ত-স্রোত বহে। অন্য সখীগণ—
কোথা তারা ?
১ সখী। প্রয়োজন ?
২ সখী। প্রেমিক প্রেমিকা
সম্মিলনে বন্ধুসঙ্গ ভালো নাহি বাসে।
১ সখী। ভালো নাহি বাসে শুদ্ধ ? তাহার আপদ
যেন তারা।
২ সখী। যেন তারা কাড়িয়া লইবে
তাদের সুখের ভাগ।
২ সখী। চল, যাই চল।
অম্বা। না না যাইও না সখি !
১ সখী। না না যাইব না,
দেখিব কিরূপে নামে স্নিগ্ধ শতধারে
—শীতল চুম্বন ধারা তৃষিত অধরে।
২ সখী। কি হবে দেখিয়া যবে আমরা বঞ্চিত ?

[সখীদ্বয়ের প্রস্থান]

অম্বা। কাঁপে পদ কেন ? আমি এত শিশু নহি—
কেন বিকম্পিত বক্ষ আন্দোলিত আজি
ভয়ে ও সংশয়ে ?

অলক্ষিতে ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। এই যে এখানে।—দেখি ক্ষণকাল তরে
এ স্বর্ণ প্রতিমা, পরে বিসর্জিব তারে
বিস্মৃতি সলিলে।—একি অপূর্ব্ব গরিমা!
উষাসম নীলাকাশে নির্ম্মেঘ নিদাঘে
কিংবা যেন দূরশ্রুত সমুদ্রসঙ্গীত।
এরে বিসর্জ্জিতে হবে!—স্বর্গে দেবগণ!
এ হৃদয়ে বল দাও। সন্দেহে দ্বিধায়
কম্পিত ব্যাকুল চিত্ত শান্ত কর আজি।
লয়ে যাও দেবগণ আমারে অক্ষত
এই অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া তবে।
চূর্ণ কর অহঙ্কার। নিষ্পেশিত কর
প্রলোভন। প্রতিকূল সর্ব্ব প্রবৃত্তির
কণ্ঠ রোধ কর আসি'——

[অম্বার নিকটে গিয়া নিম্নস্বরে]

—দেবি! আসিয়াছি
তোমার নিকটে আজি।

অম্বা। এস দেবব্রত!
এই স্থানে এতক্ষণ তোমারি অপেক্ষা
করিতেছিলাম আমি। এস প্রিয়তম!

ভীষ্ম। দেবি! আসিয়াছে আজি তব সন্নিধানে
ভিখারী তোমার—

অম্বা। কিসের ভিখারী দেব !
কোন্ ভিক্ষা দিব আমি ? আর কিছু নাই।
যা ছিল আমার, তব চরণের তলে
করিয়াছি সমর্পণ, আর কিছু নাই।
যেই দিন দেখিয়াছি ও সৌম্য আনন,
যা কিছু আমার ছিল দিয়াছি চরণে ;
এই রূপ, এ পূর্ণ যৌবন, এই প্রাণ,—

ভীষ্ম। দাঁড়াও—

অম্বা। সে দিন হ'তে ভুলিয়াছি সব।
কত দীর্ঘ দিবসের উত্তপ্ত প্রহর
করিয়াছি উষ্ণতর মম দীর্ঘশ্বাসে ;
কত দীর্ঘ নিশীথের স্তব্ধ অন্ধকার
করিয়াছি অভিষিক্ত মম অশ্রুজলে।

ভীষ্ম। ভুলে যাও সেই সব।

অম্বা। সব ভুলে গেছি
যে মুহূর্ত্তে হেরিয়াছি তোমারে প্রাণেশ !

ভীষ্ম। না না দেবি কি বলিছ ?

অম্বা। কেন দেবব্রত ?

ভীষ্ম। ভুলে যাও, দেবি ! ভূত-প্রেমের কাহিনী,
আর—আর—আমারে মার্জ্জনা কর দেবি—

অম্বা। একি প্রহেলিকা !

ভীষ্ম। দেবি! ভুলে যাও আজি
সেই দেবব্রতে—নত চরণে তোমার,
প্রেমের সন্ন্যাসী তব, উদ্‌গ্রীব, আতুর,
সশঙ্ক, কম্পিতবক্ষ বিশুষ্ক-অধর;
ভুলে যাও সেই দেবব্রতে, ছিল যেই
রূপের মন্দিরে দেবী উপাসক তব,
ক্ষুধিত তৃষিত তপ্ত প্রেমিক তোমার;
ছিল স্বার্থ ধর্ম্ম যা'র, কৃষ্ণ রাহু সম,
জ্বালাময় বহ্নিসম, অন্ধ ঝঞ্ঝাসম;—
সেই দেবব্রতে—আজি ভুলে যাও দেবী।
আর চেয়ে দেখ আজ পরিবর্ত্তে তা'র
নূতন সন্ন্যাসী দেবব্রতে—ধর্ম্ম যা'র
ত্যাগ, কার্য্য যা'র চিরজীবন সাধনা,
ব্রত যা'র শুধু চিরজীবনসন্ন্যাস;
যা'র প্রেম বাসনায় নহে উদ্বেলিত,
কামনায় উগ্র নয়, স্বার্থে অন্ধ নয়,
কামে অপবিত্র নয়, সুখ লালসায়
তীব্র নয়; যেই প্রেম উন্মুক্ত উদার
—আকাশের মত ব্যাপ্ত, সমুদ্রের মত
স্বচ্ছ; ধরণীর মত সহিষ্ণু; ভাস্বর
প্রভাত ভানুর মত; শান্ত নিরপেক্ষ
মাতার স্নেহের মত—স্বচ্ছ অবারিত।

সেই দেবব্রতে দেখ চরণে তোমার ;
প্রেমের ভিখারী নহি,—কৃপার ভিখারী !

অম্বা। বুঝিতে না পারি কিছু! আমি কি জাগ্রত ?
কি কহিছ বুঝি নাই। আমারে বিবাহ
করিতে কি আস নাই শান্তনুনন্দন ?

ভীষ্ম। বুঝিয়াছ ঠিক্।

অম্বা। তবে তব আগমন
হেথায় কি হেতু ?

ভীষ্ম। ইহ জনমের তরে
বিদায় লইতে আজি এসেছি ভগিনী !

অম্বা। বিদায় লইতে ?

ভীষ্ম। চির জীবনের তরে।
আর দেখিবনা আমি আনন্দপ্রোজ্জ্বল
সুখস্মিত প্রেমময় ঐ মুখ খানি।
আর শুনিব না ঐ প্রেমময় বাণী—
আবেগ-উদ্বেল, নম্র, সরল, বিহ্বল,
নৃত্যশীল বৃষ্টিধারা সম সুমধুর।

অম্বা। কেন দেবব্রত ? আজি কেন এ কহিছ
নিদারুণ বাণী ! কি হ'য়েছে দেবব্রত ?

ভীষ্ম। প্রভাত রঞ্জিত এক মেঘের প্রাসাদ
আকাশে মিলায়ে গেছে ; একটি ঝঙ্কার

না উঠিতে থেমে গেছে ; চরণের তলে
একটি সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে প'ড়ে আছে।

অম্বা। কেন? কেন প্রিয়তম?

ভীষ্ম। তোমার আমার
মধ্যে প্রশ্বাসিছে এক অনল উদধি—

অম্বা। কেন? বল! বল!

ভীষ্ম। আমি ধরিয়াছি ব্রত
—চির ব্রহ্মচর্য্য ব্রত—ভগিনী আমার।

অম্বা। কি হেতু?

ভীষ্ম। পিতার মম তুষ্টির কারণে
সত্যপাশ বদ্ধ আমি। ইহজন্মে আর
বিবাহ করিতে মম নাহি অধিকার—

অম্বা। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! আর ভালো নাহি বাসো,
তাই বল, যাহা সত্য কথা।

ভীষ্ম। ভালোবাসি।
বড় ভালোবাসি। নিজের প্রাণের চেয়ে
ভালোবাসি। কিন্তু নহে কর্ত্তব্যের চেয়ে।
—ভগিনী বিদায় দাও আজি।

অম্বা। দেবব্রত! [ক্রন্দন]

ভীষ্ম। ভাসায়ে দিওনা দেবী, কর্ত্তব্য আমার,
তোমার নয়নজলে। ভাসাইয়ে দাও
চির জীবনের শান্তি। ভাসাইয়া দাও

অতীতের সুখস্মৃতি। ভাসাইয়া দাও
ইহকাল পরকাল তব অশ্রুজলে।
ভাসায়ে দিও না শুদ্ধ প্রতিজ্ঞা আমার।
—সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সব ভেঙ্গে চূরে
ডুবে ভেসে যাক্, শুধু পর্ব্বতের মত
দাঁড়ায়ে থাকুক গর্ব্বে কর্ত্তব্য আমার।
—তবে আজি প্রাণাধিকা ভগিনী আমার,
আমারে বিদায় দাও।

অম্বা। —না না—যাইওনা!

ভীষ্ম। দেবব্রত! দৃঢ় হও!—ভগিনী—বিদায়।

অম্বা। যাইও না প্রিয়তম!

ভীষ্ম। গাঢ় অন্ধকার
ছেয়ে আসে সৃষ্টি।—কিছু দেখিতে পাই না!
—কর্ত্তব্য দেখাও পথ। এই ঝটিকায়
যেন নাহি নিভে যায় আলোক তোমার।
—পালাও পালাও দেবব্রত।—দেবি! তবে
এই শেষ দেখা!

অম্বা। যাইও না! যাইও না!

ভীষ্ম। বিদায় ভগিনী তবে।

অম্বা। অনুনয় করি!

ভীষ্ম। বিদায় ভগিনী—

অম্বা। ধরি চরণে তোমার—

ভীষ্ম । বিদায়—

অম্বা । হৃদয়েশ্বর আমার ! [আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন]

ভীষ্ম । বিদায় ।

[প্রস্থান]

[অম্বা মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—শান্তনুর শয়ন-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

শান্তনু আসীন ও সত্যবতী দণ্ডায়মানা।

শান্তনু। বিংশতি বৎসর ধরি' ক'রেছি সম্ভোগ,
তথাপি হয় নি তৃপ্তি। বিংশতি বৎসর
অবারিত ঢালি' মম তৃষিত নয়নে
দিয়াছ যৌবন সুধা; পূর্ণ পাত্র তবু।

সত্যবতী। মুমূর্ষু! মিটেনি তৃষ্ণা? পান কর তবে,
পান কর আমরণ—আর কয় দিন!

শান্তনু। সত্য কহিয়াছ প্রিয়ে, আর কয় দিন!
দিনে দিনে দ্রুততর গড়াইয়া যাই;
বুঝিতেছি সন্নিকট জীবন গহ্বর-
তলদেশ! আর কয়দিন! সত্য কথা
বলিয়াছ সত্যবতী! আর কয়দিন!

সত্যবতী। যেই কয় দিন বাঁচ, সুখে পান কর।

শান্তনু। সুখে? সুখে নয় প্রিয়ে। সৌন্দর্য্য তোমার
নহে সে অমৃত, তাহা সুতীব্র মদিরা!

সত্যবতী। তবে পান কর কেন?

শান্তনু। অভ্যাস, সুন্দরী!
লোকে সুরা পান করে, কেন প্রিয়তমে?
এই দেখ 'প্রিয়তমে' এই সম্বোধন
তোমারে যে করিতেছি, তাহাও অভ্যাস।

সত্যবতী। কে চাহে তোমার এই প্রেম সম্বোধন?

শান্তনু। চাহ না তা জানি প্রিয়ে, তথাপি—অভ্যাস।
ঐ অপরূপ রূপ অনন্ত যৌবন,—
জানি সে গরল, আমি তবু পান করি।
ঐ দেহখানি, জানি সে আমার নহে,
তথাপি চাপিয়া ধরি ব্যগ্র আলিঙ্গনে
—ঐ এক প্রাণহীন পাষাণপ্রতিমা।

সত্যবতী। বৃথা নিন্দ মহারাজ! কঠিন নির্ম্মম
তোমরা পুরুষ। যদি দেখ কোন খানে
সুন্দরী রমণী, অন্ধ লালসার বশে
ধেয়ে আস তার পানে; ছিনিয়া তাহারে
আনো মাতৃবক্ষ হ'তে, আর আশা কর,
যার প্রতি কর তুমি কাম দৃষ্টিপাত,
তোমারে তাহার ভালোবাসিতে হইবে,

—এমন সুন্দর তুমি, হেন গুণবান্,
এত শ্রেয় প্রেয় তুমি!—যেন রমণীর
নাহিক হৃদয়, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি স্বাধীন ;
যেন নারী ক্রীতদাসী চরণে তোমার।
নারী—সে 'রমণী', নারী 'কামিনী' তোমার ;
বিনিময়ে সে তোমার 'ভার্য্যা' শুধু, প্রভু।
—করিয়াছ ক্রয় তুমি শরীর আমার,
অর্থবলে। কিন্তু ক্রয় কর নি হৃদয়।

শান্তনু। জানিতাম আমি, পতি পত্নীর মিলন
পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ ; নহে গঠিত কাহার।
—ইহা শাস্ত্র।

সত্যবতী। শতাধিক পত্নী তব পদে
রাখিয়াছ বাঁধি' তবে পূর্ব্ব জন্ম হ'তে ?
মহারাজ, ইহজন্ম পাপহেতু যদি
লহ পশুজন্ম, তবু শত পত্নী তব ?
লহ যদি তরুজন্ম ?—না না মহারাজ !
জন্ম জন্ম পুরুষের ক্রীতদাসী করে'
গঠেন নি নারীজাতি—বিধাতা নিশ্চয়।
শাস্ত্র ? কাহার গঠিত শাস্ত্র মহারাজ ?
পুরুষ গ'ড়েছে শাস্ত্র পুরুষের সুখ,
পুরুষের সুবিধা, স্বচ্ছন্দ, শান্তিহেতু।
যদি এই শাস্ত্রকার হইত রমণী,

অন্যরূপ হইত এ শাস্ত্রের বিধান।
ক্রীত এই দেহ ল'য়ে তুষ্ট রহ তুমি ;
এ হৃদয় পাও নাই, পাইবে না কভু।

শান্তনু। জানি প্রিয়ে, করিয়াছি তাহা অনুভব
বিমুখ অধরে তব, হিম দৃষ্টিপাতে,
অবশ জীবনহীন শ্লথ আলিঙ্গনে।
জানি আমি।—হায় যদি পূর্ব্বে জানিতাম!

সত্যবতী। জানিতে প্রয়াস কভু ক'রেছিলে প্রভু!
মত্ত অহঙ্কারে, অন্ধ বাসনায়, তুমি
জিজ্ঞাসাও কর নাই কখন কাহারে
কে আমি? স্বভাবে মম কি অভাব আছে?
কাহারে দিয়াছি পূর্ব্বে এ হৃদয় কিনা?
পরভুক্তা কিনা আমি?—যেই দেখিয়াছ
এই অপরূপ রূপ, যৌবনতরঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে উছলিছে—আর রক্ষা নাই!
উন্মত্ত, অধীর, অন্ধ কামে জর জর ;—
এই ত পুরুষ। ধিক্—শত ধিক্ তারে।

শান্তনু। সত্য বলিয়াছ সত্যবতী, তিক্ত যদি,
কি করিব প্রিয়তমে!—রোগীর ঔষধ
স্বাদু হয় কদাচিৎ। রূপ ক্রয় করা যায়
অর্থবলে,—প্রেম ক্রয় করা নাহি যায়।
তোমার অন্যায় নহে, অন্যায় আমার।

সত্যবতী। বুঝিয়াছ এতদিনে ?

শান্তনু। করিয়াছি ভ্রম।

সত্যবতী। করিতেছ ফল ভোগ। আমি কি করিব !
আমায় গঞ্জনা বৃথা।

শান্তনু। [অন্যমনে] যদি জানিতাম—

সত্যবতী। 'যদি জানিতাম,' তার চেয়ে সমধিক
এই দুঃখ, এখনো জান না কিছু।

শান্তনু। জানি।

সত্যবতী। কিছুই জানো না। ধীবরের কন্যা আমি,
রূপবতী অপরূপ অনন্তযৌবনা,
বিদুষী ঋষির বরে, এই মাত্র জানো।
ধরিয়াছি গর্ভে মম তোমার ঔরসে
দুই পুত্র সুকুমার, এই মাত্র জানো।
জানো কি আমার পূর্ব্ব গাঢ় ইতিহাস ?
জানিতে সে কথা যদি, অগ্নির শিখায়
নিক্ষিপ্ত পত্রের মত বিশীর্ণ কুঞ্চিত
দগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ হ'য়ে যেতে—

শান্তনু। সে কি প্রিয়ে !
কি সে পূর্ব্ব ইতিহাস ?

সত্যবতী। জানিও না। কভু
চাহিও না জানিতে !—যে কয় দিন বাঁচ,
রহ অন্ধকারে। বৃদ্ধ তুমি। জানিও না।

শান্তনু। হউক, জানিব।

সত্যবতী। —না না বলিতে পারি না।
উচ্চারিতে সেই বাণী তব সন্নিকটে
যাই যদি মহারাজ, জিহ্বা নড়ে নাক ;
কহে যদি জিহ্বা, ভয়ে বিবর্ণ অধর
দ্রুত আসি সে বাক্যের কণ্ঠরোধ করে ;
চক্ষে অন্ধকার দেখি, শুনিতে পাই না
বিশ্বে আর কিছু, এক আর্ত্তনাদ বিনা।
ক্ষান্ত হও মহারাজ ! সেই উচ্চারণে
পুত্রকুল উঠিবে করিয়া আর্ত্তনাদ,
মাতৃকুল একসঙ্গে উঠিবে কাঁপিয়া।

[দ্রুত প্রস্থান]

শান্তনু। কি সে গাঢ় ইতিহাস ! এ গূঢ় সঙ্কেত—
তার চেয়ে ছিল ভালো সরল প্রচার।
—কি ভীষণ স্নেহহীন সুন্দরী রমণী !
প্রলয় আনিতে পারে, পলকে সংসারে।

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ।

উভয়ে। বাবা বাবা !—আজ—

শান্তনু। যাও, ত্যক্ত করিও না।

[উভয়ের প্রস্থান]

শান্তনু। ইহারা কি !—ইহারা কি আমার সন্তান্ ?
—এ কি এক কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ছেয়ে আসে।

মাধবের প্রবেশ ।

শান্তনু । কে ? মাধব !

মাধব । আমি মহারাজ ।

শান্তনু । এস বন্ধু !
মাধব ! কহিয়াছিলে অতি সত্য কথা ।
—অতি সত্য কথা ।

মাধব । কি সে কথা মহারাজ !

শান্তনু । বলিব না । করিব না উচ্চারণ । তুমি
কহিবে সুবিজ্ঞভাবে 'বলিয়াছিলাম' !
তিক্ত উপদেশ—তিক্ত, কিন্তু তিক্ততর এই
"বলিয়াছিলাম" । বন্ধু, সর্ব্ব অপরাধ
আমার, মার্জ্জনা কর । আলিঙ্গন দাও । [আলিঙ্গন]

মাধব । নাহি বুঝিতেছি কিছু ।

শান্তনু । প্রয়োজন নাই ।

মাধব । মহারাজ সুস্থ আজি ?

শান্তনু । সুস্থ ?—চমৎকার !

মাধব । দেখি—[নাড়ী পরীক্ষা] এ কি মহারাজ !

শান্তনু । কেন কি দেখিলে ?

মাধব । এ যে জ্বর । আনি চিকিৎসক ?

শান্তনু । ত্রিভুবনে
হেন চিকিৎসক নাই, যে এই ব্যাধির
প্রতিকার করে । আছে বহুবিধ ব্যাধি—

জ্বর বাত বিসূচিকা যক্ষ্মা ভয়ঙ্করী,
আছে যাহা নিত্য এক মৃত্যুসৈন্যসম
মানুষের স্বাস্থ্যদুর্গ অবরোধ করি'।
কিন্তু অন্য বহুবিধ ব্যাধি বাস করে
নরদেহে, যার নাম আয়ুর্ব্বেদে নাই,
যাহার চিকিৎসা নাই, যাহা ক্ষয় করে
ধীরে জীবনের ভিত্তি গোপনে নিভৃতে,
যাহা টানে দীর্ঘরেখা মসৃণ ললাটে,
অপাঙ্গে অঙ্কিত করে প্রগাঢ় কালিমা।
যাক্ সেই সব কথা।—শোন তুমি, শুধু
আমার বয়স্য নহ—

মাধব। আমি বিদূষক।

শান্তনু। কর ব্যঙ্গ যত পারো, কহ কুবচন,
আনত করিয়া শির লইব ভর্ৎসনা।
—এখন মাধব! আমি করি এ মিনতি—
আমার মৃত্যুর পরে, শিশু পুত্রদ্বয়ে
দেখিও—না কহিও না কথা! শোন আর—
দেবব্রতে ডেকে দাও নিকটে আমার।
—কোন কথা নহে বন্ধু! আর এক দিন।
কথা শুনিবার নহে অবস্থা আমার।
—যাও বন্ধু!

[মাধবের প্রস্থান]

শান্তনু। স্বীয় পুত্রে করিয়া সন্ন্যাসী
পিতার সম্ভোগ—একি—হেন অত্যাচার,
স্বেচ্ছাচার, প্রকৃতি কি সয়? ঘুচিয়াছে
শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম। পাইয়াছে ফিরে
প্রকৃতি আপন দুর্গ।

শাল্বের প্রবেশ।

শান্তনু। সৌভ-নরপতি?

শাল্ব। মহারাজ!—

শান্তনু। কথা কহিও না। আর—আর—
সুস্থ সৌভ-নরপতি?

শাল্ব। আমি?—সুস্থ আমি।

শান্তনু। প্রীত সৌভরাজ?

শাল্ব। প্রীত!

শান্তনু। অতিথি-সৎকার
হইয়াছে যথোচিত তব?

শাল্ব। বিলক্ষণ!

শান্তনু। বিলক্ষণ করিয়াছ তার প্রতিদান
সৌভরাজ! বিনিময়ে এক ভিক্ষা চাহি।

শাল্ব। কি শান্তনু?

শান্তনু। দূর হও আমার সম্মুখ হ'তে।
আর আসিও না। যাও, যাও সৌভপতি!

[শাল্বের প্রস্থান]

শান্তনু । সমুচিত হইয়াছে । ভোগলালসার
পাইয়াছি শাস্তি সমুচিত । দুঃখ নাই
সন্তানে বঞ্চিত করি'—কোন দুঃখ নাই ;
—না না কোন দুঃখ নাই ।—ভগবান্ ! তুমি
আছ । অতি চমৎকার নিয়ম তোমার ।
পিতার কর্ত্তব্য নিজসুখবিসর্জ্জন
পুত্রের কল্যাণকামনায় । আর আমি
সন্তানের সুখ—[রুদ্ধস্বরে] না না কোন দুঃখ নাই ।

ভীষ্মের প্রবেশ ও প্রণাম ।

শান্তনু । আসিয়াছ দেবব্রত ?
ভীষ্ম । আসিয়াছি তাত ।
শরীর কিরূপ আছে ?
শান্তনু । সুস্থ দেবব্রত ।
তোমার নিকটে, বৎস, এক ভিক্ষা আছে ।
দিবে দেবব্রত ?
ভীষ্ম । সে কি ! পিতার আজ্ঞায়
প্রাণ দিতে পারি আমি—
শান্তনু । জানি প্রিয়তম ।
তবে শুন—মরিবার পূর্ব্বে, প্রাণাধিক,
এক অনুরোধ করে' যাই দেবব্রত,
একমাত্র অনুরোধ—বিবাহ করিও ।

ইহকাল দিয়াছ ত জলে বিসর্জ্জন,
পরকাল রক্ষা কর।—না না দেবব্রত,
শুনিতে চাহি না আমি কোন প্রতিবাদ—
বিবাহ করিও। আর—বলিব কি বৎস!
আমার মৃত্যুর পরে মার্জ্জনা করিও।

ভীষ্ম। সে কি পিতা!

শান্তনু। না না কোন প্রতিবাদ নহে।
ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে, বুক ভেঙ্গে যাবে।
যাও দেবব্রত যাও—যাও প্রাণাধিক—
আর এক কথা—বৎস—যতদূর পারো,
আমার মৃত্যুর পরে—পারো যতদূর—
আমারে সদয় ভাবে করিও বিচার।
—যাও। ঘুমাইব আমি। রুদ্ধ কর দ্বার।

[কাতরোক্তি করিয়া শুইয়া পড়িলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—হস্তিনার রাজপ্রাসাদের একটী ক্ষুদ্র কক্ষের প্রাঙ্গণ।
কাল—প্রভাত। দাশরাজ ও তাঁহার মন্ত্রী।

দাশরাজ। জামাই বাড়ী এলাম, তা কৈ কেউ বড় একটা খোঁজ খবর নিচ্ছে না।—নিচ্ছে মন্ত্রী?

মন্ত্রী। কৈ ?

দাশরাজ। অথচ আমি একটি রাজা।

মন্ত্রী। এ রাজবাড়ীর কেউ সেটা বড় একটা স্বীকার কচ্ছে না।

দাশরাজ। স্বীকার কর্ত্তেই হবে। তার উপরে আমার নাতিই পরে এ রাজ্যের রাজা হবে। হবে না মন্ত্রী ?

মন্ত্রী। তা ত হবে।

দাশরাজ। কিন্তু সে কথা কেউ বড় একটা মান্‌ছে না।

মন্ত্রী। কৈ আর মান্‌ছে !

দাশরাজ। কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছে।

মন্ত্রী। তাইত দেখ্‌ছি।

দাশরাজ। কিন্তু তা হ'চ্ছে না। আমি এবার দাবী করে' ব'স্‌বো।

মন্ত্রী। মান্‌লে ত।

দাশরাজ। মান্‌বে না ? আমি মহারাজার শ্বশুর। এ কথা মান্‌বে না ?

মন্ত্রী। মান্‌ছে কৈ ?

দাশরাজ। মান্‌ছে না বুঝি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, মোটেই না।

দাশরাজ। কেন ? এ ত খুব সোজা কথা। মহারাজ আমার মেয়েকে বিয়ে ক'রেছেন—এতে শ্বশুর হয় না ত কি হয় ? এ ত সোজা কথা।

মন্ত্রী। অত্যন্ত সোজা।

দাশরাজ। কিন্তু এটা বুঝ্‌তে এদের এত সময় লাগ্‌ছে ?

মন্ত্রী। বড্ড বেশী সময় লাগ্‌ছে মহারাজ।

দাশরাজ। হুঁ [গোঁফে তা দিতে লাগিলেন] কিন্তু, কেমন সেজেছি মন্ত্রী!—চেহারাখানা ভদ্র লোকের মত করে' তুলেছি কি না ?

সানুচর বালক বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ।

দাশরাজ। এই যে। এই যে আমার নাতি। এসো ভাই।

বিচিত্রবীর্য্য। [অনুচরকে] এ কে ?

অনুচর। ও এক বর্ব্বর!

দাশরাজ। [সক্রোধে] কি ?—'বর্ব্বর' ?

অনুচর। চলে' এসো রাজকুমার!

[সানুচর বিচিত্রবীর্য্যের প্রস্থান]

দাশরাজ। [সাশ্চর্য্যে]—এঁ্যা! চিনে ফেলেছে। মন্ত্রী! ঠিক চিনেছ ত। এত সাজসজ্জা কর্লাম। সব বৃথা!

মন্ত্রী। মহারাজ বড় সুবিধা বোধ হ'চ্ছে না।

দাশরাজ। হ'চ্ছে না না'কি!

মন্ত্রী। সরে' পড়ুন মহারাজ, সময় থাক্‌তে সরে' পড়ুন।

দাশরাজ। এঁ্যা! এঁ্যা! সরে' পড়্‌বো! সরে' পড়্‌বো কেন ?

মন্ত্রী। নৈলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে' দেবে।

দাশরাজ। এঁ্যা! এঁ্যা! গলাধাক্কা! গলাধাক্কা! বল কি ?

মন্ত্রী। যে স্ত্রীর ভয়ে বিনা নিমন্ত্রণে জামাই বাড়ী পালিয়ে আসে তার অভ্যর্থনা জামাই বাড়ীতে এই রকমই হ'য়ে থাকে মহারাজ!

দাশরাজ। তার বুঝি এই রকম অভ্যর্থনা হয়?

মন্ত্রী। আমি ত তাই বরাবর দেখে আস্‌ছি।

দাশরাজ। তাই দেখে আস্‌ছ নাকি?

মন্ত্রী। গতিক বড় ভালো বুঝ্‌ছি না। মহারাজ! সরে' পড়ুন।

দাশরাজ। আমি যাবো না। আমি রাজার শ্বশুর। আমায় জায়গা দিতে তা'রা বাধ্য।

মন্ত্রী। তা এরা দিয়েছে—এই আস্তাবলে।

দাশরাজ। কি! আস্তাবল! কি বল্লে মন্ত্রী? এটা কি আস্তাবল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ আস্তাবল?

দাশরাজ। আস্তাবল?

মন্ত্রী। আস্তাবল।

দাশরাজ। মন্ত্রী, তুমি শুন্তে ভুলেছ। আমি রাজা। আমি রাজার শ্বশুর। এখন কিনা আমার বাসের জন্য—

মন্ত্রী। আস্তাবল।

সানুচর ও সপার্শ্বচর চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

দাশরাজ। এই ত আমার বড় নাতি?

অনুচর। তোমার নাতি!

মন্ত্রী। বলি, এই ত মহারাজ শান্তনুর বড় ছেলে?

অনুচর। হাঁ, তাই কি?

দাশরাজ। তা হ'লেই ত আমার নাতি হোল।

অনুচর। তোমার নাতি!—হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

দাশরাজ। হাসো কেন ?—মন্ত্রী ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ! আমিও সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না—তোমাদের রাজা কে ?

দাশরাজ। হাঁ রাজা কে ?

অনুচর। মহারাজ শান্তনু।

দাশরাজ। আমি তাঁরই শ্বশুর।

অনুচর পুনরায় অট্টহাস্য করিল।

চিত্রাঙ্গদ। [অনুচরকে] কে এ ?

অনুচর। এক উন্মাদ।

চিত্রাঙ্গদ। রাজবাড়ীতে উন্মাদ কেন ? তাড়িয়ে দাও।

দাশরাজ। কি! তাড়িয়ে দেবে কি রকম!

চিত্রাঙ্গদ। [পার্শ্বচরকে] তাড়িয়ে দাও।

[সানুচর প্রস্থান]

দাশরাজ। কি রকম!—মন্ত্রী।

পার্শ্বচর। বেরিয়ে যাও।

দাশরাজ। বেরিয়ে যাবো কেন ? আমি মহারাজের শ্বশুর। রাজা কোথায় ?

পার্শ্বচর। বেরিয়ে যাও। নৈলে গলাধাক্কা দিয়ে বের কোরে দেবো।

দাশরাজ। কি ?—আমি রাজার শ্বশুর। আমায় গলাধাক্কা! [ধনুকে তীর সংযোজনা করিয়া] যুদ্ধ কর্ব্ব, যুদ্ধ কর্ব্ব।

পার্শ্বচর। আরে! [তরবারি নিষ্কাশিত করিল]

দাশরাজ। ও বাবা। [পিছাইল]

পার্শ্বচর। বেরিয়ে যাও [গলদেশে ধারণ]

দাশরাজ। এই যাচ্ছি।

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। এই! এই! কচ্ছ কি! কচ্ছ কি!

পার্শ্বচর। বের করে' দিচ্ছি।

মাধব। কেন?

পার্শ্বচর। রাজকুমারের হুকুম।

মাধব। না না কচ্ছ কি।—ইনি যে মহারাজের শ্বশুর।

পার্শ্বচর। সে কি! আমি ভেবেছিলাম এক উন্মাদ।

মাধব। উন্মাদ হ'লে কি শ্বশুর হয় না! আসুন মহাশয়। কিছু মনে কর্ব্বেন না।

দাশরাজ। মনে কর্ব্ব না? খুব কর্ব্ব। আমার অপমান! আমি যুদ্ধ কর্ব্ব। আমি রাজা তা জানো!—মন্ত্রী?

মন্ত্রী। মহারাজ চেপে যান। চেপে যান।

দাশরাজ। হ্যাঁ! চেপে যাবো না কি? চেপে যাবো না কি?

[মন্ত্রী সঙ্কেত করিলেন।]

দাশরাজ। আচ্ছা এবার ক্ষমা কর্লাম। এখন রাজা কোথায়?

মাধব। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বার অবস্থা তাঁর নয়।

দাশরাজ। কিন্তু তাই বলে' রাজার শ্বশুর আমি—আমার থাক্‌বার জায়গা হ'য়েছে এক ঘোড়ার আস্তাবল?

মাধব। ভুল হ'য়ে গিয়েছে। আপনার থাক্‌বার জায়গা আমি ঠিক করে' রেখেছি। আসুন।

দাশরাজ। কোথায় ?

মাধব। পাগলা গারদ।

দাশরাজ। পাগলা গারদ কি রকম !

মাধব। এই দেখুন আপনি আর রাজার নূতন মৃগয়ার ঘোড়া এক সঙ্গেই রাজদ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল। আমি হুকুম দিলাম যে তা'রা আপনাকে পাগলা গারদে, আর ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রাখুক। তা এরা ভুলক্রমে আপনাকে আস্তাবলে পূরে ঘোড়াটাকে পাগলা গারদে রেখে এসেছে।—সৈনিক, একে পাগলা গারদে রেখে এসো।

দাশরাজ। কি আমাকে ?

মাধব। [পার্শ্বচরকে] নিয়ে যাও।

[প্রস্থান]

মন্ত্রী। চলুন মহারাজ, দ্বিরুক্তি কর্ব্বেন না।

দাশরাজ। কেন ?

মন্ত্রী। বড় সুবিধে নয়—

দাশরাজ। নয় না কি !

দাশরাজ্ঞীর প্রবেশ।

দাশরাজ্ঞী। এই যে !

দাশরাজ। ও বাবা ! [কম্পিত]

দাশরাজ্ঞী। এখানে পালিয়ে এসেছ পোড়ারমুখো ? যা ভেবেছি তাই ! এসো বাড়ী এসো।

দাশরাজ। আমি যাবো না। কেন যাবো!—মন্ত্রী!

মন্ত্রী। মহারাজ! বাড়ি ফিরে চলুন। আর দ্বিরুক্তি কর্ব্বেন না। এখানকার অভ্যর্থনার সরঞ্জম দেখছেন ত!

দাশরাজ। তা হোক্। কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে যাবো না।

দাশরাজ্ঞী। যাবে না বটে! [কর্ণধারণ]

দাশরাজ। না না চল যাচ্ছি।

দাশরাজ্ঞী। চল।

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

—০ঃ*ঃ০—

স্থান—হস্তিনার রাজ-অন্তঃপুর; প্রাসাদমঞ্চ। কাল—রাত্রি।

চিন্তিতভাবে ভীষ্ম পাদচারণ করিতেছিলেন।

ভীষ্ম। এই কয় দিন ধরি' আকাশ অবনী
নানা অমঙ্গল চিহ্নে করিছে সূচনা
ভাবী কোন্ অকল্যাণ। নিত্য ধূমকেতু
অগ্নিকোণে দেখা যায়; শিবা ডেকে ওঠে
দীপ্ত দিবা দ্বিপ্রহরে। বসি' গৃহচূড়ে
চীৎকারে বায়সকুল। কয়দিন ধরি'

শয়ান, কাতর, রোগশয্যায় ভূপতি।
জানি না কি ঘটে।—জগদীশ রক্ষা কর
পিতায়; আমার প্রাণ লও বিনিময়ে।

[প্রস্থান]

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। কৈ দাদা?

বিচিত্র। এইখানেই ত ছিলেন।

চিত্রাঙ্গদ। তবে বোধ হয় তিনি বাবার ঘরে। তিনি ত অষ্টপ্রহরই বাবার শিওরে বসে' আছেন।

বিচিত্র। মাঝে মাঝে এইখানে আসেন।

চিত্রাঙ্গদ। এ কয়দিন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত।

বিচিত্র। আমাদের আর তেমন আদর করেন না।

চিত্রাঙ্গদ। তাঁর সময় কোথায়!

বিচিত্র। তুমি দাদাকে ভালোবাসো?

চিত্রাঙ্গদ। বাসি।

বিচিত্র। খুব?

চিত্রাঙ্গদ। খুব।

বিচিত্র। আমার মত?

চিত্রাঙ্গদ। তোর চেয়েও।

বিচিত্র। ঈস্! তা আর হ'তে হয় না।

চিত্রাঙ্গদ। চল্, তিনি কোথায় গেলেন দেখি।

[নিষ্ক্রান্ত]

চিন্তিতা সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। বর বটে ঋষিবর। অনন্ত যৌবন
বার্দ্ধক্যের গোশালায় বদ্ধ আমরণ।
অথবা মহর্ষি, তাহে তুমি কি করিবে ?
লইয়াছিলাম বাছি' আমি এই বর—
বিলাসিনী মূঢ়া আমি। ভাবিয়াছিলাম
"অনন্ত যৌবন"—অর্থ—"অনন্ত সম্ভোগ"।
এই বর—যাহা মৃগতৃষ্ণিকার মত
উন্মেষিত করে মম সম্ভোগবাসনা,
তথাপি কদাপি তৃপ্ত করে না তাহারে ;
যাহা নিয়তির মত লেপিয়া ললাটে
ক'রেছে আমারে দাস ; আছে নিত্য মোর
ব্যাধিকীটাণুর মত মিশিয়া শোণিতে।
—কি করিলে ঋষিবর ! বর ফিরে লও,
অথবা আমারে কর স্বতন্ত্র স্বাধীন।

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। তাহাই হোক্ নারী। এইক্ষণ হ'তে
স্বতন্ত্র স্বাধীন তুমি। অনন্ত যৌবন
ভোগ কর নিরাপদে। মৃত মহারাজ।
সত্যবতী। সে কি ! মৃত মহারাজ ?
মাধব। মৃত মহারাজ।
এখন সম্ভোগ কর অনন্ত যৌবন।—

সর্ব্বের আপদ্ শান্তি—ভাবিতেছ নাকি
পতিহন্ত্রী?

সত্যবতী। আমি?

মাধব। তুমি।

সত্যবতী। পতিহন্ত্রী আমি?

মাধব। স্বহস্তে ছুরিকাঘাত করা পৃষ্ঠদেশে,
বিষাক্ত মদিরা ধরা সরল অধরে—
শুধু এক তাহাকেই হত্যা বলে নাক।
ছুরি চেয়ে তীক্ষ্ণ মর্ম্মে নির্ম্মমতা বাজে,
সর্প হতে ভয়ঙ্করী কৃতঘ্নতা আসি'
তির্য্যক্‌নিঃশব্দগতি—করে সে দংশন।
তব হেয় স্বেচ্ছাচারে, তব ব্যভিচারে,
পতিহত্যা করিয়াছ তুমি পাতকিনী।

সত্যবতী। কি প্রলাপ বকিতেছ বৃদ্ধ বিদূষক?
বৃদ্ধ তুমি, তাই আমি হস্তিনা-মহিষী
ক্ষমা করিলাম।—যাও।

মাধব। পিশাচী স্বৈরিণী!

[প্রস্থান]

সত্যবতী। স্পর্দ্ধা!—বৃদ্ধ বিদূষক! নমিত করিব
তোমার উদ্ধত শির।—'পিশাচী স্বৈরিণী'!
তাই যদি সত্য হয়, কি আক্ষেপ তাহে!
সে দোষ আমার?—যদি স্বার্থান্ধ পুরুষ

কর্ষিতললাট, লোলগণ্ড, দন্তহীন,
বিজীর্ণ, বিশীর্ণ, পঙ্গু, কুঞ্চিত জরায়—
সে যদি কামনা করে উদ্ভিন্ন যৌবন,
ব্যগ্র আলিঙ্গন, উষ্ণ উন্মত্ত চুম্বন—
সে আমার দোষ ?—যাক্! মৃত মহারাজ!
—আর পরাধীন নহি। আজ মুক্ত আমি।
আজ স্বেচ্ছাধীন আমি—ওহো কি উল্লাস!
—হাঁ, লইব প্রতিশোধ—করিব সম্ভোগ;
কিসের সঙ্কোচ ? ধর্ম্ম দিয়াছি শৈশবে;
ধীবরনন্দিনী আমি—অনন্তযৌবনা।

অলক্ষিতে শাল্বের প্রবেশ।

শাল্ব। রাজ্ঞী!

সত্যবতী। [চমকিয়া] সৌভনরপতি ?

শাল্ব। মৃত মহারাজ।

সত্যবতী। শুনিয়াছি!

শাল্ব। আজি হ'তে—

সত্যবতী। কি বলিতেছিলে ?

শাল্ব। আজি হ'তে মহারাজ্ঞী স্বতন্ত্র স্বাধীন!

সত্যবতী। জানি মহারাজ।

শাল্ব। তবে—[অগ্রসর হইলেন]

সত্যবতী। দাঁড়াও লম্পট!
হস্তিনা-সম্রাজ্ঞী আমি, রাখিও স্মরণে।

শাল্ব। হস্তিনা-মহিষী! আর কেন এ ছলনা!
আছি আমি হস্তিনার মর্ম্মরপ্রাসাদে,
মাসাধিক কাল ধরি' অতিথি, ভিক্ষুক
তোমার রূপের দ্বারে।—আজি মুক্ত তুমি!

সত্যবতী। বিবেচনা করিবার অবসর দাও।

শাল্ব। অতীত প্রহর তার।

সত্যবতী। —কেন ঋষিবর
দিয়াছিলে এই বর এই অভিশাপ?
—না না, যাও চলে' যাও নিজরাজ্যে ফিরে।

শাল্ব। কেন এ সঙ্কোচ আর; এসো—[অগ্রসর হইলেন]

সত্যবতী। সাবধান!
দীপ্তশ্বেতবহ্নিমান্ তপ্ত লালসায়
তপ্ত করিও না আর।—এ আগ্নেয় গিরি!
যাও, সরে' যাও, ক্রুদ্ধ করিও না আর
এ হৃদয়ে শৃঙ্খলিত কামের শার্দ্দূলে।

শাল্ব। কেন—[হস্তধারণ]

সত্যবতী। সরে' যাও—তোমার এ কামস্পর্শ
আজি রোমাঞ্চিত করে সর্ব্বাঙ্গ আমার।—
সরে' যাও। [হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন]

শাল্ব। এ কি মূর্ত্তি! [পিছিয়া দাঁড়াইলেন]

সত্যবতী। —না না প্রিয়তম।
ডুবিতে ব'সেছি যবে, ডুবিব এ জলে।

মিলিয়াছে অনলে অনিলে—ছারখার
হ'য়ে যাক্ জীবন আমার। তবে আজি—
তবে আজি ঢেকে আয় এ শূন্য জীবনে
প্রলয়ের অন্ধকার। সেই অন্ধকার
প্রদীপ্ত করিবে আজি, দুটি জ্বালাময়
মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান পৃথিবীর মত,
দুটি অভিশপ্ত আত্মা;—এসো প্রিয়তম—

[হস্তধারণ]

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। দাঁড়াও রমণী।—উঃ কি ঘৃণ্য! ভয়ানক!
কি বীভৎস! এও বিশ্বে আছে?—দয়াময়!
এও কি তোমার সৃষ্টি?—যাঁ'র সৃষ্টি এই
শান্ত জ্যোৎস্না, এই শ্যামা পুষ্পিতা ধরণী,
নক্ষত্রখচিত ঐ নীলাকাশ, ঐ
স্বচ্ছ তরঙ্গিণী, ঐ বিহঙ্গসঙ্গীত,
এ সুগন্ধ, এ সুমন্দ পবনহিল্লোল;—
এও কি তাঁহারই সৃষ্টি!—আর স্নেহময়ী
রমণী! এও কি শেষে সম্ভবে তোমায়?
যা'র বক্ষে ছায়া দেয় ভগিনীর প্রীতি,
সুগন্ধে পুষ্পিত হয় স্নেহ দুহিতার,
যা'র বক্ষ হ'তে ধীরে লতাইয়া উঠে

বনিতার প্রেম আলিঙ্গন, বক্ষে যা'র
সুস্নিগ্ধ পীযূষ-ধারা ঝরে জননীর ;
যেই খানে বহে' যায় স্নেহমন্দাকিনী,
যেই খানে আলো দেয় আত্মবলিদান ;
সেইখানে এও কি সম্ভবে !—পাপীয়সি !
এখনও পিতার শব হয় নি সৎকার ;
এখনও পিতার শেষ কবোষ্ণ নিশ্বাস-
জড়িত প্রাসাদবায়ু। এখনও পিতার আত্মা
তোমারে ঘেরিয়া আছে। নারী, সাবধান।
করিও না কলুষিত পিতার স্মৃতির
অক্ষয় পবিত্র তীর্থ।—[শাল্বকে] আর মহারাজ !
আজি এ কালিমারাশি, লম্পট, তোমার
শোণিতে করিব ধৌত। নিষ্কাশিত কর অসি।
[স্বীয় তরবারি খুলিলেন]

সত্যবতী। দেবব্রত !

ভীষ্ম। স্তব্ধ হও পাপীয়সী। আজি
অন্ধ আমি। জানি না কি করিতেছি আমি—
[শাল্বকে]—নিষ্কাশিত কর অসি, কিম্বা দূর হও
এ মুহূর্ত্তে এ প্রাসাদ হ'তে, ব্যভিচারী।

সত্যবতী। তুমি কে করিতে আজ্ঞা শুনি দেবব্রত ?

ভীষ্ম। আমি ভীষ্ম।

সত্যবতী। দেবব্রত ! কর পরিত্যাগ

এই দণ্ডে এ প্রাসাদ, করি আজ্ঞা আমি
হস্তিনা-সম্রাজ্ঞী।

ভীষ্ম। যাইব। তাহার পূর্ব্বে
দিব দূর করি' এই পথের কুক্কুরে।—
[শাল্বকে] নিষ্কাশিত কর অসি।

শাল্ব। যাইতেছি আমি। [প্রস্থান]

ভীষ্ম। যাও। আর পুনরায় হস্তিনায় যদি
কর পদার্পণ কভু, যাইবে ফিরিয়া
শাল্বের কবন্ধ গৃহে—জানিও নিশ্চয়।
—জয় হোক্ মহারাণী!—চলিলাম আমি।
[প্রস্থান]

[সত্যবতী ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের প্রমোদ-ভবন। কাল—রাত্রি।
গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ, তাঁহার বন্ধু চিত্রসেন ও
পারিষদবর্গ। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ।

চিত্রসেন। শুনিয়াছ বন্ধুবর! প্রবলপ্রতাপ
হস্তিনার অধিপতি গতাসু শান্তনু—
অনন্তযৌবনা যা'র মহিষী সুন্দরী!

চিত্রাঙ্গদ। অনন্তযৌবনা ?

চিত্রসেন। শোন নাই বন্ধুবর ?
অনন্তযৌবনা তিনি মহর্ষির বরে।

চিত্রাঙ্গদ। কোন্ ঋষি চিত্রসেন ?

চিত্রসেন। ঋষি পরাশর !

চিত্রাঙ্গদ। সম্রাট্ শান্তনু মৃত ? তাঁর পুত্র আছে ?

চিত্রসেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রত, খ্যাত ভীষ্ম নামে,
অজেয় জগতে।

চিত্রাঙ্গদ। ভীষ্ম অজেয় জগতে !

চিত্রসেন। শুনিয়াছি বন্ধু ! কিন্তু ভীষ্ম বনবাসী।

চিত্রাঙ্গদ। কি হেতু ?

চিত্রসেন। জানি না।

চিত্রাঙ্গদ। তবে শূন্য সিংহাসন
হস্তিনার ?

চিত্রসেন। কে বলিল শূন্য সিংহাসন !
এ অনন্তযৌবনার জ্যেষ্ঠ পুত্র আজি
হস্তিনার অধিপতি।

চিত্রাঙ্গদ। কি নাম তাহার ?

চিত্রসেন। চিত্রাঙ্গদ।

চিত্রাঙ্গদ। কি বলিলে নাম ?

চিত্রসেন। চিত্রাঙ্গদ।

চিত্রাঙ্গদ। আমার যে নাম চিত্রাঙ্গদ, চিত্রসেন !

চিত্রসেন। বিচিত্র কি তাহে ?

চিত্রাঙ্গদ। তার নাম চিত্রাঙ্গদ ?
সত্য বলিতেছ বন্ধু !

চিত্রসেন। নিশ্চিত, যেমতি
চিত্রসেন নাম মম।

চিত্রাঙ্গদ। আক্রমণ কর,
আক্রমণ কর।—সেনাপতি !

সেনাপতির প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। সেনাপতি !
হস্তিনাধিপতি—নাম চিত্রাঙ্গদ তার,
বাঁধিয়ে আনিবে তারে।

চিত্রসেন। কি হেতু সুহৃৎ ?

চিত্রাঙ্গদ। তাহার কিরূপ মূর্ত্তি—দেখিব।

চিত্রসেন। কি হেতু ?

চিত্রাঙ্গদ। কৌতূহল মাত্র।

চিত্রসেন। বন্ধু! উন্মাদ কি তুমি
চিত্রাঙ্গদ ?

চিত্রাঙ্গদ। কি বলিলে ?

চিত্রসেন। তুমি কি উন্মাদ ?

চিত্রাঙ্গদ। তার পর !

চিত্রসেন। তার পর কি আবার !

চিত্রাঙ্গদ। কি বলিয়া ডাকিলে আমারে ?

চিত্রসেন। চিত্রাঙ্গদ।
তোমার যা নাম।

চিত্রাঙ্গদ। উঠ, আলিঙ্গন করি [উঠিলেন]।

চিত্রসেন। কেন ?

চিত্রাঙ্গদ। আলিঙ্গন করি, এসো বন্ধু।

চিত্রসেন। [আলিঙ্গিত হইয়া] কেন ?

চিত্রাঙ্গদ। স্মরণ করায় দিলে যে আমার নাম
চিত্রাঙ্গদ। বন্ধুবর শুন, ভূমণ্ডলে
চিত্রাঙ্গদ একা আমি। অন্য কেহ যদি
লয় সেই নাম—চুরি। তাহার সহিত
আমার বিরোধ।—সেনাপতি !

সেনাপতি। মহারাজ !

চিত্রাঙ্গদ। আমার প্রধান শত্রু হস্তিনাধিপতি—
সমরে প্রস্তুত হও।

সেনাপতি। যথা আজ্ঞা প্রভু।

[প্রস্থান]

চিত্রসেন। চিত্রাঙ্গদ ! বন্ধু, তব মস্তিষ্ক বিকৃত !
নাম যার চিত্রাঙ্গদ সে শত্রু তোমার ?

চিত্রাঙ্গদ। অবশ্য। মুছিয়া দিক্ তাহার সে নাম,
আর নাহি বিসম্বাদ। সে বন্ধু আমার,
আমার পরম মিত্র। —গাও—একা আমি

মহারাজ চিত্রাঙ্গদ এ বিশ্ব ভিতর।
—পূর্ণ কর পানপাত্র প্রিয় বন্ধুবর।
—নাচ গাও।

নৃত্যগীত।

ঢালো, অমিয়া ঢালো, কিশোর সুধাকর,
আকুল তৃষা অতি অধীরা।
উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—ঢালো মদিরা।
ঢুলাও চামর, বসন্ত সিঞ্চ সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন ভবনে ;
গাও, বিকম্পিত করি দিগন্ত, বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী ;
নৃত্য কর মদমত্ত মন্মথ, হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

পঞ্চম দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

স্থান—ব্যাসের আশ্রম। কাল—প্রভাত।

ব্যাস ও ভীষ্ম।

ব্যাস। 'সুখ সুখ করি' নিত্য ফিরিছে মানব,
অন্বেষণ করে তারে আহারে, শয়নে,
যানে, মানে, মহামূল্য বসনে, ব্যসনে।
অথচ সে সুখ এত সহজ সরল,
এত অনায়াসলভ্য—নিজ মুষ্টিগত।

ভীষ্ম। সে কিরূপ ?

ব্যাস। সুখের বিবিধ আয়োজন
আমার আয়ত্ত নহে। কিন্তু প্রয়োজন
সংক্ষিপ্ত করিতে পারি আমি ত আপনি।
আয় নাহি বাড়ে, ব্যয় কমাইতে পারি।
লাভ সে সুলভ নহে। ক্ষতি ত সহজ।
এই দেখ আমার এ নিরীহ কুটীর,
আসন অজিন, বৃক্ষ-বল্কল বসন,
খাদ্য ফলমূল, পেয় নির্ঝরের বারি ;
তথাপি আমার কৈ—কিসের অভাব ?
তথাপি সম্রাট আমি কুশের কুটীরে।

ভীষ্ম। সম্রাটের উপরে মহর্ষি তুমি প্রভু।
কুশের কুটীরে বসি' শাসিছ ভারত।
তাই আমি হস্তিনার যুবরাজ, বীর
পরশুরামের শিষ্য, আমি ভীষ্ম, আজি
তোমার জ্ঞানের দ্বারে কৃপার ভিখারী।

ব্যাস। মিটে নাই তোমার কি জ্ঞানের পিপাসা,
দেবব্রত ?

ভীষ্ম। এ পিপাসা মিটে কি কখন ?

ব্যাস। বিষ পান করিয়াছ তুমি দেবব্রত,
ঔষধ সেবন কর।

ভীষ্ম। সে কি ঋষিবর ?

ব্যাস। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে জ্ঞানের বিচার।
রণক্ষেত্র ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মভূমি।—যাও।
চিন্তা করিও না। কর্ম্ম কর। ভাবিবার
জন্য আমি আছি। যাও, গৃহে ফিরে যাও।

[প্রস্থান]

মাধবের প্রবেশ।

ভীষ্ম। এই যে কাকা। কাকা, কাকা! [তাঁহার দিকে ছুটিলেন]

মাধব। বৎস দেবব্রত! [আলিঙ্গন] বেঁচে আছিস্!

ভীষ্ম। আমি যে ইচ্ছামৃত্যু কাকা! তাই আমার মরণ নেই। আমার চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্যের কুশল ত?

মাধব। চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু ফিরে গিয়ে তাদিগে দেখ্‌তে পাবো কিনা সন্দেহ।

ভীষ্ম। সে কি কাকা?

মাধব। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে। তুমি নাই। রাজ্য রক্ষা করে কে?

ভীষ্ম। সে কি!

মাধব। তাই আমি ছুটে তোমার কাছে এসেছি। এসো দেবব্রত, রাজ্যে ফিরে এসো।

ভীষ্ম। সে কি কাকা! হস্তিনায় ফিরে যাবার আমার অধিকার কি!—আমি যে সম্রাজ্ঞী কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হ'য়েছি।

মাধব। কে সম্রাজ্ঞী? মহারাজ শান্তনুর মৃত্যুর পর রাজ্যের রাজা

তুমি। এসো দেবব্রত, এসো। রাজদণ্ড নাও, সিংহাসন অধিকার কর, আর দ্বিতীয় রামচন্দ্রের মত সাম্রাজ্য শাসন কর।

ভীষ্ম। না কাকা, আমার অধিকার আমি জন্মের মত ত্যাগ ক'রেছি।

ব্যাসের পুনঃ প্রবেশ।

ব্যাস। তথাপি ক্ষত্রিয় তুমি! যাও দেবব্রত।
রাজ্য রক্ষা কর। কর আর্ত্তের উদ্ধার।
ঘুমাবে কি ক্ষত্র যবে আসে বৈরিদল
উদ্ধত স্পর্দ্ধায় দেশ করিতে ধর্ষণ!
ছাড়িবে ক্ষত্রিয় যবে ধর্ম্ম আপনার
এ স্বর্ণভারত ভূমি যাবে রসাতলে।

ভীষ্ম। যথাদেশ ঋষিবর! প্রণমি চরণে। [প্রণাম]

ব্যাস। তাপসের আশীর্ব্বাদে সর্ব্ববিঘ্ন তব
হৌক্ দূর! যাও ভীষ্ম!

মাধব ও ভীষ্ম কিছুদূর অগ্রসর হইলেন।

মাধব। [দূরে সহসা থামিয়া] এ কি দেবব্রত!
এ কি?—এ কি? আচম্বিতে আচ্ছন্ন অম্বর
ঘন ঘোর মেঘসজ্ঞে। চমকে বিদ্যুৎ।
বহিছে প্রবল ঝঞ্ঝা। বজ্র কড় কড়ে।

ভীষ্ম। [দূরে] এ কি! কিছু দেখিতে পাই না।—ঋষিবর!

ব্যাস। ভয় নাই দেবব্রত! ব্রাহ্মণের কাজ

সাধিবে ব্রাহ্মণ!—কেটে যা'ক্ মেঘরাশি।
থেমে যা'ক্ ঝঞ্ঝা। দূর হোক অন্ধকার।

[পুনরায় আলোক হইল]

ভীষ্ম। [দূরে] অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত এক রোধিয়াছে বর্ত্ম
হস্তিনার।

ব্যাস। চূর্ণ হ'য়ে যাউক পর্ব্বত,
যদ্যপি ব্যাসের থাকে তপস্যার বল।

[পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া পড়িল]

ব্যাস। চলে' যাও দেবব্রত। কোন ভয় নাই।

[মাধব ও ভীষ্ম নিষ্ক্রান্ত]

মহাদেব ও উমার প্রবেশ।

মহাদেব। তপস্যার মহাশক্তি দেখিছ পার্ব্বতী।
[অগ্রসর হইয়া] বৎস ব্যাস!

ব্যাস। কে তুমি?

মহাদেব। শঙ্কর।—তুষ্ট আমি।
বর চাহো ঋষিবর।

ব্যাস। যেন পারি দেব,
সাধিতে মানবহিত তপস্যার বলে।

মহাদেব। তথাস্তু। তোমার কীর্ত্তি হউক অমর।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—কাশিরাজের বহিরুদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

অম্বিকা ও অম্বালিকা।

গীত।

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ সাঁঝের কিরণমাখা।
উড়্‌ছে যেন বিশ্বশোভার শুভ্ররঙ্গিন জয়পতাকা।
আয় লো মোরা সঙ্গে ভেসে, চলে' যাই ঐ পরীর দেশে;
মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা।
দেখ্‌না কেমন দেখ্‌তে মানুষ, দেখ্‌না কেমন দেখ্‌তে ধরা।
জীবনটা কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য্য করা?
কি হবে রে সে সব জেনে, নে রে জীবন ভোগ করে নে,
নৈলে জগৎ শুধুই ধূলো, জীবন শুধুই বেঁচে থাকা।

অম্বিকা। বেশ গান।

অম্বালিকা। সুন্দর!

অম্বিকা। আমরা নিজেই গান তৈরি করে' নিজেই গেয়ে—

অম্বালিকা। নিজেই বিভোর!

অম্বিকা। এ রকম বড় একটা দেখা যায় না; [সুরে]
'যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা—

অম্বালিকা। [সুরে] 'নীরদ সাঁঝের কিরণমাখা।'

অম্বিকা। আমার ভাব খুব মনে আসে।

অম্বালিকা। আর মিল আমার ওষ্ঠাগ্রে। 'জেনে'র সঙ্গে মিল, ভাব বজায় রেখে, ভারি শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

অম্বিকা। আমরা দুটি জুড়ি মিলেছিলাম ভালো।

অম্বালিকা। তুই রত্ন!

অম্বিকা। কিন্তু দিদি আর এক রকমের! গান গাইতেও পারে না।

অম্বালিকা। কবিতা মেলাতেও পারে না।

অম্বিকা। সর্ব্বদাই মলিন।

অম্বালিকা। এতদিন বিয়ে হয় নি কিনা!

অম্বিকা। আচ্ছা, দিদি এতদিন বিয়ে কর্ল না কেন?

অম্বালিকা। আমিও ঠিক তাই ভাব্ছিলাম।

অম্বিকা। তুই বিয়ে কর্ব্বি?

অম্বালিকা। কর্ব্ব বৈকি!

অম্বিকা। তোর বর কি রকম হবে জানিস্?

অম্বালিকা। কি রকম হবে বল্ দিখি?

অম্বিকা। কি রকম বর জানিস্?—রোস্, তোর বরের মূর্ত্তি চোখ বুঁজে ধ্যান করি। [বসিয়া চোখ বুজিল]

অম্বালিকা। আমিও তদ্রূপ। [তদ্রূপ]

অম্বিকা। তোর বর দেখ্ছি।

অম্বালিকা। দেখ্ছিস্? কি রকম দেখ্ছিস্?

অম্বিকা। বাঁয়ে সিঁথি।

অম্বালিকা। লম্বা নাক।

অম্বিকা। দু কান কাটা।

অম্বালিকা। মাথায় টাক।

অম্বিকা। নেইক বিদ্যে।

অম্বালিকা। মুখে জাঁক।

অম্বিকা। মাথার মধ্যে—

অম্বালিকা। শুধুই ফাঁক।

অম্বিকা। কর্ণ দুটি—

অম্বালিকা। মধুর চাক।

অম্বিকা। পীঠের উপর—

অম্বালিকা। জয়ঢাক।

অম্বিকা। বেঁচে থাক্! বেঁচে থাক্!
—আহা আমরা যদি দুই সতীন হ'তাম!

অম্বালিকা। বেশ হোত। না?

অম্বিকা। কেবল ঝগড়া কর্ত্তাম।

অম্বালিকা। আর ভাব কর্ত্তাম।

অম্বিকা। তাই যেন হই। আমরা সতীনই যেন হই।

অম্বালিকা। জীবনে আমাদের যেন ছাড়াছাড়ি না হয়।

অম্বিকা। [সস্নেহে] অম্বালিকা!

অম্বালিকা। [সস্নেহে] অম্বিকা!

[জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন]

অম্বিকা। ওরে! দিদিরে দিদি।

অম্বালিকা। সঙ্গে সুনন্দা।

অম্বিকা। লুকোরে লুকো।

অম্বালিকা। লুকো লুকো।

[উভয়ে লুকাইলেন।]

কথা কহিতে কহিতে অম্বা ও তাঁহার সখী সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। এই নিয়ে রাণীর সঙ্গে রাজার তুমুল বিবাদ। রাজা যত বলেন রাণী তত উষ্ণ হন, আর রাণী যত বলেন রাজা তত উষ্ণ হন।

অম্বা। তা আমার বিবাহ নাইবা হোল।

সুনন্দা। না হ'লে ছোট দুটির বিবাহ হয় কেমন করে'?—তুমি বোঝত! তুমি ত আর এখন বালিকাটি নও। [অম্বা ভাবিতে লাগিলেন]

সুনন্দা। ছোট ভগ্নী দুইটির বিবাহে প্রতিবন্ধক হ'য়ে, পিতামাতার অশান্তির হেতু হ'য়ে, জগতের বিদ্রূপস্থল হ'য়ে থাকা কি ভালো?

অম্বা। 'জগতের বিদ্রূপ' কি রকম?

সুনন্দা। জগৎ তোমাকে দেখিয়ে ব'ল্‌বে—এই রাজকন্যা এক রাজপুত্রের উপেক্ষিতা। হস্তিনার যুবরাজ গর্ব্ব কর্ব্বে—"এই কামিনী এত আমার প্রেমমুগ্ধা যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহই কর্ল্ল না।"

অম্বা। [চিন্তা] তুমি ঠিক ব'লেছ সুনন্দা।—যাও মাকে বলগে' যে আমি বিবাহ কর্ব্ব।

সুনন্দা। এই ত কাশিরাজকন্যা। আমি যাই, রাণী মাকে বলিগে।

[প্রস্থান]

অম্বা। হাঁ বিবাহ কর্ব্ব।—কাকে?—সে ভাবনার প্রয়োজন

কি! বিষ খেয়ে মরি কি জলে ডুবে মরি, মৃত্যুর প্রকারভেদে কি যায় আসে! আমি বিবাহ কর্ব্ব, আর তাকে বিবাহ কর্ব্ব, যাকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা করি।

[প্রস্থান]

অম্বিকা ও অম্বালিকা পা টিপিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

অম্বিকা। শুন্‌লি!

অম্বালিকা। [প্রস্থিতা অম্বার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া] হুস্‌।

অম্বিকা। দিদি ত গিয়েছে।

অম্বালিকা। আবার ফিরেছিল।—এখন গিয়েছে।

অম্বিকা। বলেছিলাম না?

অম্বালিকা। অবিকল।

অম্বিকা। দিদি বিয়ে কর্ব্বে!

অম্বালিকা। তাইত।

অম্বিকা। বোঝা গেল না।

অম্বালিকা। কিছু না।

[অম্বিকা একটু সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। অম্বালিকা তাহার অন্তরা ভাঁজিতে লাগিলেন।]

অম্বিকা। [সহসা থামিয়া] আচ্ছা মেয়েমানুষ বিয়ে করে কেন?

অম্বালিকা। আর এই গোঁফওয়ালা পুরুষ মানুষকে।

অম্বিকা। আমরা বিয়ে কর্ব্ব না, কেমন ভাই!

অম্বালিকা। —বেশ!

[উভয়ে গান ধরিয়া দিল।]

গীত।

আমরা—মলয় বাতাসে ভেসে যাবো শুধু কুসুমের মধু করিব পান ;
ঘুমাবো কেতকীসুবাসশয়নে, চাঁদের কিরণে করিব স্নান।
কবিতা করিবে আমাকে বীজন, প্রেম করিবে—স্বপ্নসৃজন,
স্বর্গের পরী হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান।
সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকূল, ইন্দ্রধনুরে চন্দ্রহার ;
তারায় করিব কর্ণের দুল, জড়াবো গায়েতে অন্ধকার ;
বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব,
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব, ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

সপ্তম দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

যুধ্যমান হস্তিনারাজ চিত্রাঙ্গদ ও গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ
নিষ্কাশিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান।

গন্ধর্ব্বরাজ। এসেছ সমরে কেন মাতৃ দুগ্ধ ছাড়ি'
ক্ষুদ্র শিশু ? রাখো অস্ত্র, প্রাণে মারিব না।
শুদ্ধ মম রথচূড়ে শৃঙ্খলিত করি'
লয়ে যাবো রাজ্যে মম বিজয় গৌরবে।

হস্তিনারাজ। নির্ম্মূল আমার সৈন্য, তথাপি কদাপি
ছাড়িব না অস্ত্র আমি থাকিতে জীবন।
মানিব না পরাজয় ; জননীর বরে

এ যুদ্ধে অমর আমি! কহিলেন তিনি
দিয়া শিরে পদধূলি—কহিলেন মাতা—
"আমি যদি সতী হই, পুত্র চিত্রাঙ্গদ,
ফিরে এসো যুদ্ধ হ'তে রণজয়ী তুমি।"
এখনও শ্রবণে বাজে সে আশীষ বাণী।

গন্ধর্ব্বরাজ। তবে কি করিব বীর। কর, যুদ্ধ কর।
ধর অস্ত্র। আপনারে রক্ষা কর বীর।
[উভয়ের যুদ্ধ। হস্তিনারাজের পতন।]

গন্ধর্ব্বরাজ। করিয়াছি জয়।
প্রবেশ করিব তবে হস্তিনানগরে
এখন বিজয় গর্ব্বে।—সেনাপতি! সেনাপতি!
[প্রস্থান]

মাধবের সহিত ভীষ্মের প্রবেশ।

মাধব। এই যে এখানে বৎস! যা ভেবেছি তাই।
ঐ দেখ চিত্রাঙ্গদ ভূমিতলে পড়ে'—

ভীষ্ম। [সাগ্রহে] জীবিত না মৃত?

মাধব। [পরীক্ষা করিয়া] মৃত! মৃৎপিণ্ডসম
অনড় অসাড় হিম!—বৎস! চিত্রাঙ্গদ!

ভীষ্ম। [ভগ্নস্বরে] পিতৃব্য! এ স্থান শোক করিবার নহে।

গন্ধর্ব্বরাজের পুনঃ প্রবেশ।

ভীষ্ম। তুমি কি গন্ধর্ব্বরাজ বীর চিত্রাঙ্গদ?

গন্ধর্ব্বরাজ। হাঁ সত্য।—কে তুমি?

ভীষ্ম। ভীষ্ম!

গন্ধর্ব্বরাজ। শুনিয়াছি নাম।

ভীষ্ম। কি হেতু এ শিশুহত্যা গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর?

গন্ধর্ব্বরাজ। হত্যা নহে, বীর। যুদ্ধে বধ করিয়াছি।

ভীষ্ম। যুদ্ধ? এরে যুদ্ধ বল! মাতৃস্তন্যপায়ী
শিশুরে করিয়া হত্যা, এই আস্ফালন
সাজে কি গন্ধর্ব্বরাজ! মনুষ্য হইতে
তোমরা গন্ধর্ব্ব শ্রেয়ঃ। তোমাদের এই
দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, স্বাধীনতা
সবলে হরণ, এই শান্তিভঙ্গ, আর
এ দর্প কি শোভা পায় গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর?
—কি হেতু এ যুদ্ধ বীর?

গন্ধর্ব্বরাজ। হ'য়েছি বাহির
দিগ্বিজয়ে। তাই এই যুদ্ধ।

ভীষ্ম। যুদ্ধ নহে,
দস্যুর ব্যবসা, বীর!

গন্ধর্ব্বরাজ। করে না গন্ধর্ব্ব
কভু বাক্যালাপ হীন মানবের সনে।

ভীষ্ম। উত্তম। ক'রেছ হত্যা। রাজ্যে ফিরে যাও,
মহারাজ।

গন্ধর্ব্বরাজ। তার পূর্ব্বে করিব মানব,
অধিকার হস্তিনার রাজসিংহাসন।

শুনেছি সম্রাজ্ঞী তার অনন্তযৌবনা।
কিরূপ, দেখিব। দেখি যদি—

ভীষ্ম। সাবধান!
সম্রাজ্ঞীর প্রতি কোন অবজ্ঞার বাণী
কর উচ্চারণ আর একটি যদ্যপি,
খণ্ডিবে গন্ধর্ব্ব নাম ব্রহ্মাণ্ডে তোমার,
লোটাবে উদ্ধত মুণ্ড নিমিষে চরণে।

গন্ধর্ব্বরাজ। উদ্ধত যুবক! পথ ছাড় হস্তিনার।

ভীষ্ম। হস্তিনায় প্রবেশের নাহি অধিকার।

গন্ধর্ব্বরাজ। কে রোধে আমার বর্ত্ম?

ভীষ্ম। আমি ভীষ্ম।

গন্ধর্ব্বরাজ। যাও।
পথ ছাড় হস্তিনার।

ভীষ্ম। রাজ্যে ফিরে যাও।
করিবে না হস্তিনায় প্রবেশ অরাতি
জীবিত থাকিতে ভীষ্ম।

গন্ধর্ব্বরাজ। তবে যুদ্ধ কর।

ভীষ্ম। যুদ্ধ কার সনে?

[ভীষ্ম সবলে গন্ধর্ব্বরাজের হস্ত ধরিয়া তরবারি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন]

ভীষ্ম। যাও রাজ্যে ফিরে যাও।
আর শুন উপদেশ।—দুর্ব্বলের প্রতি

করিও না অত্যাচার। দম্ভ করিও না।
যত বড় হও তুমি, তোমার চেয়েও
বড় আছে বিশ্বতলে। যদি নাহি থাকে,
—সহিবে না প্রকৃতি তোমার স্বেচ্ছাচার।
তুমিও এ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের দাস।

[গন্ধর্ব্বরাজের প্রস্থান]

ভীষ্ম। ঠিক বলিয়াছ তুমি ঋষি দ্বৈপায়ন—
"ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—যুদ্ধ, শাস্ত্রালাপ নহে"।
ক্ষাত্রধর্ম্ম ছাড়ি' আমি মূঢ় অভিমানে,
করিয়াছি সর্ব্বনাশ!—মার্জ্জনা করিও
স্বর্গে দেবগণ!—

মাধব। চিত্রাঙ্গদ! চিত্রাঙ্গদ!
কেন শুয়ে রুধিরাক্ত কর্দ্দমশয়নে
আছিস্ ফিরায়ে মুখ?—বৎস! প্রাণাধিক!—

ভীষ্ম। —না, তুই ক্ষত্রিয় শিশু! এই তোরে সাজে!
জীবন দেশের জন্য, মৃত্যু দেশহিতে,—
এই ত ক্ষত্রিয় বীর! এই তোরে সাজে।
আমি যেন পাই হেন শয়ন অন্তিমে।—
উন্মুক্ত সমরক্ষেত্রে নীলাকাশ তলে
বিস্তৃত অন্তিম শয্যা; সম্মুখে উচ্ছ্বসে
মরণের রক্তসিন্ধু; উঠে তার রোল—
চারিধারে সমুত্থিত সমরকল্লোল।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গাতটে কাশিরাজের বাহিরুদ্যান।

কাল—সন্ধ্যা। স-তরবারি ভীষ্ম একাকী।

ভীষ্ম। সেই কুঞ্জবন ; সেই দূরবিসর্পিণী
হিল্লোলকল্লোলময়ী পবিত্রা জাহ্নবী।
সেই শান্ত সন্ধ্যা ; বহে তেমতি সুধীরে
সুমন্দ মৃদুল স্নিগ্ধ সুরভি সমীর।
ঠিক এই স্থানে, এই সন্ধ্যাকাল, ঐ
বটচ্ছায়ে।—সেই দিন আর এই দিন !
মধ্যে ব্যবধান তার বিংশতি বৎসব !
—বসি বৃক্ষমূলে ঐ জাহ্নবীর তীরে।

[প্রস্থান]

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। এখানে এসে পর্য্যন্ত দেবব্রত এত ম্লান—এত কাতর। আমার সঙ্গেও কথা কৈতে চায় না। কেন? কে জানে!—ঐ যে বৃক্ষকাণ্ডে তরবারি হেলিয়ে রেখে, ভূমিশয্যায় শুয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। —না! একা থাক্‌তে দেওয়া হবে না।

[প্রস্থান]

অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। যে রকম দেখা যাচ্ছে—এরা শেষে আমাদের বিয়েটা না দিয়ে ছাড়্‌লে না!

অম্বালিকা। নৈলে যেন এদের ঘুম হচ্ছিল না।

অম্বিকা। তা আমাদের—আপত্তি বিশেষ নাই। কি বলিস্ ভাই?

অম্বালিকা। হাঁ। আর আমাদের বিয়ের বয়সও হ'য়েছে।

অম্বিকা। তা—হ'লো বৈ কি।

অম্বালিকা। একেই বলে স্বয়ংবরা!

অম্বিকা। নিজেই বর বেছে নিতে হয় কি না, তাই এর নাম স্বয়ংবরা!

অম্বালিকা। ও মা!

অম্বিকা। কি হবে!

অম্বালিকা। রাজারা সব এসেছে?

অম্বিকা। কোন্ কালে!—তা'রা কেবল রাত পোহাবার অপেক্ষায় আছে।

অম্বালিকা। রাতে তাদের ঘুম হবে না বোধ হয়।

অম্বিকা। কেবল হাঁ করে’, পূর্ব্বদিকে চেয়ে থাক্‌বে!

অম্বালিকা। আচ্ছা দিদিও এই সঙ্গে স্বয়ংবরা হবে?

অম্বিকা। তা—হবে বৈকি।

অম্বালিকা। কিন্তু বয়স বেশী হ’য়েছে।

অম্বিকা। তা হোক্‌—কিন্তু দেখায় না।

অম্বালিকা। বরং আমাদের চেয়ে ছেলেমানুষ দেখায়।

অম্বিকা। বেজায় একহারা কি না!

অম্বালিকা। বাবা দিদির বয়স ভাঁড়িয়ে বিয়ে দিচ্ছেন নিশ্চয়।

অম্বিকা। দিচ্ছেন—দিচ্ছেন। তোর তাতে কি!—তুই এই রাজাদের কাউকে দেখিছিস্‌?

অম্বালিকা। ওমা! তা আর দেখিনি!

অম্বিকা। বলি, কাউকে পছন্দ হ’য়েছে?

অম্বালিকা। হ’য়েছে বৈ কি!

অম্বিকা। কাকে?

অম্বালিকা। তবে শুন্‌বি? [কাণে কাণে কি কহিল]

অম্বিকা। দুর বেহায়া!

অম্বালিকা। দুর পোড়ার মুখি!

[দুজনে অট্টহাস্য করিল।]

অম্বিকা। ঐ দিদিরে, দিদি।

অম্বালিকা। দিদি! দিদি!

অম্বিকা। আমাদের দেখ্‌তে পাচ্ছে না।

অম্বালিকা। নিজের মনে বক্‌ছে।

অম্বিকা। চুপ্!

অম্বালিকা। হুস্!

[উভয়ে লুকাইলেন]

চিন্তিতভাবে অম্বার প্রবেশ।

অম্বা। রঞ্জিতপতাকা-পরিশোভিত নগরী।
বাজিছে তোরণমঞ্চে আনন্দকম্পিত
প্রবল মঙ্গল বাদ্য।—কিন্তু মনে হয়
ও পীত পতাকা মম রুধিররঞ্জিত ;
আর ঐ বাজে ঘন প্রাসাদশিখরে
আমার বলির বাদ্য।—কাঁপে বক্ষঃস্থল।
মুহুর্মুহুঃ বামেতর স্পন্দিছে নয়ন!
—কে এ কুঞ্জবনে ?—[সহাস্যে] অম্বিকা ও অম্বালিকা!
যুগলকপোতীসম বিহরে নির্ভয়ে।

[প্রস্থান]

অম্বিকা ও অম্বালিকা বাহির হইয়া আসিল।

অম্বিকা। শুন্‌লি ?

অম্বালিকা। কি ?

অম্বিকা। দিদি তোকে পায়রা ব'লে গেল ?

অম্বালিকা। ব'লেছে, বেশ ক'রেছে।

[এই বলিয়াই অম্বালিকা গান ধরিয়া দিল। অম্বিকা তাহাতে যোগ দিল।]

গীত।

কি বিষম মরুভূমি হোত জীবন, বৃথাই হোত ভবে আসা—
যদি না রৈত হেথায় প্রাণের ভিতর ভুবন ভরা ভালোবাসা!
প্রকৃতি, কুঞ্জে গাছে, লতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে,
শুধু এক, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ফুটে আছে ভালোবাসা।
ও শুধু, চিন্তা করা, হিসাব করা, অঙ্ক কসা, টাকা গোণা;
এ শুধু, চক্ষু মুদে হেলান দিয়ে বিভোর হয়ে বাঁশি শোনা।
ও শুধু, তর্ক করা, এ গলা জড়িয়ে ধরা,
এ শুধু, বুকে রাখা, চেয়ে থাকা—শুধু হাসা, শুধু হাসা।
ও শুধু তুষ্ট করে, পুষ্ট করে—ক্ষুধায় শুধু খেতে পাওয়া;
এ শুধু, মধু খাওয়া, মধু খাওয়া, চক্ষু মুদে মধু খাওয়া।
ও শুধু, ধুলায় কাঁটায় শুধু তাড়ায় শুধু হাঁটায়;
এ শুধু, জ্যোৎস্নালোকে মৃদুল হাওয়ায় নৌকা করে' জলে ভাসা।

অম্বিকা। ও আবার কে!

অম্বালিকা। তাইত ভাই।

অম্বিকা। এই মাটি ক'রেছে।

অম্বালিকা। এঃ!

অম্বিকা। এবার আর পালাচ্ছি না!

অম্বালিকা। না। এবার বিপদের সঙ্গে লড়্‌তে হবে।

অম্বিকা। চুপ্।

অম্বালিকা। হুস্!

চিন্তিত ভাবে ভীষ্মের প্রবেশ।

অম্বিকা। কোন দিকে চাইছে না।

অম্বালিকা। ভাব্‌ছে।

অম্বিকা। বোধ হয় প্রেমে প'ড়েছে।

অম্বালিকা। জিজ্ঞাসা করা যাক্!

অম্বিকা। [অগ্রসর হইয়া] বলি—[কাসি] বলি—মহাশয়!

অম্বালিকা অগ্রসর হইয়া কাসিলেন। ভীষ্ম চমকিয়া দাঁড়াইলেন।

অম্বিকা। আপনি কে?

অম্বালিকা। কোন্ শ্রেণী?

অম্বিকা। কি জাতি?

অম্বালিকা। দেব?

অম্বিকা। না দৈত্য?

অম্বালিকা। না গন্ধর্ব্ব?

অম্বিকা। না কিন্নর?

অম্বালিকা। না যক্ষ?

অম্বিকা। না রক্ষ?

অম্বালিকা। না—

ভীষ্ম। [ত্রস্তভাবে] আ—আমি—

অম্বিকা। ওঃ! আপনি!—আগে ব'ল্‌তে হয়।

অম্বালিকা। আর ব'ল্‌তে হবে না, চেনা গিয়েছে।—তা এখানে?

অম্বিকা। এ সময়ে?

অম্বালিকা। কি মনে করে'?

ভীষ্ম। আজ্ঞে। আমি—তা—

অম্বিকা। না, ও রকম ন্যাকামি কর্লে চ'ল্‌ছে না।

অম্বালিকা। আমরাও ওসব ভালবাসি না।

অম্বিকা। আগে উত্তর দিন যে আপনি এখানে কি কিছু মনে করে'!

অম্বালিকা। না পথ ভুলে!

অম্বিকা। এই হ'চ্ছে প্রশ্ন।

অম্বালিকা। সোজা কথা।

ভীষ্ম। আমার এখানে—

অম্বিকা। আমার কথার আগে জবাব দিন।

অম্বালিকা। না আমার কথার আগে জবাব দিন।

অম্বিকা। [কৃত্রিম ক্রোধে] অম্বালিকা!

অম্বালিকা। [তদ্রূপ] অম্বিকা!

ভীষ্ম। আ—আমি জান্তাম না যে—

অম্বিকা। তা খুব সম্ভব। না জানা খুব সম্ভব।

ভীষ্ম। আমি ভেবেছিলাম যে—

অম্বালিকা। তা ভাব্‌বেন বৈ কি!

অম্বিকা। তা বেশ! আপনি যখন জান্তেন না যে—

অম্বালিকা। আর যখন ভেবেছিলেন যে—

অম্বিকা। তখন ত আর কথাই নেই।

অম্বালিকা। চুকেই গেল।

অম্বিকা। তার পরে প্রশ্ন হ'চ্ছে যে আপনি—

অম্বালিকা। হ'চ্ছেন কে?—এই হ'চ্ছে প্রশ্ন।

ভীষ্ম। আমি হস্তিনা—

অম্বিকা। কে ব'লেছে যে আপনি হস্তী?

অম্বালিকা। আপনি হস্তী না, কি অশ্ব না, তা ত প্রশ্ন নয়।

অম্বিকা। প্রশ্ন হ'চ্ছে আপনি কে ?

অম্বালিকা। সোজা কথা।

ভীষ্ম। আমি——

অম্বিকা। ভেবে জবাব দেবেন।

অম্বালিকা। সংক্ষেপে।

ভীষ্ম। আমি ভীষ্ম—

বালিকাদ্বয়। ও বাবা [পিছাইলেন]

অম্বিকা। আপনি হ'চ্ছেন—হ'চ্ছেন—হ'চ্ছেন—

অম্বালিকা। ভীষ্ম। আশ্চর্য্য ত।

ভীষ্ম। এর মধ্যে আশ্চর্য্যটী কি দেখ্‌লেন ?

অম্বিকা। আশ্চর্য্য নয় ?

অম্বালিকা। ও বাবা !

ভীষ্ম। এখন আপনারা কে ?

অম্বিকা। আমরা ?—আমরা কে ? ওলো ! [উচ্চ হাসিলেন]

অম্বালিকা। আমরা ? ও ভাই ! [উচ্চ হাসিলেন]

অম্বিকা। আমরা—হচ্ছি আমরা।

অম্বালিকা। ব্যস্ !

ভীষ্ম। আপনারা কি কাশিরাজকন্যা ?

অম্বিকা। ওরে চিনেছে রে—চিনেছে !

অম্বালিকা। ঠিক ধরেছে।—

অম্বিকা। মহাশয় ভীষ্ম ! কি করে' জান্‌লেন যে—

অম্বালিকা। যে আমরা কাশিরাজকন্যা ?

অম্বিকা। দেখ্‌লে কি বোধ হয় ?

অম্বালিকা। কপালে লেখা আছে ?

অম্বিকা। তা যখন ধরে'ই ফেলেছেন, তখন স্বীকার করা ভালো।

অম্বালিকা। তা বৈ কি।

অম্বিকা। হাঁ মহাশয়—

অম্বালিকা। আমরা কাশিরাজার মেয়ে। ইনি বড়—

অম্বিকা। আর ইনি ছোট।

অম্বালিকা। 'বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।'

ভীষ্ম। আপনারা তাঁর সহোদরা ?

অম্বিকা। 'তাঁর' ? কার ?

অম্বালিকা। এই 'তাঁর' টার ভিতর—'তিনিটা' হ'চ্ছেন কে ?

ভীষ্ম। অর্থাৎ—

অম্বিকা। 'অর্থাৎ' চাইনে, 'তিনি'টা কে ?

অম্বালিকা। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে ?

অম্বিকা। ও বুঝেছি।

অম্বালিকা। মহাশয় আর ব'ল্‌তে হবে না।

অম্বিকা। আপনি যখন— [ইঙ্গিত]

অম্বালিকা। আর তিনি যখন [ইঙ্গিত]

অম্বিকা। ও! তা বেশ।

অম্বালিকা। মানাবে ভালো।

অম্বিকা। কিন্তু আপনার চেহারাখানা—

অম্বালিকা। দেখি।

অম্বিকা। তাইত—

অম্বালিকা। এ ত বেশ একটু খট্‌কায় ফেল্লেন।

ভীষ্ম। কেন?

অম্বিকা। আপনি হ'চ্ছেন ভীষ্ম।

অম্বালিকা। সেই নামই বল্লেন না?

ভীষ্ম। হাঁ দেবী।

অম্বিকা। তাই ত।

অম্বালিকা। হুঁ। ভাবিয়ে দিলেন।

ভীষ্ম। কেন?

অম্বিকা। আপনার চেহারা ত ভীষ্মের মত নয়।

অম্বালিকা। মোটেই না।

ভীষ্ম। আপনারা কি পূর্ব্বে তাঁকে দেখেছেন?

অম্বিকা। না। তবে—দেখে বোধ হয় যে আপনার নাম চন্দ্রকান্ত।

অম্বালিকা। কি ঐ রকম একটা কিছু।

ভীষ্ম। কেন?

অম্বিকা। কেন তা জানিনে, তবে—

অম্বালিকা। সেই রকম বোধ হয়।

অম্বিকা। আপনার চেহারা একটু—গম্ভীর বটে।

অম্বালিকা। তবে ভীষ্ম নয়।

অম্বিকা। এ রকম চেহারায় আমি ত বিয়ে কর্ত্তাম না।

অম্বালিকা। আর নামটাও একটু বেজায় রকম অকবি!

অম্বিকা। তবে মহাশয় ভীষ্ম! আমরা যাই।

অম্বালিকা। আমাদের বিয়ে কিনা! হাতে অনেক কাজ।

[উভয়ে গমনোদ্যত]

অম্বিকা। [ফিরিয়া] মহাশয় কিছু মনে কর্ব্বেন না।

অম্বালিকা। [ফিরিয়া] মনে ধর্লো না, কি কর্ব্ব।

অম্বিকা। তবে দিদির সঙ্গে—

অম্বালিকা। তা মানাবে ভালো।

[উভয়ে হাস্য করিতে করিতে প্রস্থান]

ভীষ্ম। দুইটি আনন্দময়ী সুন্দরী বালিকা।
দুইটি নদীর যেন নির্জ্জন সঙ্গম।
—কোন কার্য্য নাই, শুধু হাস্য আর গীতি;
শুধু বক্ষে খেলা করে নির্ম্মল নীলিমা,
শুধু তটে লাগে এসে তারই অবারিত
সঙ্গীতমুখর স্বচ্ছ উচ্ছ্বসিত বারি।
দুইটি কিশোর কান্ত চম্পককলিকা,
আপন সুগন্ধে অন্ধ, কোন কার্য্য নাহি,
শুধু পরস্পর গাত্রে নিত্য ঢলে পড়ে,—
উষার কিরণে মৃদু সমীরহিল্লোলে।
শান্ত শৈল নির্ঝরের ঝর্ঝরঝঙ্কৃত
সুমধুর ধ্বনি আর তার প্রতিধ্বনি।
—ওকি শব্দ?

দশজন সশস্ত্র সৈনিকের সহিত শাল্বের প্রবেশ।

শাল্ব। খবর ঠিক বটে! ঐ ভীষ্ম!—যাও সৈনিকগণ! বন্দী কর।

সৈনিকগণ তরবারি বাহির করিল।

ভীষ্ম। [সাশ্চর্য্যে] কে! সৌভ-নরপতি?

শাল্ব। অগ্রসর হও। সঙের মত খাড়া দাঁড়িয়ে রৈলে যে সব!—আক্রমণ কর, দেখ্‌ছ না বীর নিরস্ত্র?

ভীষ্ম। সেকি সৌভরাজ?

শাল্ব। এ হস্তিনার প্রাসাদ নয় ভীষ্ম। এ উন্মুক্ত ক্ষেত্র। এখানে তোমার বীর্য্য পরীক্ষা হবে।

ভীষ্ম। ও বুঝেছি। উত্তম। [তরবারি নিষ্কাশন করিতে উদ্যত] একি! তরবারি!—ঐ যা! ফেলে এসেছি!

শাল্ব। বন্দী কর—

ভীষ্মকে সৈনিকগণ আক্রমণ করিল।

ভীষ্ম রিক্তহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে দু'চারিজন সৈনিককে পাতিত করিয়া ভূপতিত হইলেন।

শাল্ব। বন্ধন কর।

সৈনিকগণ ভীষ্মকে বন্ধন করিল।

শাল্ব। তবে আর কি! বধ কর।—কিন্তু তার পূর্ব্বে, ভীষ্ম, হস্তিনার অপমানের এই প্রতিশোধ। [পদাঘাত]

ভীষ্ম। আমার তরবারি! আমার তরবারি!

শাল্ব। এই যে দিচ্ছি [পদাঘাত]

তরবারি হস্তে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। একি দেবব্রত ভূমিতলে পড়ে',—চারিদিকে সৈন্য! এ যে সৌভরাজ শাল্ব। ব্যাপার খানাটা কি ?

শাল্ব। সরে' দাঁড়াও ব্রাহ্মণ!

ভীষ্ম। তরবারি! কাকা, আমার তরবারি—এক মুহূর্ত্তের জন্য।—

শাল্ব। বধ কর। শীঘ্র বধ কর।

সৈনিকগণ তাঁহার প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে মাধব কহিলেন—"নিরস্ত্র বন্দীর হত্যার পূর্ব্বে ব্রহ্মহত্যা হউক—"এই বলিয়া ভীষ্মকে নিজের শরীর দ্বারা আবৃত করিলেন।

সসৈনিক দাশরাজের প্রবেশ।

দাশরাজ। কার সাধ্য! [সৈনিকগণের সম্মুখে বর্ষা লইয়া দণ্ডায়মান]

শাল্ব। বধ কর—বধ কর—এই মুহূর্ত্তে—

দাশরাজ। আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে!—কোন ভয় নাই ভাই। —লাঠিয়ালসব!

শাল্ব। কে তুমি!

দাশরাজ। আমি দাশরাজ।

শাল্ব। জেলের সর্দ্দার ?

দাশরাজ। হাঁ আমি জেলের সর্দ্দার বটে! কিন্তু জেলের সর্দ্দারও এটুকু জানে যে যার হাতে বর্ষা নেই—তাকে বর্ষা মার্ত্তে নাই।

মাধব। সাধু, দাশরাজ।

শাল্ব। সরে' দাঁড়াও।

দাশরাজ। কখন না। প্রাণ দেব। কিন্তু ভাইয়ের গায়ে কুটোটি লাগ্‌তে দেব না—আমি বেঁচে থাক্‌তে।—লাঠিয়ালসব। একবার সার বেঁধে দাঁড়া ত রে ভাই! একবার—ক্ষত্রিয় কি রকম দেখি! [অসি ঘুরাইলেন]

মাধব এতক্ষণ ভীষ্মের বন্ধন কর্ত্তন করিতেছিলেন। ভীষ্ম মুক্ত হইয়া তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"আর তার প্রয়োজন নাই।——এসো সৌভরাজ।"

শাল্ব সসৈনিক পলায়নোদ্যত হইলে দাশরাজ কহিলেন—"তা হ'চ্ছে না চাঁদ!"—

দাশরাজ লাঠিয়াল সহ শাল্বের পলায়নপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

ভীষ্ম। যুদ্ধ কর—ক্ষত্রকুলাঙ্গার!

শাল্ব। [তরবারি ভীষ্মের পদতলে রাখিয়া করজোড়ে নত জানু হইয়া] ক্ষমা কর ভীষ্ম।

দাশরাজ। [তাহাকে পদাঘাত করিয়া পাতিত করিয়া বক্ষের উপর বসিয়া] এই কর্চ্ছি।—"দিই বর্ষা বিঁধিয়ে" [ভল্ল উত্তোলন]

শাল্ব প্রার্থনাপূর্ণ নেত্রে ভীষ্মের দিকে চাহিলেন। তখন ভীষ্ম কহিলেন—"ছেড়ে দাও। তোমার তরবারি লও মহারাজ!" বলিয়া শাল্বের তরবারি শাল্বকে দিলেন।

দাশরাজ। আচ্ছা ভাই যখন ব'ল্‌ছে—ছেড়ে দিলাম। কিন্তু জেলের সর্দ্দারকে যেন মনে থাকে ক্ষত্র মহারাজ!

শাল্ব প্রস্থানোদ্যত হইলে ভীষ্ম তাঁহাকে কহিলেন—"দাঁড়াও সৌভপতি।"　　[শাল্ব দাঁড়াইলেন]

ভীষ্ম। শোন সৌভরাজ! নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা ক্ষাত্র ধর্ম্ম নয়। মনে রেখো। এমন কি, যে পদাঘাত ক'রেছে সেও ক্ষমা চাইলে পদাঘাতেরও প্রতিশোধের প্রয়োজন হয় না।—যাও।

[সসৈনিক শাল্বের প্রস্থান]

মাধব। ব্যাপার খানা কি দেবব্রত!

ভীষ্ম। এরাও ক্ষত্রিয়!

দাশরাজ। ছেড়ে দিলে ভাই?

ভীষ্ম। দাশরাজ! তুমি সাহসী পুরুষ।

দাশরাজ। খোলা মাঠে একবার বেরিয়ে প'ড়তে পার্লে আর কাউকে ডরাই না।—কেবল বাড়ীতে আমার পরিবারকে ভয় করি।

ভীষ্ম। ক্ষত্রিয় এ রকম হয়!—সাধে কি পরশুরাম—যাক্।

[প্রস্থান। মাধব ও দাশরাজ অনুগামী হইলেন]

মাধব। তুমি এখানে যে!

দাশরাজ। বিয়ে কর্ত্তে।

মাধব। কেন! তোমার স্ত্রী?

দাশরাজ। বড় ঝগড়া করে।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—কাশিরাজপ্রাসাদ। কাল—প্রভাত।

কাশিরাজ ও কাশিরাজপুত্র।

কাশিরাজ। কি আশ্চর্য্য! রাত্রিকালে আমার বহিরুদ্যানে—

কাশিরাজপুত্র। মৃত সৈনিকগণ যে সৌভরাজ শাল্বের, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

কাশিরাজ। কিন্তু—তাদের গায়ে অস্ত্রের চিহ্ন নাই?

কাশিরাজপুত্র। না পিতা!

কাশিরাজ। অম্বিকা আর অম্বালিকার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় ভীষ্মের দেখা হ'য়েছিল?

কাশিরাজপুত্র। হ'য়েছিল।

কাশিরাজ। তাইত!—কিন্তু ভীষ্ম এ কাজ কর্ব্বে! উদ্দেশ্য কি!—কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। আচ্ছা যাও স্বয়ংবরের আয়োজন করগে যাও।

কাশিরাজপুত্র। যে আজ্ঞা পিতা।

[প্রস্থান]

কাশিরাজ। তাইত! বিবাহের ঠিক পূর্ব্বে—

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। আপনি কাশিরাজ!

কাশিরাজ। হাঁ।—ব্রাহ্মণ!—[প্রণাম] আপনাকে চিন্তে পার্চ্ছি না।

মাধব। আমি পূর্ব্বে মৃত মহারাজ শান্তনুর বয়স্য ছিলাম। এখন তাঁর পুত্রগণের অভিভাবক।—হস্তিনার যুবরাজ দেবব্রত-ভীষ্ম হস্তিনার মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের জন্য আপনার কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়কে প্রার্থনা কর্ত্তে আমায় পাঠিয়েছেন।

কাশিরাজ। সে কি ব্রাহ্মণ! এ স্বয়ংবর সভা!

মাধব। তবে মহারাজ অস্বীকৃত?

কাশিরাজ। নিশ্চয়!

মাধব। আমিও তাই ভেবেছিলাম।—জয়োস্তু। [প্রস্থান]

কাশিরাজ। এ কি রকম!

স্থনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। মহারাণী একবার মহারাজকে অন্তঃপুরে ডাক্‌ছেন।

কাশিরাজ। কেন!

সুনন্দা। বড় রাজকন্যা ভয়ানক কাঁদ্‌ছেন।

কাশিরাজ। কাঁদ্‌ছে?—কেন?

সুনন্দা। জানি না।

কাশিরাজ। যাচ্ছি! যাও।

[সুনন্দার প্রস্থান]

কাশিরাজ। এ সব ব্যাপার নিশ্চয় কোন ভাবী অমঙ্গলের সূচনা ক'চ্ছে।—বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—কাশিতে স্বয়ংবর সভা। কাল—প্রভাত।

ক্ষত্রিয় রাজগণ ও সমন্ত্রী দাশরাজ আসীন।

পার্শ্বে কাশিরাজপুত্র ও ভট্টগণ ইত্যাদি।

শাল্ব। কাশিরাজ কোথায়?

কাশিরাজপুত্র। তিনি কন্যাদের নিয়ে আস্‌ছেন।

একজন রাজা। এ কে?

কাশিরাজপুত্র। তাইত! এ কে? তুমি কে হে?

দাশরাজ। আমি দাশরাজ।

কাশিরাজপুত্র। সে আবার কি!—এখানে কি অভিপ্রায়ে?

দাশরাজ। আমি একজন স্ত্রীর উমেদার।

কাশিরাজপুত্র। উমেদার কি রকম?

দাশরাজ। আমি বিয়ে কর্ব্ব।

কাশিরাজপুত্র। তুমি! তুমি কি জাত?

দাশরাজ। ধীবর।

কাশিরাজপুত্র। জেলে?

দাশরাজ। না, ধীবর।

কাশিরাজপুত্র। বলি ব্যবসা ত মাছ ধরা?

দাশরাজ। হলোই বা! ব্যবসা কি মন্দ? জামাই ধরার চেয়ে মাছ ধরা ঢের ভালো।

কাশিরাজপুত্র। জামাই ধরা কি রকম?

দাশরাজ। নয়ত কি! জন কতক নিরীহ ভদ্রলোকের ছেলেকে নিমন্ত্রণ করে' এনে তাদের ঘাড়ের উপর চিরজন্মের মত এক একটা গাধার মোট চাপিয়ে দেওয়া—এর চেয়ে মাছ ধরা অনেক ভালো। তার উপরে মাছ খাওয়া যায়, জামাই খাওয়া যায় না।

কাশিরাজপুত্র। এ বলে কি!

শাল্ব। একে বার করে' দিন যুবরাজ।

দাশরাজ। বার করে' দেবে! দাও দেখি!

কাশিরাজপুত্র। এ ক্ষত্রিয়ের সভা। এখানে ধীবরের প্রবেশের অধিকার নাই।

দাশরাজ। আমি রাজা।

শাল্ব। ধীবরের আবার রাজা কি?

দাশরাজ। আমি হস্তিনার মহারাজের শ্বশুর।

কাশিরাজপুত্র। শ্বশুর কি রকম?

দাশরাজ। মহারাজ শান্তনু আমার মেয়ে মৎস্যগন্ধাকে যেচে এসে বিয়ে ক'রেছেন।

কাশিরাজপুত্র। সত্য নাকি?

দাশরাজ। মুষড়ে গিয়েছে। দেখ্‌ছ মন্ত্রী?—সম্পূর্ণ রকম মুষড়ে গিয়েছে। দেখ্‌ছ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

দাশরাজ। 'আজ্ঞে হাঁ' কি।—বল 'হাঁ মহারাজ'। আমি রাজা সেটা সদা সর্ব্বদা মনে রেখো।

কাশিরাজপুত্র। ক্ষত্রিয় নীচজাতীয় ব্যক্তির কন্যা গ্রহণ কর্ত্তে পারে, কিন্তু নীচজাতীয় কাহাকে কন্যা দান করে না।

দাশরাজ। সেটা একটা কুপ্রথা।—কি বল মন্ত্রী!

মন্ত্রী। মহারাজের বংশ এখানে উপস্থিত কোন রাজার বংশের চেয়ে কম নয়।

কাশিরাজপুত্র। ধীবরের আবার বংশ।—সে কঞ্চি—বাকারী।

দাশরাজ। মন্ত্রী! এরা আমায় অপমান কচ্ছে। দেখ্‌ছ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে তা দেখ্‌ছি।

দাশরাজ। আবার "আজ্ঞে"! বল "দেখ্‌ছি মহারাজ।"

কাশিরাজপুত্র। উঠে যাও।

দাশরাজ। কেন?

শাল্ব। তুমি এখানে কি কর্ব্বে?

দাশরাজ। বিয়ে কর্ব্ব।

কাশিরাজপুত্র। সহজে না উঠ্‌লে প্রহরী গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে' দেবে।

দাশরাজ। কি! গলাধাক্কা দিয়ে?

কাশিরাজপুত্র। হাঁ।

দাশরাজ। গলাধাক্কা?

কাশিরাজপুত্র। গলাধাক্কা।

দাশরাজ। মন্ত্রী!—

কাশিরাজপুত্র। ওঠো আসন থেকে। নৈলে এই—

দাশরাজ। কেন! উঠ্‌বো কেন!—মন্ত্রী!

মন্ত্রী। [কর্ণে] মহারাজ আসন থেকে উঠে পড়ুন।

দাশরাজ। কেন? কেন? আসন থেকে উঠ্‌বো কেন? আসন থেকে—

মন্ত্রী। আগে উঠুন। তার পর কথা। নৈলে—

দাশরাজ। নৈলে কি?

মন্ত্রী। নৈলে গেলেন।

দাশরাজ। নৈলে গেলাম নাকি?

মন্ত্রী। এই গেলেন।

দাশরাজ। এ্যাঁ—এ্যাঁ—

মন্ত্রী। উ—ঠুন। নৈলে সর্ব্বনাশ!

দাশরাজ। এ্যাঁ [উঠিলেন]

মন্ত্রী। এখন বাইরে বেরিয়ে আসুন।

দাশরাজ। বেরিয়ে যাবো কেন?

মন্ত্রী। আসুন আগে। নৈলে—

দাশরাজ। গেলাম নাকি?

মন্ত্রী। গিয়েছেন।

দাশরাজ। ওরে বাবা।—চল চল [যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া] কিন্তু—

মন্ত্রী। আবার 'কিন্তু'—চলে' আসুন।

[হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন]

শাল্ব। একে এখানে আস্‌তে দিলে কে?—এই যে মহারাজ আস্‌ছেন।

শঙ্খধ্বনিসহকারে কাশিরাজ ও তাঁহার ভূষিতা
অবগুণ্ঠিতা কন্যাত্রয়ের প্রবেশ।

প্রতীহারী। মহারাজের জয় হোক!

[বাদ্যযন্ত্র]

কাশিরাজ। মহারাজবৃন্দ! আপনাদের আগমনে আমার রাজ্য, আমার প্রাসাদ, আমার সভা ধন্য হোল।

বন্দীদিগের গীত।

বন্দে রত্নপ্রভবমধিপং রাজবংশপ্রদীপং
শক্রত্রাসং প্রবলমতিশঃ ক্ষেমমৌলিং বরেণ্যম্।
ধন্যা কাশি ত্বয়ি সমুদিতে ধন্যমেতৎ কুটীরং
আগচ্ছ স্বঃপ্রতিমনগরীং স্বাগতং তে ক্ষিতীশ॥

কাশিরাজ। রাজগণ সকলেই সমাগত?

কাশিরাজপুত্র। হাঁ পিতা।

কাশিরাজ। আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বা! তবে এখন তোমার মনোনীত পতি বরণ কর।

অম্বা সখী সুনন্দার সহিত একেবারে গিয়া শাল্বরাজের গলদেশে বরমাল্য পরাইতে উদ্যত হইলে, মাধবের সহিত ভীষ্ম প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"দাঁড়াও"।

সকলে স্তম্ভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কাশিরাজ অগ্রসর হইয়া কহিলেন "মহামতি ভীষ্ম! আসন পরিগ্রহ করুন।"

ভীষ্ম। প্রয়োজন নাই কাশিমহারাজ। আমি এখানে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসি নাই। আমি বিবাহপ্রার্থী নই। আমার জন্য আসন এখানে প্রস্তুতও হয় নাই।

কাশিরাজ। তবে হস্তিনার রাজপুত্রের এখানে অকস্মাৎ আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি ?

ভীষ্ম। আমি কাশিরাজের কন্যাদ্বয়কে হস্তিনাধিপতি বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীভাবে প্রার্থনা করি।

কাশিরাজ। সে কিরূপ যুবরাজ! এ স্বয়ংবর সভা।

ভীষ্ম। তা জানি কাশিরাজ। তথাপি আমি কাশিরাজের এই কন্যাদ্বয়কে চাই। মহারাজ যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে আমি সবলে তাদের হরণ করে' নিয়ে যাবো।

কাশিরাজ। কুমার! এ অসম্ভব।

ভীষ্ম। তবে মহারাজ ক্ষমা কর্ব্বেন! আমি এ কন্যাদ্বয়কে হরণ করে' নিয়ে যাচ্ছি। যাঁর সাধ্য আমার গতিরোধ করুন। আসুন—[অম্বার হস্ত ধরিলেন]

শাল্ব। স্পর্দ্ধা বটে। [তরবারি খুলিলেন]

কাশিরাজ। কুমারের মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে নিশ্চয়। নইলে এ স্বয়ংবর সভায় অনাহূত হ'য়ে এসে—

ভীষ্ম। জানি মহারাজ! এ যজ্ঞে হস্তিনাধিপতির নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন। কারণ, বর্ত্তমান হস্তিনাধিপতির মাতা ধীবরনন্দিনী। আপনারা ইতিপূর্ব্বেই মহারাজ শান্তনুর শ্বশুর দাশরাজকে এ সভা থেকে বহিস্কৃত করে' দিয়েছেন। কিন্তু ভীষ্ম জীবিত থাকৃতে তার পিতার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ

হ'তে দেবে না জান্‌বেন। এ কন্যাদের হস্তিনাধিপতির পত্নীস্বরূপ আমি গ্রহণ কর্‌লাম। যাঁর সাধ্য প্রতিরোধ করুন।

শাল্ব। মহারাজগণ!

মহারাজগণ একত্রে সিংহাসন হইতে উঠিয়া
তরবারি বাহির করিলেন।

ভীষ্ম। সৈনিকগণ!

দশজন সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ।

ভীষ্ম। এই কন্যাদের ঘিরে নিয়ে গিয়ে আমার রথে উঠাও। কেহ গতিরোধ কর্‌লে অস্ত্র ব্যবহার কর্ত্তে দ্বিধা কোরো না। কাকা, আপনি এদের সঙ্গে যান।

সৈনিকগণ কন্যাত্রয়কে ঘিরিয়া লইয়া গেল, সঙ্গে মাধব।

ভীষ্ম। এখন মহারাজগণ! যদি আপনারা একে একে বা একত্রে হস্তিনাধিপতির বিপক্ষে দাঁড়াতে চান, একা ভীষ্ম তাদের যুদ্ধে আহ্বান কর্চ্ছে।

শাল্ব। আক্রমণ কর।

সকলে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন।

ভীষ্ম। তবে বাহিরে আসুন। এ বিবাহসভা আপনাদের রক্তে কলুষিত কর্ব্ব না। [অস্ত্রদ্বারা আপনার শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন]

শাল্ব। এইখানেই বধ কর। [পথরোধ করিলেন]

ভীষ্ম। তবে এইখানেই হত্যার ক্রিয়া আরম্ভ হোক্! [রাজাদিগকে আক্রমণ করিলেন]

পাঁচ ছয়জন রাজা ভীষ্মের অসির আঘাতে ভূপতিত হইলেন। শাল্ব আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ।

সত্যবতী একাকিনী।

সত্যবতী। আমার পুত্র আমার অজ্ঞাতে বিবাহিত। আমার সম্মতির প্রয়োজন হয় নি! এতই ঘৃণিত আমি—আপন প্রাসাদে?

বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ।

বিচিত্রবীর্য্য। মা মা শুনেছ? [কাসি]

সত্যবতী। কি বাবা!

বিচিত্রবীর্য্য। সমস্ত রাজা একদিকে আর দাদা অন্যদিকে; তবু [কাসি] এই যুদ্ধে দাদা জিতেছে! শুনেছ মা?

সত্যবতী। শুনেছি বাবা!

বিচিত্রবীর্য্য। দাদার মত বীর ত্রিভুবনে নেই। [কাসি]

সত্যবতী। তোর বৌ পছন্দ হ'য়েছে?

বিচিত্রবীর্য্য। [নতমুখে] না মা।

সত্যবতী। সে কি বৎস! তারা সুন্দরী নয়?

বিচিত্রবীর্য্য। সুন্দরী! কিন্তু [কাসি] আমার প্রকৃতি তাদের প্রকৃতির সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছে না।

সত্যবতী। কেন, বৎস!

বিচিত্রবীর্য্য। তারা চপল, তারা নিত্য প্রফুল্ল, তারা সজীব। আর আমি রুগ্ন, আমি বিষণ্ণ, [কাসি] আমার মনে তেজ নাই।

সত্যবতী। কেন বাবা!

বিচিত্রবীর্য্য। কি জানি। আমার মনে হয় যেন আমি কে! [কাসি] কোথা থেকে এসেছি! পৃথিবীর সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছি না! [কাসি] আমি বেঁচে আছি তা অনুভব কর্ব্বার শক্তিও যেন আমার নাই। অনেক সময় সন্দেহ হয় যে আমি বেঁচে আছি কিনা [কাসি] মা, এই বধূদের কখন ভালোবাসতে পার্ব্ব না। তবে [কাসি] তাদের দেখ্‌তে ভালো লাগে—কারণ [কাসি] তারা সুন্দরী; তাদের গান শুন্তে ভালো লাগে [কাসি] কারণ তাদের স্বর মিষ্ট। নৈলে—

সত্যবতী। বৎস বিচিত্রবীর্য্য! কিসের দুঃখ তোর? রাজপুত্র তুই—কিসের অভাব তোর। কেন সর্ব্বদাই তোর এ ম্লানমুখ।

বিচিত্রবীর্য্য। আমার যে কোন অভাব নাই, সেইটেই বেশী দুঃখ মা। যদি অভাব অনুভব কর্ত্তাম, ত বোধ হয় তা পূর্ণ করে' সুখ হোত। আমি রাজপুত্র। আমায় কিছু কর্ত্তে হ'চ্ছে না। আমার কর্ব্বার যা কিছু—তা সব অন্যে করে' দিচ্ছে। আমি সবারই স্নেহের পুতুল। আমি যেন একটা খেলেনা; জীবিত মানুষ নহি। তাই বুঝি আমার

জীবন একটা মহাশূন্য, মহা অবসাদ। যাই—দাদা কোথায় দেখিগে' যাই।

[প্রস্থান]

সত্যবতী। কি আশ্চর্য্য! বিয়ের পরে যেন আরও ম্রিয়মাণ, আরও নির্জ্জীব। [মস্তক নত করিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত]

চিন্তিত ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। সে দিন বালিকা, আজি সে পূর্ণ যুবতী।
সেই মুখ, সেই ভঙ্গী সেই দৃষ্টিপাত ;
শুদ্ধ এক অভিনব স্ফুরিত বিদ্যুৎ
খেলিছে কটাক্ষে, যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই।
কৃশতরা ; পরিপাণ্ডু ; সে দেহবল্লরী
ছাপিয়া প'ড়েছে যেন যৌবন মাধুরী,
পুষ্পিত পল্লবসম বসন্ত উদ্গমে।
—একি পুনরায় কেন চঞ্চল হৃদয়!—
রাখিয়াছি প্রলোভনে পদতলে দলি',
তথাপি তাহার গাঢ় আচ্ছাদিত স্বর
মাঝে মাঝে বেজে ওঠে ভগ্নভেরী সম।—
এতই দুর্ব্বল কি এ মানুষের মন!

অম্বার প্রবেশ।

ভীষ্ম। [চমকিয়া] কে তুমি!

অম্বা। কাশির রাজকন্যা অম্বা নাম,
—দেখ দেখি চিনিতে কি পারো যুবরাজ?
নীরব যে!—ঠিক বুঝি হয় না স্মরণ!
স্মরণ করায়ে দেই।—একদিন সেই
কাশির গঙ্গার তটে, প্রাসাদউদ্যানে,
বটচ্ছায়ে, জানু পাতি' চরণে যাহার—
দিয়াছিলে পরিচয় সৌখীন সন্ন্যাসী,
"তোমার রূপের দ্বারে ভিখারী সুন্দরী।"
আমি সেই জন। মনে পড়ে যুবরাজ?

ভীষ্ম। [নতমুখে] মনে পড়ে!

অম্বা। 'মনে পড়ে'! আশ্চর্য্য পুরুষ!
নীরস নিষ্কম্পস্বরে কহিলে এ বাণী
গণিতের সত্যসম!—আশ্চর্য্য পুরুষ!
একদিন ছিলে যা'র পিতার অতিথি,
ছিল নিত্য যে তোমার নর্ম্মসহচরী,
প্রভাতে সন্ধ্যায়; যা'র পদতলে বসি',
করে কর রাখি', নিত্য শুনিতে যাহার
অবোধ উদ্ভ্রান্ত বাণী মন্ত্রমুগ্ধ সম,
যেন বিশ্বে আর কিছু নাই শুনিবার;
রহিতে চাহিয়া নিত্য যা'র মুখপানে
যেন বিশ্বে আর কিছু নাহি দেখিবার।
একদিন যা'র সঙ্গে—

ভীষ্ম। ক্ষমা কর দেবি!
কি কাজ স্মরিয়া আর সে ভূত-কাহিনী।
তোমার আমার মধ্যে এক পারাবার
যায় কল্লোলিয়া আজি।

অম্বা। জানি যুবরাজ!
আসি নাই প্রেমভিক্ষা করিতে তোমার!
তুমি আনিয়াছ মোরে হরিয়া সবলে।
আমি আসি নাই। সত্য কহিয়াছ তুমি—
"তোমার আমার মধ্যে এক পারাবার
যায় কল্লোলিয়া আজি" কিম্বা ততোধিক ;—
তুমি আমি এক মর্ত্ত্যে করি নাক বাস।
তুমি যদি মর্ত্ত্যবাসী যুবরাজ, আমি—
স্বর্গ নাহি পাই যদি, যাইব নরকে,
মর্ত্ত্যভূমে পদাঘাত করি'।

ভীষ্ম। কেন দেবি!

অম্বা। যাক্।—এখন জিজ্ঞাসা করি—
আমাকে এখানে কেন এনেছ সবলে?

ভীষ্ম। চিনি নাই স্বয়ংবর সভা কোলাহলে।

অম্বা। চিন নাই কোলাহলে?—মিথ্যাবাদী শঠ
আমারে ছাড়িয়া দাও।

ভীষ্ম। আসিতেছি রাখি'
পিতৃগৃহে, আজ্ঞা কর দেবি।

অম্বা। সদাশয়—
অতি সদাশয় তুমি। অতখানি শ্রম
সহিবে কি যুবরাজ ?—প্রয়োজন নাই।
যাইব না পিতৃগৃহে। যাইব এক্ষণে
পতির সকাশে।—আমারে ছাড়িয়া দাও।
ভীষ্ম। পতির সকাশে! দেবি! কে তোমার পতি ?
অম্বা। সৌভ-নরপতি শাল্ব।
ভীষ্ম। শাল্ব পতি তব!
সর্ব্বনাশ! হয় নাই পরিণয় তব ?
অম্বা। হউক বা না হউক—তোমার কি তাহে,
হস্তিনার যুবরাজ। হউক বা না হউক,
অন্তরে পতির পদে বরিয়াছি তারে।
রমণী শৃগাল সম খল ধূর্ত্ত নহে;
অস্থির চপল নহে বাতাসের মত
পুরুষের মত শঠ নহে। একবার
রমণী যাহারে করে অন্তরে বরণ,
সেই ভাগ্যবান্ তার পতি আমরণ।
ভীষ্ম। শাল্বে ভালোবাসো তুমি ?
অম্বা। কেন বাসিব না ?
ভাবিয়াছ যুবরাজ এ ধরণী তলে
তুমি একা যোগ্যপাত্র ভালোবাসিবার ?
ভাবিয়াছ অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে নারী

করিছে তোমারি পূজা কুসুম চন্দনে ?
—হাঁ নিশ্চয় ভালোবাসি সৌভরাজে আমি।

ভীষ্ম। সাবধান দেবি। শাল্ব পামর লম্পট।

অম্বা। সাবধান যুবরাজ। শাল্ব পতি মম।

ভীষ্ম। এযে আত্মবলিদান।

অম্বা। তোমার কি তাহে ?

ভীষ্ম। আমার কি দেবি ? এই আত্মহত্যা তব
করিব না নিবারণ আমি যদি পারি ?
দেবি, বেছে নাও তুমি পতি অন্যজনে।
করিও না আত্মহত্যা।

অম্বা। স্পর্দ্ধা যুবরাজ।
কে চাহে তোমার এই উপদেশবাণী ?
ছেড়ে দাও।

ভীষ্ম। করিও না আত্মহত্যা দেবি।

অম্বা। ছেড়ে দাও।

ভীষ্ম। পারিব না। করিও মার্জ্জনা।
তোমারে ভগিনী আমি এত ভালোবাসি।

অম্বা। ভালোবাসো নাহি বাসো কার যায় আসে।
আমার উপরে তব নাহি অধিকার।
ব্রহ্মচারী! ছেড়ে দাও। করি এ শপথ—
শাল্ব—সে আমার পতি জীবনে মরণে।—
ছেড়ে দাও রাজদস্যু।

ভীষ্ম। তথাস্তু ভগিনী।
মুক্তদ্বার। যাও দেবি পতির সকাশে।
আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যশস্বিনী হও,
বিবাহে সুখিনী হও!

অম্বা। কে চাহে তোমার
আশীর্ব্বাদ যুবরাজ? কর আয়োজন
ছেড়ে যাই হস্তিনার বিষাক্ত বাতাস।

ভীষ্ম। তথাস্তু। প্রস্তুত হও, করি আয়োজন।

অম্বা নিষ্ফল ক্রোধে স্বীয় ওষ্ঠ দংশন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভীষ্ম। —কি যুদ্ধ চলিতেছিল অন্তরে আমার
এতক্ষণ—প্রিয়ভগ্নী—জানিতে যদ্যপি!
প্রকৃত বীরত্ব এই। বাহুবলে জয়
তুচ্ছ কথা, সাক্ষ্য দেয় পাশবশক্তির।
দাঁড়ায়ে মানসক্ষেত্রে, নিজ প্রবৃত্তির
সঙ্গে যুদ্ধ করা, তারে করা পরাজয়—
মনুষ্যের প্রকৃত শৌর্য্যের পরিচয়।

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। দেবব্রত!

ভীষ্ম। কি কাকা!

মাধব। বিচিত্রবীর্য্য বড় কাঁদ্ছে। তুমি শীঘ্র এসো।

ভীষ্ম। কাঁদ্ছে? কেন?

মাধব। জানি না।

ভীষ্ম। আমি যাচ্ছি। তাকে এখানেই নিয়ে আস্‌ছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর কাকা। কথা আছে।

[প্রস্থান]

মাধব। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। কে? ব্রাহ্মণ?

মাধব। কে?—সম্রাজ্ঞী?

সত্যবতী। দেবব্রত কোথায়?

মাধব। সে খোঁজে দরকার কি সম্রাজ্ঞী?

সত্যবতী। তাকে বলগে যে আমি একবার তার সাক্ষাৎ চাই।

মাধব। কারণ?

সত্যবতী। আমি তাকে, তোমাকেও জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই যে, আমি কি এ সাম্রাজ্যের কেহ নই, রাজপরিবারের কেহ নই, বিচিত্রবীর্য্যের কেহ নই?

মাধব। কে ব'লেছে?

সত্যবতী। বলার—প্রয়োজন নাই। কার্য্যে ত তাই দেখ্‌ছি।

মাধব। কি কার্য্য সম্রাজ্ঞী?

সত্যবতী। এই বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহসম্পাদন কার্য্য। কাশিরাজ কন্যাদ্বয়কে সবলে হরণ করে' নিয়ে এসে তোমরা দুজন—বালক যুবরাজ বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিলে। আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না করে'! যেন—[স্বর ভাঙ্গিয়া গেল]

মাধব। সম্রাজ্ঞী! ঐ বালকের যক্ষ্মাকাশ হওয়ায় বৈদ্য ব'লে গিয়েছে, যে ও যতই হৃষ্ট থাক্‌বে ততই ওর শরীর ও মনের পক্ষে মঙ্গল।

সত্যবতী। তার পর—

মাধব। সেই জন্য আমরা দুজন এই দুটী সুন্দরী চপলা আনন্দময়ী বালিকার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছি।

সত্যবতী। এ কথা আমায় পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার্ত্তে।— কি নিরুত্তর যে?

মাধব। এর উত্তর সম্রাজ্ঞীর প্রীতিপ্রদ হবে না।

সত্যবতী। তবু আমি শুন্তে চাই।

মাধব। সম্রাজ্ঞী এক পুত্রের হত্যাসাধন ক'রেছেন। অপর পুত্র হত্যা কর্ত্তে দিতে পারি না।

সত্যবতী। সাবধান ব্রাহ্মণ!

মাধব। চোখ রাঙ্গাচ্ছ কাকে ধীবরদুহিতা!

সত্যবতী। এতদূর স্পর্দ্ধা!—পার্শ্বচরগণ! বন্দী কর।

পার্শ্বচরগণ মাধবকে বন্দী করিল।

সত্যবতী। কারাগারে নিয়ে যাও। এই ব্রাহ্মণকে শৃগাল দিয়ে খাওয়াবো। পরে যা হবার হবে।

ভীষ্মের পুনঃ প্রবেশ।

ভীষ্ম। ঘরে এত কোলাহল কিসের? [মাধবকে দেখিয়া ও সম্রাজ্ঞীর প্রতি চাহিয়া] ও! বুঝেছি।—বন্ধন খুলে দাও সৈনিক!

সত্যবতী। সাবধান [সৈনিককে]

ভীষ্ম। খুলে দাও!

[সৈনিকগণ বন্ধন খুলিয়া দিল।]

সত্যবতী। দেবব্রত!

[ভীষ্ম সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন]

মাধব। সম্রাজ্ঞী! কি আজ্ঞা হয় [এই বলিয়া ব্যঙ্গভরে জানু পাতিলেন]—ত্বামভিবাদয়ে। [উঠিয়া প্রস্থান]

সত্যবতী। নেমে যাও বসুন্ধরা পদতল হ'তে,
আর—আর—ঘৃণাভরে, জড়াইয়া গলে
এই অবজ্ঞার রশ্মি, আমি ঝুলে পড়ি
মহাশূন্যে। দ্রবীভূত—অনল প্রবাহ
আমার সর্ব্বাঙ্গে বহে যায়—জ্ব'লে যাই।
কেন সে আমারে নাহি করে ভস্মসাৎ।

বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ।

বিচিত্রবীর্য্য। মা মা!

সত্যবতী। বৎস!—না না আমি কেহ নহি তোর।
বালক! বিচিত্রবীর্য্য! আমি আর তব
মাতা নহি! আমি কালসাপিনী, যাহার
বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে। আমি পুরাতন
বিশুষ্ক নীরস বৃক্ষকাণ্ড, যাহা আর

নাহি হয় বিকশিত কুসুমে পল্লবে।
তুই রাজপুত্র, আর আমি ভিখারিণী!
যেন আমি এ রাজ্যের কেহ নহি আর,
পুত্রের জননী নহি;—যেন—যেন আমি
রোগীর বমনভোজী পথের কুক্কুর।
আমি তোর মাতা নহি। ভীষ্ম ভ্রাতা তোর।
আমি তোর কেহ নহি!—ওকি ওকি বৎস!
দুটি মুক্তাফল ধীরে পড়িল গড়ায়ে
দুটি আরক্তিম গণ্ডে! কি হ'য়েছে বৎস?

বিচিত্রবীর্য্য। আমি কেহ নহি তব?

সত্যবতী। কে বলিল?

বিচিত্রবীর্য্য। তুমি।

সত্যবতী। না না মিথ্যা বলিয়াছি। সব মিথ্যা কথা।
আমার সর্ব্বস্ব তুই! এ বিশ্বসংসারে
কে আর আমার আছে। দুটি চক্ষু ছিল,
এক চক্ষু গেছে, বৎস আর চক্ষু তুই।
তুই নয়নের দ্যুতি, শরীরের প্রাণ,
বুভুক্ষার খাদ্য তুই, পিপাসার বারি।
—আয় বৎস কোলে আয়। পাপীয়সী আমি,
তথাপি জননী। অবমানিতা, দলিতা,
বিশ্বের বর্জ্জিতা আমি—তথাপি জননী।
তোরে গর্ভে ধরিয়াছি, তারে ধরি নাই;

আয় বৎস বক্ষে আয়—সর্ব্ব অপমান
ভুলে যাই প্রাণাধিক! সর্ব্বস্ব আমার।

[বিচিত্রবীর্য্যকে বক্ষে ধারণ]

বিচিত্রবীর্য্য। মা অন্তঃপুরে চল! তোমার কোলে মাথা রেখে আমি ঘুমোবো।

পঞ্চম দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

স্থান—সৌভরাজ শাল্বের প্রমোদ-ভবন। কাল—সন্ধ্যা।

শাল্ব ও তাঁহার পারিষদগণ বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন। পারিষদ-গণ রসিকতা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিলেন কিন্তু অবারিত হাস্য রসিকতার অভাব পূর্ণ করিতেছিল।

১ পারিষদ। আমার আশ্চর্য্য মনে হয় মহারাজ, যে কাশিরাজ-কন্যা এরূপ কুলটার মত আচরণ কর্লেন।

শাল্ব। যখন শুন্‌লাম যে সে স্বেচ্ছায় ভীষ্মের রথে গিয়ে উঠেছে তখন ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ কর্লাম।

২ পারিষদ। তা মহারাজ ঠিক ক'রেছেন।

শাল্ব। নৈলে ভীষ্মের সাধ্য ছিল যে আমার গ্রাস থেকে শিকার কেড়ে নেয়।

৩ পারিষদ। রাজকন্যার সঙ্গে শুনেছি এই হস্তিনার যুবরাজের পূর্ব্বে প্রণয় ছিল।

শাল্ব। ছিল বৈ কি!

৪ পারিষদ। তবে মহারাজের গলায় রাজকুমারী মালা দিতে এলেন যে—বেশ একটু খট্‌কা লাগ্‌ছে।

শাল্ব। তা আর আশ্চর্য্য কি। [পঞ্চম পারিষদের দিকে চাহিলেন]

৫ পারিষদ। তা আর আশ্চর্য্য কি! মহারাজের চেহারাখানা দেখ্‌লে আমরা যে পুরুষ মানুষ, আমরা প্রেমে পড়ি; তা কাশিরাজ-কন্যা।

(সকলে হাসিল)

১ পারিষদ। সে রাজকুমারী তবে ভীষ্মের রথে উঠ্‌লেন কেন?

২ পারিষদ। কুলটার আচরণ।

শাল্ব। সে নারী দস্তুর মত কুলটা।

৩ পারিষদ। বিবাহের আগেই?

৪ পারিষদ। শুন্‌ছিলাম মহারাজ, যে ভীষ্ম তাকে ত্যাগ ক'রেছেন।

শাল্ব। ভীষ্ম ব্রহ্মচারী কিনা!

৪ পারিষদ। সে ভীষ্মের কাছে কদিন থাক্‌বে। এখানে আস্‌তেই হবে।

শাল্ব। এলেই বা কি আর না এলেই বা কি?

২ পারিষদ। মহারাজের শতাধিক সুন্দরী পত্নী আছে।

শাল্ব। একটা বেশীতে কি একটা কমে কিছু যায়-আসে না।

৩ পারিষদ। যদি সত্যই সে রাজকুমারী মহারাজের কাছে ফিরে আসে?

শাল্ব। আমি তাকে ভীষ্মের কাছে ফিরে পাঠিয়ে দেবো।

৪ পারিষদ। তবে এসে নাচতে চায় নাচুক।

শাল্ব হাসিলেন ও চতুর্থ পারিষদের স্কন্ধে থাব্ড়া মারিলেন।

৫ পারিষদ। মহারাজের সহস্র গণিকা। আর দরকার আছে কি ?

শাল্ব। এই যে নর্ত্তকীরা—এসো অম্বার দল নাচ গাও।

নর্ত্তকীরা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।

গীত।

ভাসিয়ে দেরে সাধের তরী পাল তুলে দে' ভেসে চল।
উঠেছে ঐ উজান বাতাস কর্চ্ছে নদী টলমল।
যুক্তি মিছে ভাবনা মিছে, দুঃখ পড়ে, থাক্‌না পিছে,—
ভাস্‌বো শুধু হাস্‌বো শুধু কর্ব্ব শুধু কোলাহল !
ফির্ত্তে সে ত হবেই হবে আবার নীরস কঠিন তটে,
পাওনা দেনা হিসাব নিকাশ কর্ত্তে সে ত হবেই বটে ;
ডোবে যদি ডুববে তরি মর্ব্ব যদি নেহাইত মরি,
মর্ব্ব না হয় খাবির সঙ্গে খেয়ে খানিক ঘোলা জল।

অম্বার প্রবেশ।

১ পারিষদ। এ আবার কে !

২ পারিষদ। তাইত হে !

৪ পারিষদ। সুন্দরী ত !

৩ পারিষদ। মহারাজ এর পানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন যে ?

৫ পারিষদ। চেনেন না কি ?

শাল্ব। কে তুমি রমণী ?

অম্বা। কাশিরাজ-কন্যা আমি।

শাল্ব। ওহো চিনিয়াছি—অম্বা !—অত্যাশ্চর্য্য বটে !
এখানে কি অভিপ্রায়ে ? নীরব যে নারী ?

অম্বা। কাশিরাজবালা আজ শাল্বরাজদ্বারে
একাকিনী। তথাপি কি হবে উচ্চারিতে
রাজেন্দ্র, প্রার্থনা মম ?

শাল্ব। আশ্চর্য্য নিশ্চয় !
হ'তেছি উত্তরোত্তর বিস্মিত সুন্দরী !

অম্বা। মনে আছে মহারাজ অর্পিয়াছিলাম
বরমাল্য গলে তব আমি স্বয়ংবরা।
আসিয়াছি পরিণীত পতির সকাশে !

শাল্ব। সে কি, আমি পতি তব ?

অম্বা। যে মুহূর্ত্তে আমি
অর্পিলাম বরমাল্য, সে মুহূর্ত্ত হ'তে
তুমি মম পতি মহারাজ। তাই আমি—

শাল্ব। আশ্চর্য্য রমণী, তবে বুঝিব কি আমি
আমার পত্নীত্বভিক্ষা কর তুমি বালা !

অম্বা। নহে এ পত্নীত্বভিক্ষা। এ পতিত্বদান।
স্বয়ংবরসভাস্থলে গিয়াছিলে যবে
তুমি মহারাজ;—তুমি গিয়াছিলে মম

পতিত্ব করিতে ভিক্ষা। সেই ভিক্ষাদান
করিয়াছিলাম আমি। পরে শক্তিবলে
ও দুর্ব্বল হস্ত হ'তে লইল ছিনিয়া
সেই ভিক্ষা ভীষ্ম বীর। আমি আনিয়াছি
সেই ভিক্ষা পুনরায় ভিক্ষাপাত্রে তব।

শাল্ব। আশ্চর্য্য! এ স্পর্দ্ধা বটে!—ফিরে যাও নারী।
আমি চাহি না এ দান।

অম্বা। না স্বামী! আমার
ভিক্ষা ফিরে লইবার নাহি অধিকার।
যে ভিক্ষা দিয়াছি তাহা দিয়াছি, ভূপতি!
নারী যাহা দেয়, তাহা দেয় একেবারে,
দেয় সে জন্মের মত। এত বড় দান,
এত অনায়াসে, এত অকাতরে, এত
সহজে, জগতে আর কেহ নাহি করে।
একটা হৃদয়রত্ন, একটা জীবন,
একটা মহতী আশা, মহাভবিষ্যৎ,
সুখ দুঃখ স্বচ্ছন্দতা স্বাধীনতা জ্ঞান,
ধর্ম্ম কর্ম্ম শান্তি মোক্ষ, জন্ম জন্মান্তর;—
একদিনে দান—এক মুহূর্ত্তে—অপরে;
যা'র সঙ্গে পূর্ব্বে কভু হয়নি সাক্ষাৎ;
যা'র নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাতপূর্ব্ব; যা'র
জানিনাক ইতিহাস;—জানিনা সে জন

স্বর্গের দেবতা কিম্বা নরকের কীট ;—
তাহারে সর্ব্বস্ব দান—এত বড় দান
নারী বিনা এ জগতে কেহ নাহি করে।
—মহারাজ! মহাঝম্প দিয়াছি যে আমি,
জানিনা সুধার কিম্বা গরলের হ্রদে,
স্নেহ আলিঙ্গনে কিম্বা সর্পের দংশনে ;—
যে ঝম্প দিয়াছি তাহা দিয়াছি। রোধিতে
তাহার সে নিম্ন গতি আর সাধ্য নাই।

শাল্ব। [সভাসদকে] অত্যাশ্চর্য্য। সভাসদ দেখিয়াছ কভু
এ হেন যাচিকা রাজকন্যা।—যাও নারী!
সৌভ-নরপতি কভু করে না গ্রহণ
ভীষ্মের উচ্ছিষ্ট। যাও, ভীষ্ম পতি তব,
পতি চাহ যদি ; ভীষ্ম নাহি চাহে আর
তোমারে যদ্যপি, রহ আমার সভায়।
নৃত্য কর মম শত বারাঙ্গনা সনে ;
দিব অন্ন, দিব বস্ত্র।

অম্বা। স্বর্গে দেবরাজ
হান বজ্র এই শিরে। আসিয়াছি দিতে
এই আবর্জ্জনাকূপে আত্ম-বিসর্জ্জন।
রজ্জু জুটে নাই? এই গলিত কুষ্ঠের
দুর্গন্ধ দূষিত বায়ু এসেছি সেবিতে
মন্দার সুগন্ধ ছাড়ি?—সৌভ-নরপতি।

আমি রাজকন্যা নই, কুলাঙ্গনা নই,
আমি বারাঙ্গনা। কর শিরে পদাঘাত।

১ পারিষদ। একি মূর্ত্তি!

২ পারিষদ। মহারাজ! নারী উন্মাদিনী!

অম্বা। নহি উন্মাদিনী। আসি নাই মহারাজ
তোমার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে ভূপতি।
আসিয়াছিলাম দিতে আত্ম-বিসর্জ্জন
গলিত শবের কুণ্ডে।—কেন? বলিব না।
অসহ্য আলোক এই।—আয় নেমে আয়
প্রলয়ের অন্ধকার জীবনে আমার।
সেই গাঢ় অন্ধকারে আমি ছুটে যাই—
ঊর্দ্ধশ্বাসে লক্ষ্যহীন এক ভ্রাম্যমাণ
জীবন্ত নরককুণ্ড।—এই নরাধম!
এই নরকের কৃমি—তাহারে বরিতে
আসিয়াছিলাম আমি! রজ্জু জুটে নাই!

৩ পারিষদ। মহারাজ! নারী আপনাকে গালি দিচ্ছে বোধ হ'চ্ছে।

অম্বা। এই খানে পড়ে' যাক যবনিকা তবে।
[কক্ষ হইতে ছুরি বাহির করিতে উদ্যত]

২ পারিষদ। তাড়িয়ে দাও।

শাল্ব। ভীষ্মের এ গণিকায় দূর করে' দাও।

অম্বা। [ছুরি বাহির করিয়া] তবে আমি মরিব না—তুমি মর তবে।
[বিদ্যুদ্বেগে গিয়া শাল্বকে ছুরিকাঘাত]

পারিষদবর্গ। একি ! একি ! [বলিয়া শাল্বকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

অম্বা। নরহন্ত্রী পিশাচী স্বৈরিণী—
সব আমি, শুধু নহি ভীষ্মের গণিকা।
[অট্ট হাস্য করিয়া প্রস্থান]

উপরে শিব, উমা ও ব্যাসের প্রবেশ।

ব্যাস। কি বলিছ বিশ্বম্ভর বুঝিতে না পারি।
পিতা মম পরাশর ? মাতা সত্যবতী ?
জনক মহর্ষি ? দাশ-দুহিতা জননী ?

শিব। লজ্জায় আনতমুখ কেন ঋষিবর ?
পরাশর—ঋষি বটে, তথাপি মানুষ,
দুর্ব্বল মনুষ্য মাত্র।—স্খলিত চরণ
তামস মুহূর্ত্তে যদি হইয়াছে ঋষি,
করিয়াছে পরাশর প্রায়শ্চিত্ত তার,
যুগব্যাপী তপস্যায়, শুষ্ক অধ্যয়নে।
—যাও ব্যাস, কামজয় করিতে আপনি
সমর্থ যদ্যপি তুমি,—নিন্দিও পিতায়।
কামজয় কায়মনে, অন্তরে বাহিরে,
পার যদি দ্বৈপায়ন—মহাদেব তুমি।

ব্যাস। কামজয় করে নাই কেহ বিশ্বতলে ?

শিব। করিয়াছে একজন।

ব্যাস। কি নাম তাহার ?

শিব। ভীষ্ম।

ব্যাস। দেবব্রত ভীষ্ম ?

শিব। ভীষ্ম দেবব্রত
এক বিশ্বে কামজয়ী—তাই ভীষ্ম নাম।
কামজয়ী—তাই ভীষ্ম অজেয় জগতে।

ব্যাস। কিরূপে অজেয় ভীষ্ম ?

শিব। কায়মন তার
করিয়াছে সমর্পণ কর্ত্তব্যে আপন।
তুমিই দীক্ষিত তারে করিয়াছ ব্যাস
সেই মহাব্রতে বিপ্র। তুমি তার গুরু।

ব্যাস। বুঝিয়াছি মহাদেব।—প্রণাম চরণে।

[প্রণাম ও প্রস্থান]

শিব। কি আশ্চর্য্য !

উমা। কি হেন আশ্চর্য্য প্রাণেশ্বর !

শিব। জানিতাম প্রিয়তমে এ ব্রহ্মাণ্ডতলে
একা আমি মদনবিজয়ী। দেখিতেছি
মম সমকক্ষ এক আছে বিশ্বতলে।

গঙ্গার প্রবেশ এবং শিব ও উমাকে প্রণাম।

শিব। গঙ্গা কি সংবাদ ?

উমা। ভগ্নী, কুশল ত তব ?

গঙ্গা। কুশল সর্ব্বথা দেবী।—মহাদেব! তব

দুই পত্নী—এক পত্নী তোমার হৃদয়ে,
আর পত্নী একদিন মস্তকে তোমার
ছিল প্রভু ; আজি সেই তব পদতলে,
তপ্ত ধরণীর বক্ষে। মানবের শোকে
কাঁদি নিশিদিন, আর সহিতে না পারি।

শিব। কি হেতু জাহ্নবী ?

গঙ্গা। নিত্য পুরুষপীড়িত
অবলা রমণী।—ঐ দেখ, মহাদেব,
কাশিরাজ-কন্যা অম্বা উপেক্ষিতা সতী—
ফিরে দ্বারে দ্বারে। তার পিতা অসম্মত
করিতে আশ্রয় দান আপন সন্তানে।
তাই উন্মাদিনী নারী ভিখারিণী আজি
ভীষ্মের প্রেমের দ্বারে।—মুক্ত কর নাথ,
সত্যপাশ হ'তে এই মূঢ় দেবব্রতে।

শিব। না গঙ্গা। সংসার হ'তে মুছিয়া দিব না
এ মহা মহিমা। শূন্য হবে বসুমতী।

গঙ্গা। তবে দাও শান্তি এই নারীর হৃদয়ে।

শিব। দিব আমি যাহার যা' প্রাপ্য সুরধুনী!
ফিরে যাও গঙ্গা! সাধ' কর্ত্তব্য আপন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ অন্তঃপুরে ভীষ্মের কক্ষ।

কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। অম্বা ও সুনন্দা।

অম্বা। কাঁপিছে চরণ সখি!

সুনন্দা। দৃঢ় কর মন।

অম্বা। কি কহিব যুবরাজে?

সুনন্দা। প্রাণ যাহা চায়!
অবলা নারীর ধর্ম্ম—'গোপন' সতত
'সংযম' তাহার দুর্গ, আত্মরক্ষা হেতু।
কিন্তু যবে এই নারী আক্রমণকারী
বিপরীত জাতিধর্ম্ম রমণীর সখি!

অম্বা। কিন্তু লজ্জা রমণীর ধর্ম্ম চিরদিন।

সুনন্দা। অতীত প্রহর তার। কি না করিয়াছ!
হইয়াছ শাল্বগৃহে যাচিকা রূপসী।
নামিয়াছ নরহত্যা-গভীরগহ্বরে।
আর কেন রাজকন্যা! আক্রমণ কর,
এ যুদ্ধে জীবন পণ।—মন্ত্রের সাধন
অথবা নিধন সখি।—অন্য পথ নাই।

অম্বা। কিন্তু দেবব্রত ব্রহ্মচারী।

সুনন্দা। সংসারীর
ব্রহ্মচর্য্য! সারশূন্য সৌখীন সন্ন্যাস;
মাতালের সুরাপানপরিহার সখি;
মার্জ্জারের নিরামিষব্রত; কয়দিন
টি`ঁকে সহচরী!—ঐ আসে দেবব্রত।
আমি যাই। [প্রস্থান]

অম্বা। সত্য কথা বলিয়াছ সখি—
সংসারীর ব্রহ্মচর্য্য! যদি নাহি পারি
টলাইতে এ প্রতিজ্ঞা, আমি নহি নারী।

ভীষ্মের প্রবেশ ও অম্বাকে দেখিয়া ভীষ্ম গমনোদ্যত।

অম্বা। কোথা যাও দেবব্রত? দাঁড়াও। কি হেতু
পলাইছ দেবব্রত, দর্শনে আমার,
রজনীর আগমনে মার্ত্তণ্ডের মত।
আমি ঘাতক না দস্যু? সর্প না শার্দ্দূল?
ব্যাধি না দুর্ভিক্ষ?—প্রিয়তম!—ওকি? কেন
বদনমণ্ডল তব মুহূর্ত্তে সহসা
কালীবর্ণ হ'য়ে গেল; যেন কোন মহা
আতঙ্কে বিহ্বল!—কেন? বল দেবব্রত!
ক'রেছি কি আমি? কোন্ মহা অপরাধ?
ভালোবাসিয়াছি মাত্র—আর কিছু নহে।

ভীষ্ম। কাহিনী তোমার আমি শুনিয়াছি দেবী—
কিন্তু ক্ষমা কর দেবী! আমি ব্রহ্মচারী।

অম্বা। মিথ্যা কথা দেবব্রত। তুমি সুকুমার,
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর। কিন্তু তুমি নহ
ব্রহ্মচারী। কেন মিথ্যা বল দেবব্রত।

ভীষ্ম। ধরিয়াছি ব্রত।

অম্বা। ভঙ্গ কর। কত ঋষি
মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি যুগে যুগে দেবব্রত
চলিয়াছে নারীর চরণে অনায়াসে
অর্জ্জিত তপস্যা তার। তুমি ঋষি নহ।
মদনবিজয়ী এক শিব শম্ভু—তিনি
মহেশ্বর। তুমিত ঈশ্বর নহ প্রভু।
কেহ যাহা পারে নাই তুমি করিয়াছ?
কামজয় করিয়াছ তুমি দেবব্রত?

ভীষ্ম। কামজয় করি নাই। করিতাম যদি,
তোমারে এতই ভালোবাসি, কামজয়ী
হইতাম যদি, তবে তোমারে সবলে
আঁকড়িয়া ধরিতাম নিজ বক্ষ মাঝে,
দুগ্ধপোষ্য শিশু সম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে।
হায়, যে নারীর বক্ষ পবিত্র শিশুর
ক্ষরিত পীযূষ উৎস, তাহাই বরিষে
যুবার তৃষিত নেত্রে তীব্র হলাহল।

যাহা দেয় প্রাণ, তাহা প্রাণনাশ করে ;
যাহাই প্রচার করে মাতৃত্ব নারীর,
তাহাই কামের দুর্গ ! যাহা সৌন্দর্য্যের
দেবালয়, ভকতির প্রার্থনা-মন্দির,
তাহা লালসার গৃহ দস্যুর বিবর ।
না না ! আমি নহি কামজয়ী । তাই ডরি
আপনারে, তাই ডরি রমণীরে, তাই
মা মা বলে' যার পানে ছুটে যেতে চাই,
স্নেহের পবিত্র তীর্থে তীর্থযাত্রীসম ;
তাহা হ'তে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করি,
পলায় যেমতি নর অজগর হ'তে । (প্রস্থানোদ্যত)

অম্বা । কোথা যাও প্রিয়তম ! দিও না ভাসায়ে
আমারে অকূল জলে—[জানু পাতিয়া উপবেশন]

ভীষ্ম । কাঁদিও না দেবি !
বক্ষ পেতে নিতে পারি বজ্রের আঘাত,
তুচ্ছ করি ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের গর্জ্জন,
কিন্তু অশ্রুজলে আমি ডুবে গলে' যাই ।
অম্বা—এ কি ! আবার এ হৃদয় চঞ্চল !
না এ প্রবৃত্তিকে আজি করিব নিধন,
তবে আজি ভগিনীরে বসায়ে আমার
হৃদয়ের সিংহাসনে—এ সুলগ্নে আজি
বরিব জননীপদে । উচ্চারিব আজি

মৃত্যুদণ্ড অন্ধ বাসনার ; কামনার
করিব নিশ্বাসরোধ ; আসক্তির শিখা
নির্ব্বাণ করিয়া দিব—করিব নির্ম্মূল
পাপের কণ্টকতরু !—জননী আমার !

অম্বা। [চমকিয়া] কি করিলে ! কি করিলে ! নিষ্ঠুর ! ঘাতক !
না না মানিব না আমি ! আমি মানিব না !
আমি পড়ে' যাই—ধর ধর প্রিয়তম।

[পতনোন্মুখী অম্বাকে ধরিয়া]

ভীষ্ম। একি ! কাশিরাজ-কন্যা তুমি। শিশু নহ
তোমারে কি সাজে এই হীন আচরণ !
ফিরে যাও প্রাণাধিকা দুহিতা আমার !
তোমারে জননীপদে ক'রেছি বরণ।
করিও না কলুষিত হীন উচ্চারণে
সংসারের সব চেয়ে পবিত্র বন্ধন এই—
জননী সন্তান।

অম্বা। মিথ্যা কথা দেবব্রত
আমি নহি মাতা তব। তব জননীর
কোন কার্য্য করি নাই আমি ! উচ্চারণে
এমন কি মোহ আছে, যাহা শক্তিবলে
সত্যকে বিলুপ্ত করে ?

ভীষ্ম। তুমি কি বুঝিবে।
মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে !

কত অর্থ—যাহা কোন অভিধানে নাই,
কত সুধা—যাহা নাই ইন্দ্রের ভাণ্ডারে ;
কণ্টকশয্যায় রোগী তীব্র যন্ত্রণায়,
যবে 'মা' বলিয়ে ডাকে—অর্দ্ধেক যন্ত্রণা
যেন সে অমৃতহ্রদে ডুবে গলে' যায়।
মাতৃনামে পশু বশ হয়। মাতৃনাম
শোকতপ্ত বক্ষঃস্থল সুশীতল করে ;
শ্রবণ-বিবরে বর্ষে স্বর্গের সঙ্গীত।
মাতৃনাম আনন্দে বিহ্বল রসনায়
জড়াইয়া যায়। ইহা তপ্ত ওষ্ঠাধরে
বিকম্পিত হয়। ইহা বায়ুর উপরে
নৃত্য করে। মাতৃনামে ধরণী পবিত্র হয়।
মাতৃনামে ধন্যা হন স্বয়ং ঈশ্বরী।
—মা দমন কর আজি কামিনীত্ব তব,
দেবী হও। শৃঙ্খলিত কর মা দুর্ব্বল
এই স্বেচ্ছাচার তব। ধরায় বরিষ
শান্তির পীযূষধারা। দেখ মা জননী—
তোমার বক্ষের পরে' জগত ঘুমায়।

অম্বা। না বধির আমি। কিছু পাইনি শুনিতে।
না না যাইব না। আজি ডুবিব ডুবিব -
অতল নরকে। তবে দেখি শেষবার।
—ঢাকো মুখ অন্ধকারে বিমল চন্দ্রমা।

নক্ষত্র নিভিয়া যাও। বিপুলা মেদিনী
রুদ্ধ কর শ্রবণের দ্বার।

ভীষ্ম। কি বলিছ ?

[অম্বা দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিলেন, পরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন]

অম্বা। চেয়ে দেখ দেবব্রত।—দেখ।

ভীষ্ম। দেখিতেছি।

অম্বা। কি দেখিছ।

ভীষ্ম। এ ত তুমি নহ। দেখিতেছি
কোন এক উন্মাদিনী সুন্দরী রমণী।
আরক্তিম শুভ্রবর্ণ পূর্ণ গণ্ড দুটি
কামনামদিরা পানে। চক্ষুর জ্বালায়
জ্বলিছে নিরয়বহ্নি। বিম্ব-ওষ্ঠ দুটি
সগরল হাস্যরসে—লালসা-শিথিল।
অভিশপ্ত শ্বেত বক্র গ্রীবা 'পরে আসি',
পড়িয়াছে অলস বিভ্রমে কেশরাশি।
দেখিতেছি যেন এক কাল-ভুজঙ্গিনী
ধরিয়া মানবী মূর্ত্তি। এক প্রলোভন।
রক্তমাংসে আচ্ছাদিত এক সর্ব্বনাশ।
জীবন্ত জাগ্রত এক মহা অভিশাপ।

অম্বা। এসো প্রিয়তম!—এই দুঃখের সংসার
দুদিন বইত নয়। ভোগ করে' লও। [করধারণ]

ভীষ্ম। [হাত ছাড়াইয়া]
রমণী! তোমার এই নিষ্ফল প্রয়াস।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এই—অটল অচল।
নহে ইহা ভীরুর ভঙ্গুর অঙ্গীকার।
নহে ইহা যাজ্ঞার তপস্যা সকাম।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ইহা, ত্যাগীর শপথ।
গ্রহ যদি কক্ষচ্যুত হয়; চন্দ্র যদি
অগ্নিবৃষ্টি করে; নক্ষত্র নিভিয়া যায়;
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে বালুস্তূপ সম;
শুষ্ক হয় সিন্ধুবারি গোষ্পদের মত;
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না কদাপি।
ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তন মাঝে, বিক্ষোভিত
সংসারের আলোড়ন মাঝে, মানুষের
মিথ্যাবাদ মাঝে, এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা
অটল উজ্জ্বল, সব নক্ষত্রের মাঝে
যেমতি ভাস্বর স্থির ঐ ধ্রুবতারা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পরশুরামের গৃহ-প্রাঙ্গণ। কাল—প্রভাত।

পরশুরাম বেদীর উপর বসিয়াছিলেন।

সম্মুখে অম্বা দাঁড়াইয়াছিলেন।

অম্বা। আর কিছু নাহি চাহি দেব, শুধু চাহি
টলাইব ভীষ্মের এ প্রতিজ্ঞা; নিষ্ফল
করিব জীবনব্যাপী তাহার সাধনা;
ভাঙ্গিব তাহার ব্রত; তার অহঙ্কার
করিব বিচূর্ণ আজি; ছিন্ন করি' তার
ছদ্মবেশ, দেখাইব নগ্ন দেবব্রতে
প্রতারিত এ মহীমণ্ডলে।

পরশু। প্রয়োজন?

অম্বা। আবার হউক প্রতিষ্ঠিত মহীতলে
নারীর মহিমা; আবার বসুক সিংহাসনে

নির্ব্বাসিত ক্ষমতা নারীর ; ফিরে দি'ক
পুরুষ নারীরে তার ন্যায্য অধিকার।

পরশু। কি প্রকারে রমণী ?

অম্বা। জানুক চরাচর
এ বিশ্বে পুরুষ প্রভু নহে ; প্রভু নারী।
দেখাইব ব্রহ্মচর্য্য শির নত করে
যেখানে কিরণ দেয় রূপ রমণীর।
—কি আশ্চর্য্য ভগবান্! মদন—যাঁহার
প্রভুত্ব স্বীকার করে নিখিল জগৎ;
যাঁর পুষ্পশর বিশ্বজয়ী ; পিতা যাঁর,
শ্রীমধুসূদন ; যাঁহারে করিয়া ভস্ম
মহাদেব মহাদেব ;—তাঁর শরে আজি
অচ্যুত এ তুচ্ছ দেবব্রত !—ভগবান্!
দূর কর প্রকৃতির মহা অনিয়ম ;
রক্ষা কর রমণীর চির অধিকার ;
চূর্ণ কর এই দর্প !—এই মাত্র চাহি।

পরশু। ঐ দেবব্রত আসে। দূরে যাও চলে'।

[অম্বার প্রস্থান]

পরশু। একি সত্য কথা! একি সম্ভবে মানবে!
করিব পরীক্ষা কত দৃঢ় তার ব্রত।

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। প্রণত চরণে দাস। [প্রণাম]

পরশু। জয় হোক্ দেবব্রত!

ভীষ্ম। করিয়াছ আমারে স্মরণ গুরুদেব!

পরশু। কতদিন দেখি নাই। শীর্ণ হইয়াছ।
সে তেজস্বী দৃপ্ত সৌম্য বদন মণ্ডল
হইয়াছে সুপ্রশান্ত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই
হইয়াছে নত স্নিগ্ধ সজল মলিন।
ললাটে পড়েছে রেখা, অপাঙ্গে কালিমা।
যেন কোন দুর্ভাবনা, গভীর নিরাশা
পুষিছ হৃদয়ে বৎস!—কেন দেবব্রত!
কি হ'য়েছে?

ভীষ্ম। গুরুদেব! ছিলাম বালক,
হইয়াছি প্রৌঢ় আজি। দিনে দিনে জরা
বিস্তারিছে সর্ব্বদেহে প্রভাব তাহার।

পরশু। শরীরে সে তেজ নাই?

ভীষ্ম। না, সে তেজ নাই।

পরশু। সেই দেবব্রত, আর এই দেবব্রত!

ভীষ্ম। কি কারণ স্মরণ ক'রেছ দাসে আজি?

পরশু। মনে আছে কাশিরাজকন্যাস্বয়ংবরে
হরিয়া আনিয়াছিলে দুহিতা তাঁহার।

ভীষ্ম। মনে আছে গুরুদেব!

পরশু। সেই কনীয়সী
দুই কন্যা হস্তিনার রাজার মহিষী;

প্রথমা দুহিতা অম্বা অনূঢ়া অদ্যাপি ।

ভীষ্ম । শুনিয়াছি সেই সমাচার ।

পরশু । অভাগিনী
লইয়াছে আসি আজি আমার আশ্রয় !

ভীষ্ম । বুঝিয়াছি গুরুদেব ।

পরশু । তুমি দেবব্রত
তাহারে বিবাহ কর ।

ভীষ্ম । সে কি গুরুদেব !

পরশু । তুমি স্পর্শ করিয়াছ রাজদুহিতায় ।

ভীষ্ম । তথাপি বিবাহ অসম্ভব ।

পরশু । অসম্ভব !—
ভালো নাহি বাসো তারে ?

ভীষ্ম । এত ভালোবাসি—
তাহারে করিতে স্পর্শ ভয় হয় মনে,
পাছে কলুষিত করি অসতর্ক ক্ষণে
সৌন্দর্য্যের সেই তপোধন ।

পরশু । অত্যাশ্চর্য্য !
দেবব্রত ! বিবাহ কি পাপ ?

ভীষ্ম । পাপ নহে ।
বিবাহ পুণ্যের রাজ্য । কিন্তু হায় আজি
সেই রাজ্য হ'তে আমি চির নির্ব্বাসিত ।

পরশু । কেন !

ভীষ্ম। ধরিয়াছি ব্রত।

পরশু। কাহার আজ্ঞায় ?

ভীষ্ম। ঈশ্বরের।

পরশু। ঈশ্বরের? কোথায় ঈশ্বর ?

ভীষ্ম। আপন হৃদয়ে গুরুদেব।

পরশু। কে কহিল ?

ভীষ্ম। ঋষি ব্যাস !

পরশু। শুনিয়াছ সেই আজ্ঞা ?

ভীষ্ম। শুনিয়াছি প্রভু।

ব্যাপৃত স্বার্থের দ্বন্দ্বে, সংসারের কোলাহলে,
সেই ধ্বনি শুনিতে পাই না নিরন্তর ;
কিন্তু সে মুহূর্ত্ত আসে, যখন তাহার,
শুনি আচ্ছাদিত স্বর, গভীর আহ্বান,
মধুর সঙ্গীত তার।

পরশু। তুমি শুনিয়াছ ?

ভীষ্ম। শুনিয়াছি।

পরশু। মিথ্যা কথা। আমি গুরু তব
আমি আজ্ঞা করি—কর বিবাহ তাহারে।

ভীষ্ম। অসম্ভব গুরুদেব !

পরশু। কি কহিলে তুমি ?

ভীষ্ম। অসম্ভব !

পরশু। অসম্ভব ?

ভীষ্ম। মার্জ্জনা করিও;
সত্যপাশবদ্ধ আমি—চিরব্রহ্মচারী!

পরশু। তবে কি বুঝিব শিষ্য, অস্বীকৃত তুমি?

ভীষ্ম। কি করিব গুরুদেব!—এখন আমার
বিবাহ যে করিবার নাহি অধিকার;
সত্যপাশবদ্ধ আমি।

পরশু। সত্যভঙ্গ কর।

ভীষ্ম। মার্জ্জনা করিও।

পরশু। এই তব গুরুভক্তি!—তুমি শিষ্য মম!

ভীষ্ম। আমি শিষ্য বটে তব। কিন্তু ভীষ্ম আমি!

পরশু। পরশুরামের আজ্ঞা—কর পরিণয়।

ভীষ্ম। মম মৃত্যুদণ্ড তবে কর উচ্চারণ।

পরশু। আজ্ঞা করিতেছি ভীষ্ম, আমি ভগবান্—
তাহারে বিবাহ কর।

ভীষ্ম। গুরুদেব! পিতা
মরণ-শয্যায় করে ধরিয়া আমারে,
মাগিয়াছিলেন ভিক্ষা—"বিবাহ করিও"
আর আমি মানি দেব, পিতাই জগতে
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাঁর আজ্ঞার উপরে
বসায়েছি, গুরুদেব, কর্ত্তব্যে আমার।
—প্রণমি চরণে দেব!

[প্রণাম করিতে উদ্যত]

পরশু। অস্বীকৃত তবে ?

ভীষ্ম। জানো কি হে ভগবান্ কেন ভীষ্ম নাম
আমার জগতে ?—পাই নাই এই নাম
সম্ভোগবাসনা তৃপ্ত করিয়া আমার।
এই ব্রহ্মচর্য্যব্রত, এ কঠোর ব্রত,
কুসুমস্তবকশয্যা নহে গুরুদেব।
—বঞ্চিত সম্ভোগসুখে সমস্ত জীবন ;
বঞ্চিত নারীর প্রেমে সমস্ত জীবন ;
বঞ্চিত সন্তানসুখে সমস্ত জীবন—
যে সন্তান বিশ্বে সর্ব্বসুখমূলাধার,
যার মুখ দেখি, নর ভুলে অনায়াসে
সংসারের দুঃখরাশি, রোগের যন্ত্রণা,
দারিদ্র্যের কশাঘাত, দাস্যের তাড়না,
শূন্য প্রহরের গাঢ় দীর্ঘ অবসাদ,
প্রবাসে যে পূর্ণ করে শূন্য নিরাশার,
মরণে যে দীপ্ত করে গাঢ় পরকাল ;
আমি সেই পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত
আজীবন.গুরুদেব !—একি বড় সুখ !
যার জন্য গুরুবাক্য অবহেলা করি।

পরশু। সেই সুখ পাবে শিষ্য এই পরিণয়ে।

ভীষ্ম। ক্ষমা কর গুরুদেব, আমি ব্রহ্মচারী।

পরশু। ভীষ্ম ! এই শেষবার তবে ! লও বাছি,

বিবাহ কি মৃত্যু—

ভীষ্ম। মৃত্যু—যদি প্রয়োজন!

পরশু। উত্তম। সাক্ষাৎ তবে পাইবে আবার
সশস্ত্র পরশুরামে পরশ্ব প্রভাতে
কুরুক্ষেত্র রণস্থলে। সশস্ত্র আসিও।

ভীষ্ম। সশস্ত্র কি হেতু?

পরশু। মনে হয় দেবব্রত
শৌর্য্যদর্প বড় বাড়িয়াছে তব;—যাহে
পরশুরামের আজ্ঞা তুচ্ছ কর তুমি।
সে দর্প করিব খর্ব্ব।

ভীষ্ম। নাহি স্পর্দ্ধা হেন
যুদ্ধ করি ভার্গবের সনে।

পরশু। ভীত তুমি?

ভীষ্ম। ভয় কারে বলে আমি জানি না, তথাপি
গুরু কাছে বিনা যুদ্ধে মানি পরাজয়।

পরশু। ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি! করিলাম আমি
সমরে আহ্বান, ভীরু!

ভীষ্ম। অনুনয় করি—
সাবধান গুরুদেব। দীপ্ত করিও না
নিদ্রিত ক্ষত্রিয়শৌর্য্য।

পরশু। একবিংশবার
করিয়াছি নিঃক্ষত্রিয় এ ভারতভূমি।

ভীষ্ম। তখন ছিল না ভীষ্ম।

পরশু। স্পর্দ্ধা!

ভীষ্ম। গুরুদেব!
প্রণমে চরণে শিষ্য।

পরশু। সশস্ত্র আসিও।
কুরুক্ষেত্র রণস্থলে পরশ্ব প্রভাতে।

ভীষ্ম। উত্তম। এ গুরু-আজ্ঞা করিব পালন।
প্রণমে চরণে ভীষ্ম।

পরশু। যাও দেবব্রত,
রহিও প্রস্তুত।

ভীষ্ম। আমি রহিব প্রস্তুত।

[প্রস্থান]

পরশু। আশ্চর্য্য। ক্ষত্রিয়-ভীষ্ম! ইহাও সম্ভব!
ধন্য প্রিয় শিষ্য মম। এ হেন অটল
নহে হিমালয়। সত্য, এও কি সম্ভব!
পরীক্ষা করিব শক্তি তব প্রতিজ্ঞার—
ও প্রতিজ্ঞা সহে কিনা পরশুর ধার!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—শয়ন-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

বিচিত্রবীর্য্য শয়ান। পার্শ্বে—সত্যবতী।

সত্যবতী। দিবা অবসান প্রায়। ধীরে ধীরে ধীরে
সব ম্লান হ'য়ে আসে। সূর্য্য অস্তে যায়।
হারায়েছি এক পুত্রে আমি অভাগিনী,
অপরটি ম্রিয়মাণ অন্তিম শয্যায়।
চক্ষুর সম্মুখে ঐ ধীরে ধীরে ধীরে,
ঘনাইয়া আসে মৃত্যু অপাঙ্গে তাহার।
নিবারি তাহার গতি হেন সাধ্য নাই।
—হাসিছে বিচিত্রবীর্য্য। স্বপ্ন দেখিতেছে।

বিচিত্রবীর্য্য। মা মা!

সত্যবতী। কি কি বৎস? চম্‌কে উঠ্‌লে কেন?

বিচিত্রবীর্য্য। মা! আমি কোথায়?

সত্যবতী। কেন! প্রাসাদকক্ষে!

বিচিত্রবীর্য্য। ও!—এ সকাল না সন্ধ্যা?

সত্যবতী। সন্ধ্যা।

বিচিত্রবীর্য্য। ওঃ— [পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন]

সত্যবতী। কেমন আছ বাবা?

বিচিত্রবীর্য্য। বেশ আছি মা। [কাসি]

সত্যবতী। সত্য বেশ আছ ?

বিচিত্রবীর্য্য। সত্যই বেশ আছি।—দাদা কোথায় ?

সত্যবতী। বাইরে। ডাক্‌বো ?

বিচিত্রবীর্য্য। না, এখন দরকার নেই। যাবার আগে যেন দেখা হয়।

সত্যবতী। সে কি বৎস! ও কথা বল্‌তে নাই।

বিচিত্রবীর্য্য। দেখ ভুল না।

সত্যবতী। আমি তাঁকে ডেকে আনি।

বিচিত্রবীর্য্য। না, তিনি ত সর্ব্বদাই আমার পাশে বসে' আছেন। সমস্ত রাত্রি তাঁর চক্ষে নিদ্রা নাই। কত গল্প করেন। মা এমন দাদা কারো হয় না। [কাসি] একটু জল দাও ত মা!

[সত্যবতী জল দিলেন]

বিচিত্রবীর্য্য। ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ঐ দেখ মা—[কাসি]

সত্যবতী। কি বৎস!

বিচিত্রবীর্য্য। ঐ বাড়ী গুলি। তাদের উপর সূর্য্যের শেষ স্বর্ণ রশ্মি এসে লেগেছে। কি সুন্দর!

সত্যবতী। অতি সুন্দর।

বিচিত্রবীর্য্য। আর আমার উপরও জীবনের শেষ রশ্মি এসে লেগেছে।—আচ্ছা মা, মানুষ ম'লে কোথায় যায় ?

সত্যবতী। সে কথা কেন বৎস ?

বিচিত্রবীর্য্য। না, তাই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি,—আচ্ছা, আকাশ এত নীল কেন ?

সত্যবতী। বিধাতার সৃষ্টি।

বিচিত্রবীর্য্য। আমার বোধ হয়—মৃত্যু ঐ রকম নীল, ঐ রকম অসীম।—আচ্ছা মা, দাদাকে দেখ্‌লে ত খুব বীর বোধ হয় না [কাসি] —বালিশটা ঠিক করে দাও ত মা।

[সত্যবতী তাহাই করিলেন]

বিচিত্রবীর্য্য। বরং মনে হয় যেন স্নেহ দিয়ে তাঁর সমস্ত শরীরখানি তৈরি। কিন্তু বড় গম্ভীর। যেন সমুদ্র। [কাসি] কেন মা?

সত্যবতী। জানি না বৎস।

বিচিত্রবীর্য্য। দাদা যদি বিয়ে কর্ত্তেন, বোধ হয় সুখী হতেন। বিয়ে কর্লেন না কেন?

সত্যবতী। ওঃ—

বিচিত্রবীর্য্য। ঐ! ঐ! আবার তুমি মুখ ঢাক্‌ছ। কেঁদ না মা। আমি দেখি দাদার বিয়ের কথা হ'লেই তুমি কাঁদ।—কেঁদ না।

সত্যবতী। না বাবা! কিন্তু ও কথা জিজ্ঞাসা করিস্ না বাপ্, আর সব কথা বল্—শুধু—ঐ—কথা বাদ।

বিচিত্রবীর্য্য। কেন মা? আজ ব'ল্‌তে হবে—আমি শুনে তবে মর্ব্ব। [কাসি] দেখি পরপারে গিয়ে সেখান থেকে যদি তাঁর জন্য আর তোমার জন্য কোন শান্তির সংবাদ পাঠাতে পারি। বল মা।

সত্যবতী। তোমার দাদা স্বর্গের দেবতা, মর্ত্ত্যের মানুষ নয়। তাঁকে আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে। তিনি এ স্থূল, কঠিন, আলোকে অন্ধকারে মেশা, স্বার্থরাজ্যের কেহ নন। তিনি কোথা থেকে যেন এসেছেন। তিনি ত্যাগের মহামন্ত্র মুখে প্রচার কর্ত্তে আসেন নি, কার্য্যে দেখাতে এসেছেন।

বিচিত্রবীর্য্য। বল মা আরও বল। দাদার কথা বল। তাঁর জীবনের ইতিহাস অনেক বার তোমার মুখে শুনেছি মা। [কাসি] আবার বল শুনি। সে যেন এক মায়াময় কাহিনী—যত শুনি ততই শুন্তে ইচ্ছা হয়। [কাসি]—মা একটু জল।

[সত্যবতী জল দিলেন]

সত্যবতী। বড় কষ্ট হচ্ছে?

বিচিত্রবীর্য্য। না কিছু না। ঐ চাঁদ উঠ্‌ছে। কি সুন্দর! [চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন]

সত্যবতী। আর একবার ঔষধ সেবন কর।

বিচিত্রবীর্য্য। চুপ্!—অদ্ভুত।

সত্যবতী। কি অদ্ভুত?

বিচিত্রবীর্য্য। মা! একবার রাজবধূদের ডাকো ত মা। তাদের একটা গান শুন্তে ইচ্ছা কচ্ছে [কাসি]—তাদের গল্প, তাদের গান শুন্তে বড় ভালোবাসি। তারা আমায় বড় ভালোবাসে।—কিন্তু আমি তাদের সুখী কর্ত্তে পার্লাম না। [কাসি] একবার ডাকো ত মা।

সত্যবতী। এই ডেকে দিচ্ছি। [সত্যবতীর প্রস্থান]

বিচিত্রবীর্য্য। গান শুন্তে শুন্তে মরি। এই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে ঐ নীল আকাশের নীচে, গান শুন্তে শুন্তে মরি। [কাসি]

অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রবেশ।

বিচিত্রবীর্য্য। অম্বিকা, অম্বালিকা। একটা গান গাও ত। সেই গান—সে দিন সন্ধ্যায় যেটি গাইছিলে।

উভয়ের গান।

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস না আর মাথায় যেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দেরে—
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাবোনা লো।
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে;
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ করে' শোন্ বাইরে এসে;
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালোবেসে—
এখন যদি মর্ত্তে না পাই, তা'হলে আমার মরণ ভালো।
সাঙ্গ আমার ধূলা খেলা—সাঙ্গ আমার বেচা কেনা;
এয়েছি করে' হিসেব নিকেশ যাহার যাহা পাওনা দেনা।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা আমায় তুলে নে না;
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো।

ভীষ্ম ও মাধবের প্রবেশ। পিছনে অলক্ষিতভাবে সত্যবতী।

ভীষ্ম। এখন কেমন আছ ভাই? [পরীক্ষা করিয়া] এ কি!—এ যে হিম! অসাড়—

মাধব। [সভয়ে] সে কি দেবব্রত!

ভীষ্ম। [পুনরায় পরীক্ষা করিয়া] মৃত্যু হ'য়েছে।

মাধব। বৎস! প্রাণাধিক! [মৃতদেহ সবলে জড়াইয়া ধরিলেন]

সত্যবতী। পুত্র! পুত্র!——

[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকা ভীতনেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভীষ্ম দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ। কাল—অপরাহ্ণ।

মাধব ও দাশরাজ।

মাধব। স্বয়ংবরসভা থেকে তোমায় উঠিয়ে দিলে?

দাশ। তা দিলে।

মাধব। বেশ বোঝা গেল?

দাশ। পরিষ্কার।

মাধব। তার পরে রাজাদের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধ হোল?

দাশ। তা হোল।

মাধব। তুমি যুদ্ধ ক'রেছিলে?

দাশ। তা ক'রেছিলাম।

মাধব। তুমি কোন্ পক্ষে ছিলে?

দাশ। কোন পক্ষেই ছিলাম না।

মাধব। মাঝখানে ছিলে?

দাশ। ঠিক নয়।

মাধব। তবে?

দাশ। একধারে—

মাধব। তীর ছুড়েছিলে?

দাশ। তা ছুড়েছিলাম।

মাধব। কাকে ?

দাশ। তা জানি না।

মাধব। চোখ বুঁজে ?

দাশ। হুঁ।

মাধব। তার পর বুঝি তুমি দৌড় দিলে!

দাশ। তা দিলাম।

মাধব। এতদিন কোথায় ছিলে ?

দাশ। বনে।

মাধব। সেখানে কি দেখ্‌লে ?

দাশ। বাঘ।

মাধব। এর আগেই যে বল্লে—রাণী।

দাশ। তা হবে!

মাধব। তার পর ?

দাশ। তার পর তাড়া কর্লে।

মাধব। কে ? বাঘ না রাণী ?

দাশ। সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্লাম না।

মাধব। তাড়া কর্লে ?

দাশ। কর্লে।

মাধব। আর তুমি বুঝি দে দৌড়।

দাশ। আমি দে দৌড়।

মাধব। একবারে এখানে এলে ?

দাশ । তা এলাম ।

মাধব । তোমার মন্ত্রী কোথায় ?

দাশ । মরেছে ।

মাধব । কিসে মোল ?

দাশ । আমার বাণে ।

মাধব । তোমার বাণে ?

দাশ । তাইত পরে দেখ্‌লাম ।

মাধব । ও !—তুমি যে সেই চোখ বুঁজে বাণ মেরেছিলে, তাতে মন্ত্রীর গায়ে লেগেছিল ?

দাশ । তাই ত বোধ হচ্ছে ।

মাধব । তুমি মর নি ?

দাশ । না ।

মাধব । বেঁচে আছ !

দাশ । তা বোধ হয়, আছি ।

মাধব । কোথায় আছ ?

দাশ । মাঝখানে ।

মাধব । কিসের মাঝখানে ?

দাশ । একদিকে যুদ্ধ আর একদিকে রাণী ।

মাধব । রাণী ? না বাঘ ?

দাশ । বাঘ ।

মাধব । তুমি বোধ হয় ক্ষেপে গিয়েছো ?

দাশ । বোধ হয় গিয়েছি !

মাধব। এখন কি কর্ব্বে ?

দাশ। তাই ভাব্‌ছি।

মাধব। এখানে থাক্‌বে ?

দাশ। তাই ভাব্‌ছি।

মাধব। বাড়ী ফিরে যাবে ?

দাশ। ও বাবা !

মাধব। তোমার স্ত্রী কি রকম দেখ্‌তে ?

দাশ। ওরে বাবা !

মাধব। দেখ দাশরাজ তোমায় একটা উপদেশ দেই।

দাশ। কি ?

মাধব। বাড়ী ফিরে যাও।

দাশ। স্ত্রীর কাছে ?—ও বাবা !

মাধব। দেখ, স্ত্রী যেমনই হোক্, স্ত্রীর মত দরকারী মানুষও আর পাবে না।

দাশ। সে কি !

মাধব। এই দেখ মাহিনা দিয়ে লোক রাখো—দেখ্‌বে যে, যে রাঁধে সে বাসন মাজে না, যে বাসন মাজে সে ছেলে মানুষ করে না। কিন্তু এক স্ত্রী দ্বারা জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব চলে। এমন স্ত্রী ছেড়ো না।

দাশ। কথাটা সত্যি। ও বাবা [কম্পন]

মাধব। কি ?

[দাশরাজ নেপথ্যে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিলেন]

মাধব। ঐ দাশরাজ্ঞী বটে !—রোস আমি ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি।

দাশরাজ্ঞীর প্রবেশ।

[দাশরাজ মাধবের পশ্চাতে লুকাইলেন]

দাশরাজ্ঞী। ওরে পোড়ার মুখো! শেষে আবার জামাই বাড়ী এসে জুটেছো! ওরে হতচ্ছাড়া মিন্সে—

মাধব। অত দ্রুত নয় দাশরাজ্ঞী। শুনুন—ও শব্দগুলো অশ্লীল।

দাশরাজ্ঞী। তাই কি—

মাধব। এটা ঠিক পতিভক্তির লক্ষণ নয়।

দাশরাজ্ঞী। ভারি ত পতি, তাকে আবার ভক্তি।

মাধব। পতি যাই হোক্, সে পতি। এ জন্মে ত আর দ্বিতীয় পতি হবার যো নেই। তার সঙ্গে বনিয়ে চল্‌তেই হবে। নহিলে জীবনটা চিরদিন অশান্তিতেই যাবে।

দাশরাজ্ঞী। তা সত্যি কথা।—এখন বাড়ী এসো।

মাধব। যাও দাশরাজ! তোমার স্ত্রী এবার বেশ নরম ভাষায় ডাক্‌ছেন।—যাও।

দাশরাজ। উনি প্রায়ই আমায় বড় অপমান করেন।

দাশরাজ্ঞী। আমি বলে' তোমাকে অপমান করি। নৈলে তোমাকে কেউ অপমানও করে না।—যাও না কোন জায়গায়, দেখি কে অপমান করে।

দাশরাজ। কেন কর্ব্বে না। সেদিন স্বয়ংবর সভায় অপমান ত কর্ল!

দাশরাজ্ঞী। তোমায় অপমান কর্ল! সে কি! মানুষকেই মানুষ অপমান করে। ঢেঁকিকে কেউ অপমান করে?—শুনেছো?

মাধব। ছি ছি ছি! আপনার স্বামী কি ঢেঁকি। আর অপমান কর্ব্বেন না।

দাশরাজ্ঞী। আচ্ছা—এখন বাড়ী এসো।—আর অপমান কর্ব্ব না। এসো।

মাধব। যাও।—গিয়ে হাত ধর।

[দাশরাজ ধীরে ধীরে গিয়া সভয়ে দাশরাজ্ঞীর হাত ধরিলেন]

মাধব। ও ঠিক হচ্ছে না। ভয় কোরো না।

দাশরাজ। কি কর্ব্ব?

মাধব। একটু আদর কর।

দাশরাজ্ঞী। সে আর একদিন হবে। [টানিয়া লইয়া গেলেন]

মাধব। আশ্চর্য্য বটে।

চতুর্থ দৃশ্য।

—•:•:•—

স্থান—গঙ্গাতীর। কাল—প্রত্যূষ।

অনেক লোকে স্নান করিতেছিল। তাহাদের গীত।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘন তট বিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি,

বহিছ জননি এ ভারতবর্ষে—কতশত যুগ যুগ বাহি',
করি' সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে।
নারদকীর্ত্তনপুলকিতমাধববিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটীজটিলজটা 'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—'
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

গঙ্গা। হইয়াছে শস্ত্রযুদ্ধ বহুদিন ধরি'
ভীষ্ম ও পরশুরামে, এই নদীতটে,
বিনা জয় পরাজয়। দেখেছে সংসার
সে যুদ্ধ নির্ব্বাক ভয়ে, শুনেছে বিস্ময়ে
সমুদ্রনির্ঘোষসম সমরকল্লোল।
তথাপি অপরাজিত ভীষ্ম এতদিনে।
ধন্য ভীষ্ম! ধন্য পুত্র!

ব্যাসের প্রবেশ।

ব্যাস। জননি জাহ্নবি
প্রণমে চরণে ব্যাস!

গঙ্গা। কি সংবাদ ব্যাস?

ব্যাস। জননি কি দেখি আজি তব তটতলে!
একি ভয়ঙ্কর ঘোর অবৈধ সংগ্রাম
মনুষ্য ও ভগবানে; ক্ষত্র ও ব্রাহ্মণে;
গুরু আর শিষ্যে। আর তুমি মা দেখিছ
নিঃস্পন্দ নির্ব্বাক্ ভয়ে?

গঙ্গা। ভয়ে নহে ব্যাস—
মহানন্দে পুত্রগর্ব্বে গরবিণী আমি।
একদিকে গুরুদেব, শিষ্য অন্যদিকে;
বিপ্রের বিপক্ষে ক্ষত্র; দেব ভগবান্
বিপক্ষে, তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্য; তথাপি
সমরে অপরাজিত হিমাচলসম
অটল যুঝিছে ভীষ্ম!—কে দেখেছে কবে?
কার হেন পুত্র ব্যাস!—

ব্যাস। তথাপি জননি
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে এই অন্যায় সংগ্রাম।

গঙ্গা। কভু নহে। বৎস ব্যাস! একবিংশবার
নিঃক্ষত্রিয় ধরাতল ক'রেছে ভার্গব—
উঠিয়াছে ভীষ্ম সেই রক্তবীজ হ'তে
উদ্ধত ব্রাহ্মণদর্প খর্ব্ব করিবারে।

ব্যাস। কিন্তু মানুষের যুদ্ধ ঈশ্বরের সনে—
ইহা কি সঙ্গত, বৈধ, উচিত জননি।

গঙ্গা। বৎস দ্বৈপায়ন! এই মানবজীবন

নহে কি অনন্ত এক জীবন সংগ্রাম
ঈশ্বরের সনে নিত্য? মৃত্যু একদিকে,
আর তার কৃষ্ণবর্ণ পিশাচের দল;
অন্যদিকে অসহায় দুর্ব্বল মানব।
তার দুঃখে কত দীর্ঘ দিবস রজনী
নিভৃতে নির্জ্জনে কাঁদি—নিষ্ফল ক্রন্দন
পাষাণে এ মস্তকের রক্তাক্ত আঘাত,
—তুমি কি জানিবে ব্যাস! তুমি কি বুঝিবে?

ব্যাস। তথাপি জননি—

গঙ্গা। ব্যাস! ভ্রান্তির সাগরে
পতিত মনুষ্য, তবু নিজ শক্তিবলে
নির্ভয়ে চলিয়া যায় তরঙ্গ গর্জ্জন
দলি' পদতলে,—একি সামান্য ব্যাপার!
গাঢ় অন্ধকার হ'তে মার্ত্তণ্ডের মত
চলিয়াছে সভ্যতার আলোকিত পথে,—
এ কি তুচ্ছ? অভাবের গর্ভে জন্ম তার,
স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্রোড়ে লালিত মানব,
উঠিয়াছে শক্তিবলে ত্যাগের শিখরে;
এ কি অতি সহজ গৌরব ঋষি ব্যাস?
আর মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ আমার সন্তান—
যাহার চরণ-তলে মরণ আপনি
শান্তমূর্ত্তি পড়ে' আছে, ত্যাগের নির্ম্মম

কশাঘাতে ভীত শির অবনত করি'।

ব্যাস। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে—

গঙ্গা। আমার নিকটে
আছেন ঈশ্বর এক—তিনি মহাদেব
এক তাঁর আজ্ঞা মানি।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। তবে সুরধুনি—
আমার আদেশ, শান্ত কর এ বিগ্রহ;
নির্ব্বাপিত কর অগ্নি তব শান্তি জলে;
ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত, অমর ভার্গব;
এ যুদ্ধের শেষ নাই। যুদ্ধ যদি হয়
আর কিছু দিন গঙ্গে, হইবে প্রলয়।

গঙ্গা। যথাদেশ প্রভু! কিন্তু কাড়িয়া লইলে
মহাদেব, মাতৃগর্ব্ব মাতৃবক্ষ হ'তে।

মহাদেব। এই যুদ্ধে ভার্গবের হবে পরাজয়।

[মহাদেবের প্রস্থান]

গঙ্গা। তাহাই হউক। তবে যাও ঋষিবর।

[প্রস্থান]

ব্যাস। আর নাহি দ্বেষ; ভ্রান্ত নহে চরাচর;
আশ্চর্য্য প্রমাদ;—সত্য শঙ্কর শঙ্কর।

[প্রস্থান]

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। কোথায় ভার্গব ?—এই মৃত্তিস্তম্ভ'পরে
করিব অপেক্ষা তাঁর [তাহার উপর দাঁড়াইয়া]
—কতদূর দেখা যায়
পরপারে ঘনশ্যাম তরু রাজি 'পরে
স্বাগত চুম্বন সম পড়িয়াছে আসি'
উষার কনক রশ্মি ; হেথা প্রসারিত
ধূসর সৈকত। মধ্যে বহিছে জাহ্নবী।
জননি ! ও প্রসারিত বারিবক্ষ তব,
অপার করুণাস্নিগ্ধ ঐ সমুচ্ছ্বত
স্নেহআলিঙ্গন তব, মুগ্ধ করে মন ;
দূর করে দ্বেষ ; শান্ত করে উদ্বেলিত
হিংসা অহঙ্কার।—মাতা প্রণমি চরণে।
[প্রণাম ও উপবেশন]

পরশুরামের প্রবেশ।

পরশুরাম। এই যে বসিয়া দেবব্রত।—দেবব্রত !
ভীষ্ম। [চমকিয়া] আসিয়াছ গুরুদেব ! [প্রণাম]
পরশু। উঠ বীর। আজি
নির্ম্মল প্রভাতে, এই জাহ্নবীর তীরে,
ঐ আরক্তিম নীল আকাশের তলে,
বিতস্তিপ্রমাণ দূরে দাঁড়ায়ে দুজনে
হস্তে খড়্গ, দেহে বর্ম্ম, শিরে শিরস্ত্রাণ,

রক্তনেত্র, দৃঢ়মুষ্টি, নগ্ন ভূমিতলে,
করিবে সমর—ভীষ্ম ও পরশুরাম।
আজি স্থির হইবে কে শ্রেষ্ঠ বাহুবলে—
ভীষ্ম না পরশুরাম। লহ তরবারি।

ভীষ্ম। কেন যুদ্ধ গুরুদেব! চেয়ে দেখ দূরে—
কি অপূর্ব্ব! পরপারে ঐ সূর্য্য উঠে
পূর্ব্বদিক্ আলোকিত হ'য়ে আসে ধীরে।
দিবার নিশার এই শান্ত সন্ধিস্থলে
এই মৃদু বসন্তের পবনহিল্লোলে
গঙ্গার পবিত্র তীরে যুদ্ধ কেন আর?

পরশু। দেখিব ব্রাহ্মণ বড় অথবা ক্ষত্রিয়
এ দ্বাপর যুগে।

ভীষ্ম। কিরূপে আঘাত আমি
করিব গুরুর দেহে চক্ষের সম্মুখে?

পরশু। তব সর্ব্ব পাপরাশি ধৌত হ'য়ে যাবে
তোমার রক্তের স্রোতে। ভীষ্ম যুদ্ধ কর।
তোমারে সমরে আমি ক'রেছি আহ্বান।
তুমি লহ অসি, আমি কুঠার আমার,
যে কুঠারে করিয়াছি একবিংশবার
নিঃক্ষত্রিয় বসুমতী।—ভীষ্ম অস্ত্র লও।

ভীষ্ম। তবে তাই হোক্! আজি লক্ষ্য কর তবে
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল অপূর্ব্ব সংগ্রাম—

পরশু। রক্ষা কর আপনারে তবে দেবব্রত।

[উভয়ের যুদ্ধ]

ভীষ্ম। আর না। গুরুর অঙ্গে ক'রেছি আঘাত।

পরশু। কিছু না কিছু না ভীষ্ম, সামান্য আঘাত
বামপদে, অস্ত্র নাও, এস যুদ্ধ কর।
আবার! আবার ভীষ্ম! বহুদিন হেন
যুদ্ধ করি নাই। অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আমার
শিরায় শিরায় রক্ত তপ্ত রণোল্লাসে
নৃত্য করে। যুদ্ধ কর। আবার! আবার!

ভীষ্ম। আর নহে। পরাভব গুরুর নিকটে
স্বীকার করিছে শিষ্য।

পরশু। কিন্তু গুরু আমি
স্বীকার করি না জয়, নিজ অস্ত্রবলে
যদি নাহি লভি তারে।—দেবব্রত! বীর!
লও অসি পুনর্ব্বার।

ভীষ্ম। গুরুদেব!—

পরশু। কোন
আকুতি কাকুতি নহে। এস, যুদ্ধ কর।
আর কিছু নাহি চাই—যুদ্ধ কর বীর।
বহুদিন শিষ্য হেন যুদ্ধ করি নাই।
এসো। যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর।

[পুনরায় যুদ্ধ]

[ভীষ্মের তরবারির আঘাতে ভার্গবের কুঠার হস্তচ্যুত হইল।
পরশুরাম বসিয়া কুঠার পুনরায় লইলেন]

ভীষ্ম। আর নহে! [তরবারি ফেলিয়া দিলেন]

পরশু। সে কি ভীষ্ম! মানিব না আমি পরাজয়।
যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর—

ভীষ্ম। প্রভু—

পরশু। যুদ্ধ কর।
দেবব্রত দাও গুরুদক্ষিণা আমারে।
যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর।—এই শেষবার
কিন্তু এই একবারে প্রলয় হইবে।
লহ তরবারি ভীষ্ম! বিলম্ব না সহে।

[কুঠার উঠাইলেন]

[উভয়ের মধ্যে নদী গঙ্গা প্রবাহিত হইল, পরে নদী প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পরশুরাম অন্তর্হিত হইলেন। পরে তাহার মধ্য হইতে গঙ্গা উত্থিত হইলেন]

গঙ্গা। সাধু! দেবব্রত সাধু! ধন্য পুত্র মম!
দেখ বৎস, চেয়ে দেখ, বিশ্ব রোমাঞ্চিত
ভীষ্মের অসম শৌর্য্যে।—ঐ চেয়ে দেখ,
বীরবর, ঐ ঊর্দ্ধে স্বর্গে দেবগণ
করে পুষ্পবৃষ্টি ভীষ্ম তোমার মস্তকে।

পরশুরামের প্রবেশ।

পরশুরাম। আর চেয়ে দেখ বীর পরশুরামের
গুরুগর্ব্বে স্ফীতবক্ষ।—ধন্য দেবব্রত!
ধন্য আমি। আমি শুদ্ধ করিতেছিলাম
পরীক্ষা তোমারে। ভীষ্মে করিতে সংহার
আসে নি পরশুরাম। দেখিলাম সত্য,
শৌর্য্যে কি সাহসে ত্যাগে, বিশাল জগতে,
তোমার তুলনা নাই।—ধন্য শিষ্য মম,
—দেবব্রত! প্রাণাধিক! দাও আলিঙ্গন।

[আলিঙ্গন]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ-অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি।

সত্যবতী একাকিনী।

গীত।

কি সুখে জীবন রাখি।
আমার, চন্দ্রসূর্য্য নিভে গেছে অন্ধ আমার দুটি আঁখি।
দেখি শুধু চারিধার
ঘন ঘোর অন্ধকার,
কেন আর কেন আর কেন আর বেঁচে থাকি।

সত্যবতী। তুই পুত্রহারা আমি, ঘৃণিতা দলিতা
বিধবা মহিষী আমি—অনন্তযৌবনা!
বর বটে ঋষি।—ধন্য জগজ্জননী!
অসীম করুণা তোর! সার্থক মা তোর
দয়াময়ী নাম!—না না বৃথা অনুযোগ।
কারো দোষ নহে মাতা, এ দোষ আমার।
উঠিয়াছিল এ দম্ভ ভেদিয়া অম্বর,
রক্তবর্ণ করি' চক্ষু নিয়মের পানে,
তুমি এক পদাঘাতে তাহারে নিক্ষেপ
করিলে ভূতলে মাতা মিশিতে কর্দ্দমে।
সংসারে ধর্ম্মের দুর্গ করিয়াছিলাম
অবরোধ মদভরে, সে দুর্গ তেমতি,
অক্ষত অচ্যুত গর্ব্বে শির উচ্চ করি'
দাঁড়াইয়া আছে; আর আমি পড়ে' আছি
বিলুণ্ঠিত পদতলে, ঘৃণিত, দলিত।
জয় হোক্ মহেশ্বরী—তব শৃঙ্খলার।
—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ওই মেঘে ঢেকে আসে,
বহিছে শীকরস্নিগ্ধ শীতল সমীর—
ঘুম আসে শ্রান্ত নেত্রপুটে। নিদ্রা যাই। [ভূমিতলে নিদ্রিত]

ভীষ্ম ও ব্যাসের প্রবেশ। সঙ্গে মুক্তা।

মুক্তা। এইখানেই ত ছিল গো!

ভীষ্ম। ঐ যে ঐখানে নিদ্রিত।

ব্যাস। এই যে আমার মা!

সত্যবতী। [নিদ্রিত অবস্থায়] না না আমায় স্পর্শ কোরো না—আমায় স্পর্শ কোরো না—আমি কুমারী—

মুক্তা। ঐ দেখ স্বপ্ন দেখ্‌ছে—

ভীষ্ম। মাঝে মাঝে কি এই রকম ঘুমের ঘোরে বকেন?

মুক্তা। হাঁ গো হাঁ।

ভীষ্ম। এত শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছেন!

সত্যবতী। না ব্রাহ্মণ, না ব্রাহ্মণ—আমি বর চাই না, আমি বর চাই না। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি। ছেড়ে দাও।

ব্যাস। অভাগিনী!

সত্যবতী। আমার পুত্র কোথায়? আমার—

ব্যাস। এই যে তোমার পুত্র মা!

সত্যবতী। কে! কে! [উঠিলেন]

ভীষ্ম। ইনি মহর্ষি ব্যাস।

ব্যাস। আরো এক পরিচয়—দ্বীপে জন্ম মম,
তাই নাম দ্বৈপায়ন; কৃষ্ণ বর্ণ মম,
তাই নাম ধরি আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

সত্যবতী। দ্বীপে জন্ম?

ব্যাস। পিতা মম ঋষি পরাশর।

ভীষ্ম। ধর কেহ রাজমহিষীরে।

[মুক্তা ধরিল]

সত্যবতী। [ক্ষীণস্বরে] তার পর ?

ব্যাস। মাতা মম সত্যবতী—শান্তনু-মহিষী।

সত্যবতী। বৎস—বৎস !—একি ! মম ঘুরিছে মস্তক—
ক্ষমা কর দেবগণ। ধৌত কর পাপ।
আপনার পুত্রে পুত্র বলে' ডাকিবার
দেহ অধিকার।—বৎস ব্যাস !—না না আমি
কি প্রলাপ বকিতেছি !—ঋষিবর ! আমি—
এই ধীবরের কন্যা, এই অভাগিনী
শান্তনুর বিধবা মহিষী, এই নারী
দেশপূজ্য ঋষিবর ব্যাসের জননী ?

ব্যাস। আমার জননী তুমি।

সত্যবতী। তোমার জননী !—
বৎস ! বৎস !—সত্য ?—মাতা আমি পুত্র তুমি !
আমি কলঙ্কিনী, তুমি ভারতবিখ্যাত
ঋষি ব্যাস।—বৎস ব্যাস ! স্মরি' এই বাণী
আমারে করিছ ঘৃণা ?—না না করিও না।
এ কথা ঘোষিত কর নিষ্ঠুর জগতে—
'মৎস্যগন্ধা, কলঙ্কিনী, ভ্রষ্টা, পাপীয়সী
পতিহন্ত্রী'—রাষ্ট্র কর। শুদ্ধ বৎস, তুমি
ঘৃণা করিও না। ঘৃণা করুক জগৎ ;
তুমি করিও না ঘৃণা। আমি কলঙ্কিনী—

ব্যাস। তথাপি পুত্রের কাছে জননী জননী।

চিরদিন । আশীর্ব্বাদ কর মাতা ।

[জানু পাতিলেন]

ভীষ্ম । ওকি !

পাপিনীর পদতলে ঋষি দ্বৈপায়ন !

ব্যাস । জননীর পদতলে পতিত সন্তান ।

জননী পুত্রের গুরু ; গুরুর আচার

বিচারে শিষ্যের কোন নাহি অধিকার ।

ব্রাহ্মণের চেয়ে বড় জননী ; ঋষির

চেয়ে বড় জননী ;—স্বর্গের চেয়ে বড় ।

ভীষ্ম । কিন্তু যে কুলটা নারী !

ব্যাস । দেবব্রত ! তুমি

মহৎ, তথাপি তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান ;

ক্ষমার মহিমা বুঝিবার শক্তি নাই ।

ক্ষত্রিয়ের মহত্ত্বের চরম শিখরে

উঠিয়াছ ভীষ্ম । তথাপি পড়িয়া আছ

ব্রাহ্মণের বহু নিম্নে ।

ভীষ্ম । ব্রাহ্মণ ভার্গব

ক'রেছিলা শিরশ্ছেদ কুলটা মাতার ।

ব্যাস । 'ব্রাহ্মণ ভার্গব' ভীষ্ম ? হাঁ ব্রাহ্মণ বটে,

কুঠার যাহার অস্ত্র । স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রধর্ম্ম আলিঙ্গন করে,

সে আর ব্রাহ্মণ নয় । শাস্ত্র ছাড়ি'

শস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে। তাই
ভার্গবের পরাজয় রাঘবের কাছে।
ব্রাহ্মণের পরাজয় ক্ষত্রিয়ের কাছে।
ভগবান্ পরাজিত মনুষ্যের কাছে।

ভীষ্ম। শুনিব না গুরু-নিন্দা।

[প্রস্থানোদ্যত]

ব্যাস। দাঁড়াও গাঙ্গেয়!
শোন বীর। ক্ষত্র তুমি। শস্ত্রচর্চ্চা কর,
শাস্ত্রচর্চ্চা করিও না। কক্ষচ্যুত হইও না—
প্রলয় হইবে। [সত্যবতীকে] দেবি! জননি আমার!
ব্যাসের পুণ্যের বলে, সর্ব্ব পাপরাশি তব
ধৌত হ'য়ে যাক্। মম বরে স্নান করি'
উঠ মা—সকল পাপ যাও তবে ভুলি'।
ব্যাসের জননী তুমি—দাও পদধূলি।

সত্যবতী। একি স্বপ্ন? একি সত্য?—একি প্রহেলিকা!
একি ব্যঙ্গ?—এ যে—কিছু বুঝিতে পারি না।

[সত্যবতী পতনোন্মুখী হইলেন, গঙ্গা প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন]

গঙ্গা। সত্যবতী!—স্থির হও!

সত্যবতী। [ক্ষীণস্বরে] কে তুমি রমণি!

গঙ্গা। আমি গঙ্গা সপত্নী তোমার। গর্ভে মম
ধরিয়াছি দেবব্রতে। চিরদিন কাঁদি
মানবের দুঃখে—এই মহা অধিকার।

পাইয়াছি বিশ্বম্ভর হইতে ভগিনি !
সমুদ্ধত আস্পর্দ্ধার দর্প চূর্ণ করি ;
ব্যথিতের সঙ্গে করি অশ্রু বিসর্জ্জন ;
ঘৃণিতের গলদেশ জড়াইয়া ধরি
সহবেদনায় ; অনুতাপ ধৌত করি
শান্তিবারি দিয়া ।—দিদি ! মম অশ্রুজলে
তব পূর্ব্বপাপরাশি ধৌত হ'য়ে যাক্ ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

স্থান—পর্ব্বতপ্রান্তে শ্মশান । কাল—সন্ধ্যা ।
গিরিচূড়ায় তপস্যারতা অম্বা । শ্মশানে মহাদেব ও ভূতগণ ।

ভূতদিগের গীত ।

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী ।
ভুজঙ্গভৈরব বিষাণভীষণ ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী ।
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি ধূর্জ্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী,—
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি ।
স্থাণু কপর্দ্দী শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্কশেখর কৃত্তিবাস কৈলাসবিহারী ।

[ক্রমে ক্রমে প্রভাত ও ভূতগণের তিরোধান]

মহাদেব। কে তুমি তপস্যারতা পর্ব্বত-শিখরে ?

অম্বা। [নয়ন উন্মীলিত করিয়া] কে আপনি ?

মহাদেব। আমি মহাদেব।

অম্বা। [উঠিয়া] মহাদেব !

[পর্ব্বত-শিখর হইতে নামিলেন]

অম্বা। কাশিরাজকন্যা অম্বা প্রণমে চরণে।

মহাদেব। কুমারি ! কি হেতু এই তপস্যা কঠোর ?
কুসুমকোমল দেহ করিছ কাতর—
অনশনে অনিদ্রায় কি হেতু সুন্দরি ?
কি চাহ রমণী তুমি ?

অম্বা। ভীষ্মের নিধন,
আর সে আমার হস্তে—এই মাত্র চাহি।

মহাদেব। সে কি নারী ! এই তব যৌবনপ্লাবিত
রমণীয় বরতনু বিশীর্ণ করিছ
হিংসায় সুন্দরি ? একি রমণীরে সাজে,
রাজপুত্রি ?

অম্বা। কেন নাহি সাজে মহেশ্বর ?
পুরুষ কি ভাবে—তার সব অবিচার
সব অত্যাচার নারী সহিবে নীরবে,
মাথা হেঁট করি' ? তার নির্ম্মম কঠিন
বিষাক্ত ছুরিকা নারী করিবে আহ্বান
বাড়াইয়া গলদেশ ? তার মর্ম্মদাহী

প্রজ্বালার বিনিময়ে বর্ষিবে নিয়ত
স্নিগ্ধ বারিধারা ?

মহাদেব। তাই কার্য্য রমণীর।

অম্বা। আর পুরুষের কার্য্য নিত্য অত্যাচার,
নিত্য নির্য্যাতন !—না না করি না স্বীকার—
হিংসা নিত্য ধর্ম্ম পুরুষের, রমণীর
ধর্ম্ম শুধু তাই নিত্য মাথা পেতে নেওয়া।

মহাদেব। তাই রমণীর কার্য্য। সহিষ্ণু রমণী—
স্নেহবতী, প্রেমময়ী, সেবাময়ী সদা
এ জগতে ; পুষ্পদল মধ্যে শতদল—
শুধু ফুল্ল বিকশিত, শুধু ঢল ঢল
টল টল সরসীর সুবিমল জলে।
—এই ত নারীর ধর্ম্ম। রমণী যদ্যপি
বিসর্জ্জন করে জলে ধর্ম্ম রমণীর,
পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে গরিমা।

অম্বা। তাই হোক্ মহাদেব। আমার কি তাহে !
ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার ভার আমি লই নাই।
যাঁর সৃষ্টি তিনি রক্ষা করুন তাহারে।

মহাদেব। শুন বৎসে !—

অম্বা। শুনিবার নাহি অবসর।
ভীষ্ম-নাশ প্রতিজ্ঞা আমার। তাহা হ'তে
টলাইতে পারিবে না একপদ। বর

দিবে কি দিবে না। আমি প্রতিহিংসা চাই ;
দিবে কি দিবে না ?

মহাদেব। যদি না দেই রমণি ?

অম্বা। পুনরায় করিব এ তপস্যা, শঙ্কর !
এ বর দিবে না ? দিতে হইবে তোমায়।
তুমি কি নিয়মাধীন নহ ? স্বেচ্ছাচারী
তুমি কি ধূর্জ্জটি ? দিতে হইবে তোমায়।
শুনিয়াছি একান্ত সাধনা মহীতলে
নিষ্ফল হয় না কভু—পাপপুণ্যে ভেদ
নাহি এইখানে প্রভু। একান্ত সাধনা
সফল হইতে হবে—হইতেই হবে,
ইহজন্মে কিংবা পরজন্মে একদিন।
হবে না নিষ্ফল কভু তপস্যা কাহার।
দিবে কি দিবে না বর ?

মহাদেব। অসাধ্য আমার
এই বরদান। নারী—চাহ অন্য বর।
ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত। তাহারে বিনাশ
অসম্ভব ; যদি তার ইচ্ছা নাহি হয়।

অম্বা। আমার সাধনাবলে—এই দেবব্রত,
শুধু ইচ্ছা নয়, যোড়করে জানু পাতি'
মাগিবে আপন মৃত্যু।—মহাদেব আমি
বিতণ্ডা করিতে নাহি চাই। আমি চাহি

ভীষ্মের নিধন, আর সে নিধন, এই
কুসুমকোমল হস্তে ;—দিবে কি দিবে না ?

দূরে সন্ন্যাসিবেশে ভীষ্মের প্রবেশ।

মহাদেব। অন্যবর চাহ।

অম্বা। নাহি চাহি অন্য বর।

মহাদেব। অতুল সম্পত্তি!

অম্বা। নাহি চাহি।

মহাদেব। অনন্ত যৌবন ?

অম্বা। আমি কিছু নাহি চাহি।
এই এক বর চাহি। দিবে কি দিবে না ?

মহাদেব। আশ্চর্য্য রমণী তুমি!

অম্বা। আশ্চর্য্য রমণী!

মহাদেব। আশ্চর্য্য এ প্রতিহিংসা।

অম্বা। অতীব আশ্চর্য্য।
—দিবে কি দিবে না এই বর ভূতনাথ ?
কহ। যদি নাহি দাও, যাও আজ তবে।
পুনরায় তপস্যার করি আয়োজন।
দিবে কি দিবে না বর কহ মৃত্যুঞ্জয় ?

মহাদেব। তথাস্তু।—কিন্তু এ জন্মে নহে। পরজন্মে।
দ্রুপদতনয়ারূপে জন্মিবে ধরায়
আবার রমণি! কিন্তু নারীত্ব তোমার

ছাড়িতে হইবে, হিংসার প্রবৃত্তি-বশে,
হইবে পুরুষ অর্দ্ধ, অর্দ্ধেক রমণী—
পরজন্মে।—পুরুষের হন্ত্রী হবে নারী!
হেন পৈশাচিক বর দিতে নাহি পারি।
দিলাম এ বর নারী।

অম্বা। কৃতার্থ কিঙ্করী।
প্রণত চরণে দাসী [প্রণাম]।

মহাদেব। আশ্চর্য্য রমণী! [অন্তর্ধান]

অম্বা। রমণীর প্রতিহিংসা দেখুক জগৎ;
রমণীর প্রতিহিংসা দেখুক দেবতা;
রমণীর প্রতিহিংসা—মরিলেও যাহা
নাহি যায়। এর পরে 'দুর্ব্বল রমণী'
কেহ বলিবে না; এর পরে রমণীর
ক্রোধরক্ত চক্ষু দেখি' হাসিবে না কেহ।
এর পরে পুরুষ নির্ভয়ে রমণীরে
করিবে না পদাঘাত। নারীর ক্রন্দনে
প্রত্যেক অশ্রুর বিন্দু জ্বলিয়া উঠিবে
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সম; তার দীর্ঘশ্বাস
ধ্বনিবে পুরুষকর্ণে সর্পের গর্জ্জন।
রমণীর আর্ত্তনাদ উচ্চারিবে তার
মৃত্যু অভিশাপ।—দেখ ভীষ্ম, দেখ বিশ্ব তবে
নারীর পিশাচী মূর্ত্তি। নারীর হৃদয় হ'তে

সব মুছে যাক্—ভক্তি স্নেহ ক্রোধ ঘৃণা,
শুধু এক—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা বিনা।

[প্রস্থান]

ভীষ্ম। বুঝিয়াছি রাজকন্যা, প্রত্যাখ্যাতা তুমি,
ধ'রেছ ভৈরবী-বেশ।—হায় যদি আমি
পারিতাম কায়মনে গলিয়া যাইতে
করুণা-সমুদ্রে এক, এ দাহ তোমার
করিতাম নির্ব্বাপিত সেই সিন্ধুজলে।
—বিশ্বপতি! আমারে এ বর দাও, যেন
আমার এ রক্তে যদি তৃপ্ত হয় নারী,
তাহা যেন হাস্যমুখে ঢেলে দিতে পারি।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—কুরুসভা। কাল—প্রভাত।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণ, ভীষ্ম আদি কুরুকুল আসীন।

সম্মুখে—শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন! ধৃতরাষ্ট্র গতাসু মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পাণ্ডু কনিষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, তাই রাজ্য পান নাই; পাণ্ডু রাজা হ'য়েছিলেন। তোমরা একশ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, অতএব রাজপুত্র নও—রাজপৌত্র। কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুর এই পাঁচ পুত্র রাজপুত্র। এই রাজ্য তা'দের। অন্ততঃ এ রাজ্যে তাদের অর্দ্ধাংশ আছে, তা' থেকে কেউ তা'দের বঞ্চিত ক'র্ত্তে পারে না।

দুঃশাসন। কিন্তু তাঁ'দের অংশ—মায় স্ত্রী পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির পাশা খেলে হারিয়েছেন। আমরা তবু স্ত্রী ফিরিয়ে দিয়েছি।

কৃষ্ণ। অক্ষক্রীড়ার প্রায়শ্চিত্ত তাঁ'রা যথেষ্ট ক'রেছেন। রাজপুত্র হ'য়ে দ্বাদশ বর্ষ বনবাসী হ'য়েছেন, এক বৎসর ছদ্মবেশে পরের দাসত্ব

ক'রেছেন। এখন তাঁ'রা পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চান। এই মাত্র।

দুর্য্যোধন। তা'রা রাজ্য চায় ত যুদ্ধ করে' নিক। ভীম যে বড় প্রকাশ্য সভায় শাসিয়ে গিয়েছিল যে গদাঘাতে আমায় চূর্ণ কর্ব্বে—আর এই দুঃশাসনের রক্তপান কর্ব্বে।

দুঃশাসন। দাদা সে কথা তোলার দরকার কি? রাজ্য ফিরিয়ে দিচ্ছি না। রাজ্য আমাদের। ফিরিয়ে দিচ্ছি না। সোজা কথা।

কৃষ্ণ। কিন্তু যুধিষ্ঠির অর্দ্ধরাজ্যও চাহেন না।

দুঃশাসন। সিকিও দেবো না।

কৃষ্ণ। সিকিও চান না। পাঁচখানি গ্রাম চান মাত্র।

দুঃশাসন। একখানিও নয়।

দুর্য্যোধন। যুদ্ধ করে' নিক। ভীম যে বড়—

দুঃশাসন। আবার দাদা ভীমের নাম কর কেন? দিচ্ছি না —সোজা কথা।

কৃষ্ণ। শকুনি! তুমি ক্রমাগত দুর্য্যোধনের কাণে কাণে কি কইছ? তুমিই এই ষড়্‌যন্ত্রের মূল।

শকুনি। [যেন সাশ্চর্য্য] আমি?

কৃষ্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি তোমায় উদার হ'তে বল্‌ছি না, দাতা হ'তে বল্‌ছি না, দেবতা হ'তে বল্‌ছি না। তুমি এখন হস্তিনার রাজা, ভারতের সম্রাট্। রাজার কর্ত্তব্য—সুবিচার। বিচার কর। তা'রা তোমার ভাই। তা'রা বলবান্; বিরাট যুদ্ধে তার পরীক্ষা হ'য়ে গিয়েছে। তা'রা ক্ষমাশীল;—দ্বৈতবনে গান্ধর্ব্ববিভ্রাটে তার প্রমাণ

পেয়েছো। তা'রা নিরীহ; পাঁচখানি গ্রাম চায় মাত্র—যখন ন্যায়মতে এই রাজ্যই তাদের। এমন ভাইকে ক্ষেপিও না। এমন ভাইকে পর কোরো না। সর্ব্বনাশ হবে।

দ্রোণ। যান বাসুদেব! আপনার বক্তৃতা এখানে ফলবতী হবে না। এ মরুভূমি। এতে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না।

কৃষ্ণ। শকুনি! পাপ যা ক'র্ব্বার তা ক'রেছো। আর বাড়িও না। কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠেছে। মাত্রা পূর্ণ হ'য়েছে। ধর্ম্ম আর সৈবে না। দেখ, তুমি চেষ্টা ক'র্লে এ যুদ্ধ নিবারণ ক'র্ত্তে পারো।

শকুনি। [সাশ্চর্য্যে] আমি?

কৃষ্ণ। হাঁ তুমি। তুমি এদের মাতুল। তুমি এদের মন্ত্রী। তুমিই এই ক্ষমতার সুরা দুর্য্যোধনকে পান করিয়ে মত্ত করে' তুলেছো। তুমি এ রাজ-হর্ম্ম্যতল পাপের প্রস্তরে মণ্ডিত ক'রেছো। তুমি—কি মন্ত্রবলে জানি না—এদের—বিশেষতঃ এই অবোধ যুবকের মন অধিকার করে' ব'সেছো।

শকুনি। [সাশ্চর্য্যে] আমি! না বাসুদেব। আমি এর মধ্যে নাই।

কৃষ্ণ। তবে এক্ষণি এর কাণে কি পরামর্শ দিচ্ছিলে?

শকুনি। [সাশ্চর্য্যে] আমি!—ও—আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম যে এমন বাদলা ক'রেছে এখন—এঁ—এঁ—এঁ—আজ এঁ—খিচুড়ি ক'র্লে হয় না!

কৃষ্ণ। খিচুড়ি যা কর্ব্বার তা ক'রেছো, বেশ খিচুড়ি পাকিয়েছো।

শকুনি। আর একটু—

কৃষ্ণ। তুমি ত দেখি সব বুঝেছো। তুমি বড় কূট, বড় বুদ্ধিমান্।

তুমি যে রাজ্যে একটা সর্ব্বনাশ আন্‌ছো—এ তুমি যে নিজে বুঝ্‌ছো না, তা আমি বিশ্বাস করি না।

শকুনি। শ্রীকৃষ্ণ! আমি কিছু কর্চ্ছি না। কর্চ্ছে যা তা অদৃষ্ট! নহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বনে যান, আর তার স্থানে মহারাজ দুর্য্যোধন—

দুর্য্যোধন। কি বল্‌ছো মামা?

শকুনি। আর দুর্য্যোধন—ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ এমন সব ভালো ভালো ব্যক্তি থাক্‌তে এক শকুনিকে করে রাজ্যের মন্ত্রী?

দুর্য্যোধন। সে কি মামা?

শকুনি। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডা'তে পার্ব্বে না। অদৃষ্টে যদি থাকে যে দুঃশাসনের রক্ত ভীমসেন পান কর্ব্বেই, তা কর্ব্বে—

দুঃশাসন। তা কর্ব্বে কেন?

শকুনি। —আর দুর্য্যোধনের ঊরুদেশ ভীমের গদাঘাতে ভাঙ্‌বে ত ভাঙ্‌বেই।

দুর্য্যোধন। সে কি মামা?

শকুনি। আরে বাপু, মামা মামা কর্চ্ছিস্ কেন? তোদের মামা তোদেরই আছে। কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডা'তে পারে না। তোর মামা ত মামা তোর—

কৃষ্ণ। তবে পাণ্ডবদের কাছে কি এই বার্ত্তা নিয়ে যেতে হবে?

দুর্য্যোধন। হাঁ। তাদের ব'ল্‌বেন যে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিবে না।

কৃষ্ণ। বেশ! তবে আমি চ'ল্লাম।

শকুনি। সে কি! আমরা আপনাকে নিমন্ত্রণ করে' এনেছি—এই উৎসব আয়োজন দেখ্‌ছেন, এ সব আপনারই জন্য। দেখ্‌ছেন?

কৃষ্ণ। দেখ্‌ছি বৈকি। বিরাট্‌ আয়োজন। কিন্তু ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশী।

দুর্য্যোধন। সে কি?

কৃষ্ণ। [শকুনিকে] মামা এরা কেউ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে না। বুঝ্‌ছি তুমি আর আমি।—তবে যাই মহারাজ।

শকুনি। যাবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ জলযোগ—আপ্যায়ন—

কৃষ্ণ। কাজ কি? কথাবার্ত্তায়ই যথেষ্ট আপ্যায়িত হ'য়েছি। আর প্রয়োজন নাই। [প্রস্থানোদ্যত]

দুর্য্যোধন। [দুঃশাসনকে] ধর।

কৃষ্ণ। আমাকে ধ'র্ব্বে। হারে মূর্খ! আমি নিজে ধরা না দিলে কেউ আমায় কি ধ'র্ত্তে পারে?—মামা! এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

দুর্য্যোধন। যাও—এগোও।

[দুঃশাসন, কর্ণ ইত্যাদি কৃষ্ণকে ধরিতে অগ্রসর হইলে, বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি কৃষ্ণ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও তাহাদের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যঙ্গবিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া কহিলেন—"তবে আসি মহারাজ" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন]

দুর্য্যোধন। কেউ ধ'র্ত্তে পার্‌লে না?

দুঃশাসন। না। তাঁর চক্ষে একটা কি দেখ্‌লাম। মনে হোল তাতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—একসঙ্গে। স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম।

দুর্য্যোধন। আর তোমরা?

কর্ণ। ঐ রকম মনে হোল।

দুর্য্যোধন। কি রকম?

কর্ণ। বর্ণনা ক'র্ত্তে পারি না। একসঙ্গে ভয়, উল্লাস, দুঃখ, করুণা, স্নেহ। সে যে ঠিক কি মনে হোল বোঝাতে পারি না।

দুর্য্যোধন। সব অপদার্থ। এই নিয়ে আমি যুদ্ধ ক'র্ত্তে যাচ্ছি?

শকুনি। গ্রহ!

দুর্য্যোধন। কৃষ্ণ কোথা গেলেন?

কৃপাচার্য্য। পাণ্ডব-শিবিরে।

দুর্য্যোধন। তিনি তবে পাণ্ডবের পক্ষ নিচ্ছেন।

কৃপাচার্য্য। হাঁ মহারাজ।

দুর্য্যোধন। তবে যে আপনি বল্লেন মামা যে এ যুদ্ধে কৃষ্ণ আমাদেরই পক্ষে হবেন!

শকুনি। বাপুহে! ভুল হবার যো নাই। আমি গণে' দেখিছি।

দুঃশাসন। কি গণে' দেখেছেন?

শকুনি। যে এ যুদ্ধে তোমাদেরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। আমার গণনা কি ভুল হয়?—তোমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তোমাদের পক্ষ ছাড়্ছিনে। যাই, তার আয়োজন করিগে যাই।—গণনা ভুল হবার যো নাই! [প্রস্থান]

দুঃশাসন। কোন ভয় নাই দাদা। কৃষ্ণ তাঁর দশকোটি নারায়ণী সেনা আমাদের দিয়েছেন। আর তিনি স্বয়ং এ যুদ্ধে অস্ত্র ধ'র্ব্বেন না প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন। একা তিনি পাণ্ডবের পক্ষে থেকে কি ক'র্ব্বেন?

গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। দুর্য্যোধন!

[দুর্য্যোধন সিংহাসন হইতে উঠিলেন। এবং অন্য সকলে স্বীয় স্বীয় আসন পরিত্যাগ করিলেন।]

দুর্য্যোধন। কি কারণ কৌরব-জননি
রাজসভাস্থলে?

গান্ধারী। তবে সন্ধি অসম্ভব?

দুর্য্যোধন। সন্ধি অসম্ভব।

গান্ধারী। বৎস! ফিরাইয়া দাও
রাজ্য যুধিষ্ঠিরে।

দুর্য্যোধন। সে কি!

গান্ধারী। এ রাজ্য তাহার।

দুর্য্যোধন। সে কি মাতা!

গান্ধারী। দুর্য্যোধন! আমি মাতা তব।
আজ্ঞা করিতেছি—রাজ্য ফিরাইয়া দাও।

দুর্য্যোধন। কিন্তু পিতা—

গান্ধারী। বৃদ্ধ অন্ধ জনক তোমার—
দুটি চক্ষু অন্ধ, স্নেহে অন্ধ ততোধিক!
তাঁহার সম্মতি? আমি আজ্ঞা করিতেছি।
মাতা আমি, করি আজ্ঞা—রাজ্য ফিরে দাও
যুধিষ্ঠিরে।

দুর্য্যোধন। কিন্তু পিতা—পিতা চিরদিন।

গান্ধারী। আর মাতা চিরদিন মাতা বুঝি নহে ?
কে তোরে ধরিয়াছিল জঠরে যুবক ?
কেবা স্তন্য দিয়াছিল ? কে করিয়াছিল
ভৃত্য সম সেবা নিত্য ?—পিতা না জননী ?
—হায় বিধি !—এই পুত্র !—গর্ভ-যন্ত্রণায়
মূর্চ্ছিত প্রসূতি, সেই মূর্চ্ছাভঙ্গে তার,
প্রসারে দু'হস্ত শুধু সন্তানের তরে,
ভিক্ষালব্ধ তাম্রখণ্ড অন্বেষণ করে
বাড়াইয়া হস্ত, অন্ধ ভিক্ষুক যেমতি ;—
পুত্রমুখদরশনে যেন জননীর
প্রসব-বেদনা তীব্র সুখে বেজে উঠে।
সে পুত্র—বর্দ্ধিত শুধু স্নেহে জননীর—
তার পরে মাতা যেন তার কেহ নয় !
জননীর অনুরোধ—যেন কিছু নয়,
নতজানু ভিক্ষুকের সাশ্রু যুক্তকর
দুর্ব্বল প্রার্থনা মাত্র।—ওরে ! ওরে মূঢ় !
এই যে জননী তোর ভিক্ষা চাহিতেছে,
সেও রে অবোধ, তোরই মঙ্গলের তরে।
আপনার জন্য নহে।—পুত্র ! যুধিষ্ঠিরে
রাজ্য ফিরাইয়া দাও !

দুর্য্যোধন। কদাপি না মাতা।

গান্ধারী। উদ্ধত যুবক ! আজি অন্ধ মদভরে

মাতৃ-আজ্ঞা তুচ্ছ করিও না। সর্ব্বনাশ
তোমার শিওরে জাগে!

শকুনি। পাণ্ডবের দূত
উত্তর লইয়া গেছে! ভগ্নি! ফিরিবার
পথ নাহি আর।

গান্ধারী। পথ আছে মূঢ়মতি!
ধর্ম্মের প্রশস্ত পথ মুক্ত চিরদিন।
—রাজ্য ফিরাইয়ে দাও।

দুর্য্যোধন। পারিব না মাতা!

গান্ধারী। পুত্র থাক্ নাহি থাক্—ধর্ম্ম জয়ী হোক্!

[প্রস্থান]

দুর্য্যোধন। ও কি!

দুঃশাসন। বজ্রাঘাত-ধ্বনি—

দুর্য্যোধন। প্রাসাদ-শিখরে!

[দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণ ভিন্ন সকলে সসব্যস্তে নিষ্ক্রান্ত]

ভীষ্ম। কেন পাংশু দুর্য্যোধন! কি! কাঁপিছ কেন?
এখনও সন্দেহ আছে ভাবী পরিণামে?

দুর্য্যোধন। কি কহিছ পিতামহ! জিনিব সমর।
যার পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অঙ্গরাজ—

ভীষ্ম। পাণ্ডবের পক্ষে জনার্দ্দন।

দুর্য্যোধন। কুরুপক্ষে
দশকোটি নারায়ণী সৈন্য।

ভীষ্ম। পাণ্ডবের
পক্ষে জনার্দ্দন।

দুর্য্যোধন। এই অক্ষৌহিণী সেনা—

ভীষ্ম। একদিকে বিংশ অক্ষৌহিণী, একদিকে
ধর্ম্ম। আর সর্ব্বধর্ম্মমূল জনার্দ্দন।
যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।

[প্রস্থান]

দুর্য্যোধন। এ কি অন্ধকার। ঘন নীল কাদম্বিনী
ছেয়ে আসে অসীম আকাশে। বৃষ্টি ঐ
নামিল মূষলধারে।
—জয়! পরাজয়!
এ যোদ্ধার পাশাখেলা—যাহাতে জীবন পণ।
—না না প্রাণ দিব, তবু মান নাহি দিব।
—কে? ও! দ্রোণাচার্য্য!—একদৃষ্টে কি দেখিছ?

দ্রোণ। দেখিতেছি এক মহা রক্তগঙ্গাস্নান
সম্মুখে আমার। আর সেই স্নান করি'
উঠিছে পাণ্ডব ঐ।

দুর্য্যোধন। কেন গুরুদেব?

দ্রোণ। মহাত্মা ভীষ্মের উক্তি শুনিলে কৌরব!

"যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ"।
কদাপি হয় নি মিথ্যা ভীষ্মের বচন।

দুর্য্যোধন। তবে কেন কৌরবের পক্ষে পিতামহ ?

দ্রোণ। ভীষ্মেরে বুঝি না, কিন্তু একথা নিশ্চয়,
ভীষ্মের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।

[দুর্য্যোধন ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

দুর্য্যোধন। যতই হ'তেছি অগ্রসর, গাঢ়তর
হ'য়ে আসে অন্ধকার।—কে মাতুল !

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। আমি।

দুর্য্যোধন। পুনরায় সভাস্থলে কি হেতু মাতুল ?

শকুনি। মহারাজ !—দেখিয়াছি ভবিষ্যৎ—

দুর্য্যোধন। কা'র ?

শকুনি। এ যুদ্ধের। এ সমরে জয় সুনিশ্চিত—
তা সে যে দিকেই হৌক্। কিন্তু ইহা ধ্রুব
রহিবে তোমার সত্য "যায় যদি প্রাণ,
না ছাড়িব রাজ্যখণ্ড"—জানিয়াছি স্থির।

দুর্য্যোধন। কে বলিল !

শকুনি। দেখিয়াছি বিদ্যুৎ অক্ষরে
লিখিত মেঘের গাঢ় কৃষ্ণ আস্তরণে।

দুর্য্যোধন। দেখিয়াছ ?

শকুনি। দেখিয়াছি! কোন ভয় নাই।

দুর্য্যোধন। অকস্মাৎ বিপরীত বহিছে বাতাস। [প্রস্থান]

শকুনি। মূর্খ। কিছু বুঝনাক? এত অন্ধ তুমি!
এ যুদ্ধে কৌরবকুল হইবে নির্ম্মূল।
—কি লাভ আমার তাহে? আর কিছু নহে—
শুদ্ধ সে সামান্য—যৎসামান্য সন্তোষ।—
স্বভাব আমার—করি যার গৃহে বাস,
যার খাই, আমি করি তার সর্ব্বনাশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•:•:•—

স্থান—কৌরবরাজ-অন্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা।

অম্বিকা ও অম্বালিকা।

গীত।

যেন এমনিই হেসে চলে' যাই।
বয়সের ত্রুটি, জরার ভ্রূকুটি—
চরণের তলে দলে' যাই।
আপনার দিকে ফিরেও চাবো না,
দুঃখের সীমা ঘেঁষেও যাবো না,

পাবো কি পাবো না রবে না ভাবনা,
পরের দুঃখে গলে' যাই!

অম্বিকা। বেশ গান!

অম্বালিকা। খাসা!

অম্বিকা। আচ্ছা, আমরা যে এখন গান গাই কি হিসাবে?

অম্বালিকা। কেন! বিধবা হ'লে কি গানও গাইতে নেই?

অম্বিকা। কিন্তু বুড়ী হ'য়েছিস্ যে!

অম্বালিকা। কবে থেকে!

অম্বিকা। তা জানিনে। তবে হ'য়েছিস্!

অম্বালিকা। সে কি!—বুড়ো হলাম, কিন্তু টের পেলাম না! এ ত বড় ভয়ানক অবস্থা।

অম্বিকা। তোর সব চুল পেকে গিয়েছে!

অম্বালিকা। তা যাক্। মন ত পাকে নি।

অম্বিকা। তা সত্য বোন্। আমাদের কাছে পৃথিবী সেই চির-নূতন, জীবন এখনও এক মধুময় স্বপ্ন।

অম্বালিকা। —বৈধব্যও যে স্বপ্ন ভঙ্গ ক'র্ত্তে পারে নি, মৃত্যুও প্রাণভয়ে যে স্বপ্ন ভঙ্গ ক'র্ত্তে চায় নি,—সে এত মধুর!

অম্বিকা। কিন্তু মা (যদিও বাইরে সেই ১৪ বৎসরের মেয়েটি আছেন কিন্তু) অন্তরে বুড়িয়ে গিয়েছেন।

অম্বালিকা। মনে মনে কি ভাবেন, আর নিজের মনে বিড়্ বিড়্ করে' কি বকেন।

অম্বিকা। সে যে—তিনি ভীষ্মতর্পণ করেন।

সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। অম্বিকা!

অম্বিকা। [অগ্রসর হইয়া] কি মা!

সত্যবতী। তোরা দু'জন এখানে?

অম্বালিকা। [অগ্রসর হইয়া] ঠিক অনুমান ক'রেছো মা। আমরা এখানে।

সত্যবতী। এখানে দু'জনে কি কর্চ্ছিস্?

অম্বিকা। ছেলেমানুষি কর্চ্ছি।

অম্বালিকা। আর তুমি দিবারাত্র মুখ ভার করে' ভাবো কেন তাই ভাব্‌ছি।

সত্যবতী। আমি 'ভাবি কেন'?—তোরা ভাবিস্ না?

অম্বালিকা। কৈ! কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। তুই পার্চ্ছিস্ দিদি?

অম্বিকা। কিছু না।—আচ্ছা, ভাব্‌বো কেন মা?

সত্যবতী। ভাব্‌বি কেন!—কুরুপাণ্ডবে মহাযুদ্ধ বেধেছে। তোদের একজনের পৌত্রেরা আর একজনের পৌত্রের সঙ্গে মরণ বাঁচন পণ করে' এ রণে প্রবৃত্ত হ'য়েছে,—আর তোরা ভাব্‌বার বিষয় পেলিনে?

অম্বিকা। কৈ? না! তুই এতে কিছু ভাব্‌বার বিষয় পেলি অম্বালিকা?

অম্বালিকা। কৈ! বুঝ্‌তে ত পার্চ্ছিনে।

সত্যবতী। তোরা অবশ্য মনে মনে এ যুদ্ধে নিজের নিজের পৌত্র-দের জয়কামনা কর্চ্ছিস্‌নে?

অম্বিকা ও অম্বালিকা। কৈ! মনে ত পড়্‌ছে না।

সত্যবতী। আচ্ছা। এখন ত বুঝ্‌ছিস্‌ যে তোদের পৌত্রদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে।

উভয়ে। তা বুঝ্‌ছি।

সত্যবতী। এ যুদ্ধে তোরা কোন্‌ পক্ষের জয়কামনা করিস্‌?

উভয়ে। উভয় পক্ষের।

সত্যবতী। দূর! উভয় পক্ষেরই কখন জয় হয়?

অম্বিকা। কেন হবে না!

অম্বালিকা। বল ত?

সত্যবতী। এ যুদ্ধে হয় পাণ্ডব—নয় ত কৌরবকুল নির্ম্মূল হবে। তোদের এ বিষয়ে কোন চিন্তা হ'চ্ছে না?

অম্বিকা। কোথায়?—তোর হ'চ্ছে বোন্‌?

অম্বালিকা। কিছু না!

অম্বিকা। যা হবার তা হবে।—কেমন?

অম্বালিকা। তা ভেবে কি হবে।—কি বলিস্‌?

সত্যবতী। হয়ত উভয় কুল নির্ম্মূল হবে।

অম্বিকা। তাও হ'তে পারে। কি বলিস্‌?

অম্বালিকা। কেন হবে না।

সত্যবতী। আর মৃত্যুর কৃষ্ণ প্রেত দীর্ঘ পদে সেই রণ-ক্ষেত্রের দুর্গন্ধ বাতাসে বিচরণ কর্ব্বে।

অম্বিকা। বোঝা গেল না। তুই কিছু বুঝ্লি?

অম্বালিকা। কিছু না! বড় বেশী সংস্কৃত।

সত্যবতী। কিন্তু তোরা মনে মনে কোন্ পক্ষের জয় কামনা করিস্?

অম্বিকা। দু'পক্ষেরই জয় হয় না?

সত্যবতী। না। এক পক্ষেরই জয় হয়।

অম্বালিকা। বাজি চটে না?

সত্যবতী। না।

অম্বিকা। তবে অম্বালিকার পৌত্রদের জয় হোক্।

অম্বালিকা। না না অম্বিকার পৌত্রদের জয় হোক্।

সত্যবতী। সে কি! যদি পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল হয়—

অম্বিকা। অম্বালিকা কাঁদ্‌বে।

অম্বালিকা। ঈস্!

সত্যবতী। আর যদি এই যুদ্ধে কৌরবকুল নির্ম্মূল হয়—

অম্বালিকা। অম্বিকা কাঁদ্‌বে।

অম্বিকা। ব'য়ে গেল।

সত্যবতী। আর—আর—যদি উভয় কুল নির্ম্মূল হয়।

অম্বিকা। মা জীবনের মন্দ দিকটাই কেবল ভেবে বৃথা কেন কষ্ট পাচ্ছেন।

অম্বালিকা। যখন কাঁদ্‌তে হয় কাঁদা যাবে। তা'র এখন কি!

অম্বিকা। সংসারে দুঃখ তোমায় ধর্ব্বার জন্য ঘুর্চ্ছে। তাকে ফাঁকি দাও।

অম্বালিকা। কেবল ফাঁকি দাও।

অম্বিকা। আর যদি দুঃখ গায়ের উপর এসে পড়ে—

অম্বালিকা। হেসে উড়িয়ে দাও।

অম্বিকা। যত পারো।

অম্বালিকা। ব্যস্।

অম্বিকা। ঐ এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে রে—দেখ্ দেখ্ দেখ্!

অম্বালিকা। বাঃ বাঃ!

[উভয়ের প্রস্থান]

সত্যবতী। এই অন্তরের চারু অনন্তযৌবন
বন্দী করে ব্যাধির ভ্রূকুটি, সন্ধি করে
জরার লুণ্ঠন সনে, সুপ্ত করে ভয়,
ব্যাপ্ত করে বিশ্ব এক আনন্দ সঙ্গীতে।
এর কাছে কি ছার এ অনন্তযৌবন!—
অনমিত মেরুদণ্ড, অবিলোল দেহ,
অগলিত দন্তপাঁতি, অপলিত কেশ—
কি করিবে, যবে এই হৃদয় শ্মশান।
—বর বটে ঋষি!—যাহা ভুজঙ্গের মত
আমারে বেষ্টিয়া আছে। —বর ফিরে লও
ঋষিবর। আমারে এ কারাগার হ'তে
মুক্ত করে' দাও। এই অন্তঃসারহীন
জীর্ণ রম্য হর্ম্ম্য—যাক্ ভেঙ্গে পড়ে' যাক্।
শেষ কর রূপের এ ব্যঙ্গ অভিনয়!

তৃতীয় দৃশ্য।

—০ঃ*ঃ০—

কৃষ্ণ একাকী গাহিতেছিলেন।

গীত।

আজি সেই বৃন্দাবন কেন মনে পড়ে হায়!
আজি এ বিজন তীরে—সেই সব পুনরায়!
সেই যমুনার হাওয়া, সে সুবাসে ভেসে যাওয়া,
সে নীরব পথ চাওয়া, সে শারদ জ্যোৎস্নায়।
অধরে শুধু সে বাঁশি, অন্তরে শুধু সে হাসি,
শুনি শুধু জলরাশি—উছলিত যমুনায়।
সেই সব সেই সব করি আজ অনুভব—
কাহার নূপুর রব দূরে ঐ শোনা যায়।

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কি ধর্ম্মরাজ! রাত্রিকালে সদলবলে যে আমার কাছে এসে উপস্থিত? নিজেও ঘুমোবে না—আর কাউকেও ঘুমোতে দেবে না।

যুধিষ্ঠির। তুমি ঘুমুচ্ছিলে নাকি বাসুদেব?

কৃষ্ণ। ঘুমুচ্ছিলাম কি না জানি না!—তবে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। কি মধুর স্বপ্ন!—ভেঙ্গে গেল।—যাক্। এখন খবর একটা নিশ্চয়ই আছে।

যুধিষ্ঠির। খবর কিছু নাই।

কৃষ্ণ। তবে ?

যুধিষ্ঠির। একটা মন্ত্রণা ক'র্ত্তে এলাম।

কৃষ্ণ। রাত্রে ?

যুধিষ্ঠির। উপদেশ চাই।

কৃষ্ণ। চাও নাকি!—কি বিষয়ে? উপদেশ আমি খুব দিতে পারি।

যুধিষ্ঠির। একা ভীষ্মের হাতে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হয় যে বাসুদেব!

কৃষ্ণ। ক্রমাগত পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয়ই হ'চ্ছে বটে, সে কথা সত্য।

যুধিষ্ঠির। এ যুদ্ধে আমাদের জয়াশা নাই।

কৃষ্ণ। সেই রকম ত এখন বোধ হ'চ্ছে।

ভীম। তুমি শেষে এই কথা ব'ল্‌ছো বাসুদেব!

কৃষ্ণ। ব'ল্‌ছি বৈ কি। তুমি না মহাবীর? তোমার গদা কৈ? কি নীরব রৈলে যে! গদা! দুঃশাসনের রক্তপান ক'র্ব্বে না? কর। —আর অর্জ্জুন! খাণ্ডবদাহন ক'রেছিলে যে! বিরাট্ যুদ্ধ জয় ক'রেছিলে যে! আরও কি কি ক'রেছিলে। তোমার গাণ্ডীব কি ঘুমুচ্ছে?

ভীম। এ সময়ে ওরকম পরিহাস ভালো লাগে না বাসুদেব।

কৃষ্ণ। উপাদেয় পরিহাস সব সময় মনে আসে না ভাই।—কি ভায়া নকুল সহদেব—এক কোণে বসে' মিট্ মিট্ করে' চাইছ যে!

যুধিষ্ঠির। এখন উপায়? উপদেশ দাও বন্ধু!

কৃষ্ণ। তাই ত। সহদেব আমার বাঁশিটা দাও ত।

যুধিষ্ঠির। বাঁশি কেন?

কৃষ্ণ। অনেকদিন বাজাইনি। দাও।

যুধিষ্ঠির। তা এই সময়ে—

কৃষ্ণ। মন স্থির ক'র্ত্তে দাও।

[কৃষ্ণ বাঁশি লইয়া খানিক বাজাইলেন]

নকুল। আপনি যে বাঁশি বাজা'তে আরম্ভ কর্লেন।

সহদেব। বর্ত্তমান বিষয়ের সঙ্গে এর কোন রকম সংস্রব দেখা যাচ্ছে না।

কৃষ্ণ। [বাঁশি রাখিয়া গম্ভীর ভাবে] যুধিষ্ঠির! ভীষ্ম জীবিত থাকৃতে এ পক্ষে জয়াশা নাই। আমি তবে দ্বারকায় ফিরে যাই।

সহদেব। সোনার চাঁদ আর কি! যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে তার পর সরে' প'ড়্বার যোগাড়!

নকুল। একে বলে—গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া।

যুধিষ্ঠির। কেশব! এ ঘোর বিপদে একা তুমি মাত্র ভরসা।

কৃষ্ণ। আমি কি কর্ব্ব? আমি ত এ যুদ্ধে অস্ত্র ধর্ব্ব না প্রতিজ্ঞা করে' এসেছি। আমার নারায়ণী সেনা বিপক্ষ-পক্ষে। অর্জ্জুন মন দিয়ে যুদ্ধ কচ্ছে না। আমি কি কর্ব্ব?

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন মন দিয়ে যুদ্ধ কচ্ছে না?

কৃষ্ণ। না। রণক্ষেত্রে আমার কেবল সারথ্য কর্ব্বার কথা। তার চেয়ে বেশী কর্চ্ছি।

ভীম। কি কর্চ্ছ! ছাই কর্চ্ছ।

কৃষ্ণ। কর্চ্ছি না! যুদ্ধের প্রারম্ভে আমি তিন ঘণ্টা কাল ধরে' রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিইছি। উপদেশ দেবার কোন কথা ছিল না। কিন্তু অতখানি উপদেশ বৃথাই গেল। অর্জ্জুন হিম, অনড়। বাণ মাচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে যেন হাই তুল্‌ছে। নৈলে অর্জ্জুন যদি যুদ্ধ করে—দেবরাজের কাছে যার অস্ত্রশিক্ষা, শিবের কাছে যে পাশুপত অস্ত্র লাভ ক'রেছে, যে শস্ত্রশিক্ষায় ব্রহ্মচারী—ত জয় মুষ্টিগত।—কিন্তু সে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুযুদ্ধ ছেড়ে আমার সঙ্গে কেবল বাগ্‌যুদ্ধ করে, তবে আমায় বিদায় দাও।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন! ভাই! তুমি মন দিয়ে যুদ্ধ কচ্ছ না?

অর্জ্জুন। আমি কি কর্ব্ব দাদা? জ্ঞাতিবধে আমার হাত ওঠে না, হৃদয় অবসন্ন হয়। আমি কি কর্ব্ব দাদা!

কৃষ্ণ। হাত ওঠাও। অবাধ্য হৃদয়কে দৃঢ় কর।

যুধিষ্ঠির। [কাতর ভাবে] অর্জ্জুন!—

কৃষ্ণ। আর অর্জ্জুনই বা কি কর্ব্বে! যুদ্ধের প্রারম্ভে তুমিই তর্ক করে' ওকে দমিয়ে দিলে। জ্ঞাতিবধ, জ্ঞাতিবধ করে' জ্বালাতন ক'র্লে! যার যা প্রাপ্য, যার প্রতি যার যে কর্ত্তব্য, আমি বলে' দেব। বিচার কর্ব্বার তোমরা কে? ভীষ্মবধ তুচ্ছ ব্যাপার, অর্জ্জুন যদি মনে করে।

অর্জ্জুন। ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু।

কৃষ্ণ। তবে আর কি! নিদ্রা যাও।—তর্ক কোরো না অর্জ্জুন। নিজের কর্ত্তব্য কর, ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন কর। আর সব ভার আমার উপর।

যুধিষ্ঠির। [সানুনয়ে] অর্জ্জুন!—

অর্জ্জুন। আচ্ছা দাদা, তাই হবে।

কৃষ্ণ। ইচ্ছামৃত্যুর বন্দোবস্ত আমি কচ্ছি। এসো মা! তোমায় একটা কাজ ক'র্ত্তে হবে। আচ্ছা কি ক'র্ত্তে হবে ভেবে পরে ব'ল্বো এখনই। এখন তোমরা যাও।

[কৃষ্ণ ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

[কৃষ্ণ আবার বাঁশি বাজাইতে লাগিলেন]

ব্যাসের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কেও? ঋষিবর ব্যাস?—প্রণমি চরণে।

ব্যাস। ধন্য তুমি! পরমেশ! কে পদে কাহার
প্রণমে? তোমার প্রভু, লীলা বোঝা ভার। [প্রণাম]
প্রতারণা! প্রতারণা! নিত্য প্রতারণা!
একি করিতেছ তুমি দেব নারায়ণ!
দুর ভবিষ্যতে যদি অবোধ মানব
চলে সবে তোমার পদাঙ্ক লক্ষ্য করি'
ঢাকিয়া যাইবে পৃথ্বী প্রতারণাজালে।

কৃষ্ণ। সাবধান নর! তুমি মনুষ্য সসীম,
অসীম ঈশ্বর। ভিন্ন ধর্ম্ম দু'জনার।
নিত্য আমি কত হত্যা করি বিশ্বতলে,
মনুষ্য পতঙ্গ কীট—জানো কি মানব?
মেষ শ্বাপদের খাদ্য; ভেক ভুজঙ্গের;
কীট পতঙ্গের ভক্ষ্য। এ ব্রহ্মাণ্ডময়
চ'লেছে সংগ্রাম নিত্য আত্মরক্ষা তরে।
—এই ঈশ্বরের কার্য্য।

ব্যাস। কেন?

কৃষ্ণ। সাবধান!

নরের অবোধ্য সেই উদ্দেশ্য মহান্।

ব্যাস। মানুষ কি তাহার বাহিরে?

কৃষ্ণ। কভু নহে।

এ মহা সংগ্রামে ব্যাস মানুষ একাকী
সমর্থ ছাড়িতে স্বার্থ। বাহিরে তাহার
বাহিরের সঙ্গে যুদ্ধ—স্বার্থের প্রসার।
কিন্তু অন্য দ্বন্দ্ব তার দিয়াছি অন্তরে—
নিজ প্রবৃত্তির সঙ্গে নিজ প্রবৃত্তির।
ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র আমি; সারাংশ মানুষ।
এ দুগ্ধের ক্ষীর নর—এই পাদপের
পুষ্প সুকুমার। ব্যাস! এ সৃষ্টি আমার।
মানুষ মানুষ হ'লে হইবে তাহার
ঈশ্বরের চেয়ে বড়।

ব্যাস। সে কি নারায়ণ!

ঈশ্বরের চেয়ে বড় মানুষ !!!

কৃষ্ণ। নিশ্চয়।

অর্থাৎ সে মানুষ—মানুষ যদি হয়।

ব্যাস। ওকি কৃষ্ণ! তব চক্ষে জল, মুখে হাসি।

কৃষ্ণ। শুনিবে মহর্ষি ব্যাস, বাজাইব বাঁশি? [বংশী-বাদন]

চতুর্থ দৃশ্য।

—০ঃ*ঃ০—

স্থান—কুরুক্ষেত্র। কাল—রাত্রি।

ভীষ্ম একাকী।

ভীষ্ম। এ শূন্য জীবন আর ভালো নাহি লাগে।
দিনে দিনে ক্ষীণ হ'য়ে আসে পরমায়ু।
দেখিয়াছি সহচর বন্ধু অনুচরে
নিমগ্ন হইতে ধীরে কালসিন্ধু-জলে ;
আর আমি চলিয়াছি ভাসি' কালস্রোতে,
ক্লান্ত অবসাদভারে, বিগতবৈভব
শীর্ণ অবশেষ ল'য়ে।—ধীরে অন্ধকারে
ছেয়ে আসে জীবনের কর্ম্মরঙ্গভূমি।
তুষারসম্পাতহিম শিখরে দাঁড়ায়ে
দেখিতেছি অতীতের সানু উপত্যকা।—
আর ভালো নাহি লাগে এ রুক্ষ নির্জ্জন।

গান্ধারী ও কুন্তীর প্রবেশ।

ভীষ্ম। কে। কুন্তী!

[উভয়ে প্রণাম করিলেন]

ভীষ্ম। কি সংবাদ কুন্তী! পাণ্ডবের কুশল ত?

কুন্তী। যথাসম্ভব কুশল। কন্তী আমার পুত্রগণ আজ নিরুৎসাহ, ভয়াকুল, ম্রিয়মাণ, নির্জ্জীব।

ভীষ্ম। কেন মা?

কুন্তী। যুধিষ্ঠির জয়াশা ত্যাগ ক'রেছে। সে পুনরায় বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে।

ভীষ্ম। কেন? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যার পক্ষে, তার কিসের ভয় কুন্তী? কত মুনি ঋষি যাঁর চরণাম্বুজ ধ্যান করে' পায় না, তিনি যে দিকে স্নেহে বাঁধা, তার আবার জয়াশা নাই?

কুন্তী। কিরূপে জয় হবে দেব? এই নয় দিনের যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য কাতর, জর্জ্জর। আর কয়দিন এ সৈন্য আপনার শরাঘাতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে দেব? আমরা যুদ্ধে জয় চাই না। আমরা বনে যাচ্ছি। তাই দিদির কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম।

ভীষ্ম। কিন্তু তোমার পুত্র ধনঞ্জয় মহাবীর।

কুন্তী। ধনঞ্জয়ের মত পৃথিবীর শত বীর একা ভীষ্মের সমকক্ষ নয়। একা ধনঞ্জয় কি ক'র্ব্বে?

গান্ধারী। মহামতি! আপনি দুর্য্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করুন।

ভীষ্ম। সে কি গান্ধারী!

গান্ধারী। জানি, আপনি কৌরবের পিতামহ। কিন্তু আপনি পাণ্ডবেরও পিতামহ। সংগ্রামে এক পৌত্রের পক্ষ হ'য়ে অপর পৌত্রের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ ভীষ্মকে সাজে না। আপনি দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করুন।

ভীষ্ম। তা পারি না গান্ধারী। দুর্য্যোধন রাজা। আমি প্রজা। রাজার বিপদে তাকে রক্ষা করা প্রত্যেক প্রজার কর্ত্তব্য।

গান্ধারী। দুর্য্যোধন রাজা নয়। দুর্য্যোধন পরস্বাপহারী দস্যু। একজনের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে' রাজা উপাধি নিয়ে সিংহাসনে ব'স্‌লেই রাজা হয় না দেব!

ভীষ্ম। সে কি গান্ধারী! দুর্য্যোধন তোমার পুত্র।

গান্ধারী। হাঁ দুর্য্যোধন আমার পুত্র।—পিতা! আপনি জানেন, মাতার কাছে তা'র পুত্র কি জিনিষ? সে তার দেহের শক্তি, নয়নের দীপ্তি, অন্ধের যষ্টি, রোগীর ঔষধ, মুমূর্ষুর হরিনাম। সে তার জীবন-মরুভূমির নির্ঝর, সংসারসমুদ্রের তরণী, ইহজন্মের সর্ব্বস্ব, পরজন্মের আশা, জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যরাশি। সে তার যন্ত্রণায় সুষুপ্তি, শোকে সান্ত্বনা, দৈন্যে ভিক্ষা, নিরাশায় ধৈর্য্য।—দুর্য্যোধন আমার সেই পুত্র। কিন্তু যখন সেই পুত্র ন্যায়ের সত্যের বিবেকের ধর্ম্মের বিপক্ষে,—তখন সে আমার কেউ নয়। যখন সেই পুত্র পাপের সিংহাসনে বসে', অন্যায়ের রাজদণ্ড ধরে', দুর্নীতির শাসন জগতে দৃঢ় করে,—তখন সে আমার কেউ নয়। যখন সেই পুত্র রাজ্যে অশান্তি অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার নিয়ে আসে—তখন ইচ্ছা হয়—কি ব'ল্‌বো পিতা—তখন ইচ্ছা হয় যে আমি আত্মহত্যা করি, তখন অনুতাপ হয় যে ছেলেবেলায় তাকে 'নুন খাইয়ে' মারিনি কেন।—পিতা! আমি দুর্য্যোধনের জননী। আমি ব'ল্‌ছি, আপনি দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করুন।

ভীষ্ম। কিন্তু গান্ধারী! আমি তার অন্ন খেয়েছি।

গান্ধারী। এত বিনয়! এ সাম্রাজ্য দুর্য্যোধনের নয়, দুর্য্যোধনের

পিতার নয়, এ সাম্রাজ্য ভীষ্মের।—দুর্য্যোধনের অন্ন আপনি খেয়েছেন! না দুর্য্যোধন এতদিন ধরে' আপনার কৃপাদত্ত অন্ন খাচ্ছে।—আর তাই যদি হয়, অন্নদাতা যদি হত্যা ক'র্ত্তে বলে, আপনি কি তাই কর্ব্বেন?

ভীষ্ম। এ হত্যা?

গান্ধারী। এ হত্যা। আর এ একটা হত্যা নয়, এ সহস্র সহস্র হত্যা। যুদ্ধ নাম দিলেই কি হত্যা আর হত্যা নয়। মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র পাণ্ডবেরা পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছে। মদোন্মত্ত দুর্য্যোধন উত্তর দিয়েছে "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ মৃত্তিকা দিব না।" আর সেই দৃপ্ত স্বেচ্ছাচার, ধর্ম্মবীর ভীষ্ম বাহুবলে প্রচার কর্চ্ছেন।

ভীষ্ম। গান্ধারী! বুঝ্‌তে পাচ্ছি—এ অন্যায়। কিন্তু বিপদে রাজাকে ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না। ভীষ্ম জীবন থাক্‌তে কৃতঘ্ন হ'তে পার্ব্বে না।

গান্ধারী। কুন্তী! দিদি!—এ অরণ্যে রোদন। ভীষ্ম বড় রাজভক্ত! কর্ত্তব্যের জন্য মাতা পুত্রকে ত্যাগ ক'র্ত্তে পারে, ভীষ্মদেব রাজাকে ত্যাগ ক'র্ত্তে পারেন না। চল দিদি! [প্রস্থানোদ্যত]

ভীষ্ম। দাঁড়াও।

[উভয়ে দাঁড়াইলেন]

ভীষ্ম। না যাও। [গান্ধারী ও কুন্তী চলিয়া গেলেন। ভীষ্ম পাদচারণ করিতে লাগিলেন]

তাহাই হউক তবে।—আত্মহত্যা পাপ।
আমি করিব সে পাপ, যাইব নরকে
স্থাপিতে ধর্ম্মের রাজ্য এই ধরাতলে।

সত্য কথা!—অধর্ম্মের পক্ষে বটে আমি।
—তথাপি—তথাপি—রাজভক্তি, কৃতজ্ঞতা—
উভয়ের পিতামহ—বিষম সংশয়!—
এ মহা অন্যায়—আর ইচ্ছামৃত্যু আমি।
—কিন্তু হেন সংঘটন আপন মৃত্যুর—
নহে কি সে আত্মহত্যা। তাহাই হউক।
—ওকে! ওকে ছায়ারূপী?

ছায়ামূর্ত্তি। প্রতিহিংসা—

ভীষ্ম। প্রতিহিংসা!

ছায়ামূর্ত্তি। প্রতিহিংসা মম
কালি পূর্ণ হবে ভীষ্ম রুধিরে তোমার।

ভীষ্ম। কিরূপে?—কোথায় যাও? কহ সমাচার
আমার মৃত্যুর। কহ।

ছায়ামূর্ত্তি। কালি পুনরায়
কুরুক্ষেত্র-রণস্থলে—পাইবে সাক্ষাৎ।

[অন্তর্হিত]

ভীষ্ম। চলিয়া গিয়াছে মূর্ত্তি মিশা'য়ে তিমিরে।
আশ্চর্য্য! উত্তম। তবে আর দ্বিধা নাই।

কৌরবকুলের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। পিতামহ!

ভীষ্ম। [চমকিয়া] কে?—কৌরব?
কি সংবাদ?

দুর্য্যোধন। পিতামহ! ধন্য শৌর্য্য তব
পলাইছে রণস্থল ছাড়িয়া পাণ্ডব।
ঐ শুন পলায়ন-কোলাহলধ্বনি।
ভীষ্ম। বৎস! ইহা পলায়ন-কোলাহল নহে,
ঐ ধ্বনি পাণ্ডবের উৎসব-কল্লোল।
দুঃশাসন। উৎসব-কল্লোল!
ভীষ্ম। উহা করিছে সূচনা
ভীষ্মের পতন রণে, দশম দিবসে!
দুর্য্যোধন। ভীষ্মের পতন রণে?
ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! ভাই!
আজি শেষবার বলি—ক্ষান্ত হও রণে।
এখনও সময় আছে। নহিলে নির্ম্মূল
হইবে কৌরবকুল সমরে নিশ্চয়।
শকুনি। ভীষ্মের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।
দুঃশাসন। মাতুল!
শকুনি। বিজয়লক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা।
ভীষ্ম। বৎস! শেষবার বলি—ক্ষান্ত হও রণে।
দুর্য্যোধন। কখন না। পিতামহ! দিব এই প্রাণ;
কৌরবমর্য্যাদা নাহি দিব বলিদান।
ভীষ্ম। এ দৈব!—সামান্য নর আমি কি করিব!
আমি দেখিতেছি দূরে—যে কাল অনল
জ্বলিল সমরে আজি ভ্রাতৃদ্বেষরূপী,

কুরুক্ষেত্র-রণস্থলে, কালে সে অনল
হবে ব্যাপ্ত পরিব্যাপ্ত সমগ্র ভারতে,
রাবণের চিতাসম যুগে যুগে তাহা
জ্বলিবে অনন্ত কাল। জানিও নিশ্চয়।

শকুনি। ভীষ্মের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।

ভীষ্ম। ফিরে যাও স্ব স্ব গৃহে। সুখে নিদ্রা যাও।

[কৌরবগণের নতমুখে প্রস্থান]

ভীষ্ম। কিছুদিন হ'তে আশে পাশে দেখিতেছি
মরণের ছায়া। আজি আসিয়াছে দ্বারে।
শুনিয়াছি তাহার সে গভীর আহ্বান।

ব্যাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ভীষ্ম!

ভীষ্ম। একি! বাসুদেব! প্রণমি চরণে।
—ঋষিবর প্রণমি চরণে তব।

ব্যাস। স্বস্তি।

কৃষ্ণ। বুঝিয়াছ কেন আমি শিবিরে তোমার,
গভীর নিশীথে ভীষ্ম!

ভীষ্ম। বুঝিয়াছি দেব!
লীলাময় তুমি অন্তর্যামী ভগবান্।
এই আত্মহত্যা পাপ, তোমার ইচ্ছায়,
—আশীর্ব্বাদ কর—যেন ধৌত হ'য়ে যায়।

কৃষ্ণ। চেয়ে দেখ ব্যাস! একি দেখেছ কখন?—
এত বড় ত্যাগ! হেন নিঃস্বার্থ জীবন?
ব্যাস। দেবব্রত! দেবব্রত! এও কি সম্ভব!
ধন্য ভাই, ধন্য তুমি। ধন্য আমি ব্যাস,
—যে আমি তোমার গুরু। দেবব্রত! আজি
শিষ্যের নিকটে গুরু ক্ষুদ্র হ'য়ে যায়।
কৃষ্ণ। কহিতেছিলাম ব্যাস—ঈশ্বরের চেয়ে
মহৎ মানুষ—যদি মানুষ সে হয়।
ভীষ্ম! আমি নির্ব্বিকার! চেয়ে দেখ তবু
আমার নয়নে জল।—ভক্ত! নরোত্তম!
পুণ্যশ্লোক! মহাভাগ! যোগী! বীরবর!
ত্যাগের আদর্শ! পাপ স্পর্শিবে তোমায়?
সাধ্য তার?—দেখ ঐ তব মহিমায়
তব পদতলে পাপ কেঁদে গলে' যায়।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—রণক্ষেত্রপ্রান্ত। কাল—প্রদোষ।

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও শিখণ্ডী।

কৃষ্ণ। কি দেখিছ ধনঞ্জয়! নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে
দাঁড়ায়ে সমরাঙ্গণে? উঠ রথে বীর।
যুদ্ধ কর।

অর্জ্জুন। কি আশ্চর্য্য দেবকীনন্দন!
দেখিতেছ বাসুদেব এই।—

কৃষ্ণ। কি অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। হেন যুদ্ধ দেখিয়াছ কভু কি যাদব?
ঐ দেখ ভীষ্মের জ্যামুক্ত শরজাল
করিয়াছে অবরুদ্ধ সূর্য্য-করজালে
প্রলয়ের মেঘসম আসি'। ঐ দেখ
অসির পিঙ্গল দীপ্তি খেলিছে বিদ্যুৎ।
একা ভীষ্ম যুদ্ধ করে শত ভীষ্ম প্রায়,
বজ্রসম হানে বাণ বক্ষে অরাতির।
ঘিরিছে সহস্র সৈন্য চারিদিকে তাঁর—
নিমেষে বাণের স্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে

পড়ে ভূমিতলে। ঐ ঘন বাদ্য বাজে
ঐ রণকোলাহল, মৃত্যুর কল্লোল,
সঙ্গে তুরঙ্গের হ্রেষা, করীর বৃংহিত
ছাপিয়া উঠেছে ভীষ্ম কোদণ্ড-টঙ্কার।
ভীষ্মেরও এ হেন যুদ্ধ কভু দেখি নাই।

কৃষ্ণ। সত্যই আশ্চর্য্য, পার্থ!

অর্জ্জুন। ঐ দেখ পলাইছে পাণ্ডব-সংহতি।
পশ্চাতে একাকী ভীষ্ম চালাইছে রথ,
মত্ত প্রভঞ্জনসম মেঘের পশ্চাতে।
স্ফীতবক্ষ, দৃঢ়মুষ্টি, আলীঢ়চরণ,
বৃদ্ধ অঙ্গে স্বেদধারা দ্রুত বহে' যায়,
বদ্ধ ওষ্ঠদ্বয়ে মৃত্যু, নয়নে প্রলয়,
একি সে স্থবির ভীষ্ম কিংবা বজ্রপাণি!
ধন্য পিতামহ! ধন্য ভীষ্ম! ধন্য বীর!
হেন যুদ্ধ—কি উল্লাস! বুঝি ভীষ্ম আজি
ছাড়া'য়ে উঠেছে ভীষ্মে।

নেপথ্যে। পালাও পালাও!

ধনুর্ব্বাণহস্তে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন! এখানে!

কৃষ্ণ। কিছু বলিও না—পার্থ
করিতেছে উপভোগ সমর সুন্দর!

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। [চমকিয়া] দাদা!

যুধিষ্ঠির। এখানে কি হেতু?

অর্জ্জুন। ক্ষণিক বিশ্রাম তরে।

যুধিষ্ঠির। এদিকে নির্ম্মূল
হইল পাণ্ডব-সৈন্য!

নেপথ্যে। পালাও পালাও।

যুধিষ্ঠির। ঐ শুন আর্ত্তনাদ!—ঐ দেখ চেয়ে
পাণ্ডববাহিনী ভেদি' বিদ্যুতের মত,
ঘর্ঘরিয়া রথচক্র বিজয়-উল্লাসে
আসে বীর। পার্থ! যুদ্ধে অগ্রসর হও।

অর্জ্জুন। এই যাইতেছি যুদ্ধে। কোন ভয় নাই।

কৃষ্ণ। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। আজি তবে—
ভীষ্ম ও পার্থের মহা সমরসংঘাতে
প্রলয় হইবে। রথ চালাও সারথি।

কৃষ্ণ। শিখণ্ডী রহিও তুমি পার্থের সম্মুখে।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন।

যুদ্ধাঙ্গন—সমরবেশে ভীষ্ম।

ভীষ্ম। এ নহেত শিখণ্ডীর বাণ!—অর্জ্জুনের শর
বজ্রসম বাজে বক্ষে।—হানো বাণ যত

পারো ধনঞ্জয়। বক্ষ দিতেছি পাতিয়া।
আজ তবে শেষ। রথ চালাও সারথি
রণক্ষেত্র মধ্যস্থলে। সবার সম্মুখে
সমরে পড়িবে ভীষ্ম। দেখুক জগৎ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—কৌরবের অন্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা।

অম্বিকা ও অম্বালিকা বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করিতেছিলেন।

অম্বিকা। এই দশ দিন ধরে' যে ক্রমাগত যুদ্ধ হ'চ্ছে,—তবু বিজয়-লক্ষ্মী যে বড় চুপচাপ করে' বসে' আছেন!

অম্বালিকা। নিদ্রা যাচ্ছেন বোধ হয়।

অম্বিকা। স্বপ্ন দেখ্‌ছেন।

অম্বালিকা। নাক ডাক্‌ছে।

অম্বিকা। ভীষ্ম যুদ্ধ কর্চ্ছেন?

অম্বালিকা। তা কর্চ্ছেন বৈ কি।

অম্বিকা। এই দশদিন ধরে'?

অম্বালিকা। ক্রমাগত।

অম্বিকা। এই বুড়ো মানুষটাকে এরা অমর পেয়ে বড্ডই বেশী খাটিয়ে নিচ্ছে!

অম্বালিকা। "অমর পেয়ে" কি রকম! ভীষ্ম কি অমর?

অম্বিকা। অমর বৈ কি!

অম্বালিকা। না, ইচ্ছামৃত্যু?

অম্বিকা। সমানই কথা। ইচ্ছা করে' কে ম'র্ত্তে চায়?

অম্বালিকা। সত্য দিদি সাধ করে' কে এই পৃথিবী ছাড়্‌তে চায়?—সে এত সুন্দর!

স্রস্তবসনা স্রস্তকেশা গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। শুনেছিস্ মা?

অম্বিকা ও অম্বালিকা। কি মা!

গান্ধারী। এ কাল সমরে আজ ভীষ্মের পতন হ'য়েছে!

[অম্বিকা ও অম্বালিকা প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন]

গান্ধারী। কি মা! চুপ করে' রৈলি যে! একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে র'য়েছিস্ যে!—যেন তুই পাষাণ-প্রতিমা!—কাঁদছিস্ না মা? ওরে, তোরা চেঁচিয়ে কাঁদ্—সঙ্গে আমিও কাঁদি। আমার কান্না আস্‌ছে না! কে যেন কণ্ঠরোধ ক'রেছে। কাঁদ্ মা!

অম্বিকা। গান্ধারী—

গান্ধারী। কি!—থেমে গেলি যে! কথা ক'! কাঁদ্! কি হ'য়েছে বুঝ্‌তে পেরেছিস্!—তবু কাঁদ্‌লিনে মা! [অম্বালিকাকে]!—কৈ! ঐ যে ঠোঁট নড়্‌ছে! কি ব'ল্‌ছিস্? আরও চেঁচিয়ে, আরও চেঁচিয়ে! এই প্রলয়ের ঝড়ে কিছু শুন্‌তে পাচ্ছিনা। আরও চেঁচিয়ে!

অম্বিকা। ভীষ্মের পতন হ'য়েছে? পৃথিবীতে ভীষ্ম নাই?

গান্ধারী। আছে—রণক্ষেত্রে উত্তরায়ণের অপেক্ষায় ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শুয়ে আছেন। মৃত্যু এখনও তাঁকে স্পর্শ ক'র্ত্তে সাহস করেনি! দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার পর?

অম্বালিকা। তার পর!

গান্ধারী। জানি না। ভীষ্মের মৃত্যুর পরে কি হবে জানি না। ঐ আকাশ কি ঐ রকম নীল থাকবে? বাতাস বৈবে? মানুষ হেঁটে বেড়াবে, কথা কহিবে? আর আমরা!—আমরা বেঁচে থাকবো?

অম্বিকা। কি হোল বোন্।

অম্বালিকা। কি হোল দিদি!

গান্ধারী। এই দীর্ঘ শূন্য শুষ্ক জীবন পরের জন্যই বহন ক'রেছো—আর আজ ম'লে তাও পরের জন্য! এত বড় জীবন, এত-খানি মমতা, এতখানি শক্তি সব পরের জন্য! আর নিজের জন্য—শুধু অক্ষয় কীর্ত্তি।

অম্বিকা। এ কি! এ যে দুঃখভারে নুয়ে প'ড়ে যাচ্ছি, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছি। কোথায় গেল ঋষির বর—সেই হর্ষ, সেই দীপ্তি, হৃদয়ের সেই অনন্ত যৌবন, যার শক্তিবলে পতির বিয়োগ দুঃখ হেসে ঘাড় পেতে নিয়েছিলাম, জরার উপর এতদিন রাজত্ব ক'রে এসেছিলাম!—বোন্!

অম্বালিকা। কখন কাঁদিনি! তাই দুঃখের সেই নিরুদ্ধ বারিরাশি এসে এ হৃদয় ভেঙ্গে চুরে ভাসিয়ে দিয়ে যায় যে দিদি!—

অম্বিকা। কাঁদ্ চেঁচিয়ে কাঁদ্। দুঃখ অশ্রু হ'য়ে নেমে যাক্, চীৎকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক্।

গান্ধারী। ও কে?

স্থবিরা সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। ওরে! তোরা আছিস্?

গান্ধারী। এ যে সত্যবতী!—একি! এক মুহূর্ত্তে স্থবিরা! সেই অনন্ত-যৌবনা—

সত্যবতী। কৈ! কেউ নাই!

অম্বিকা। এই যে আমরা আছি মা!

সত্যবতী। অম্বালিকা!

অম্বালিকা। এই যে মা!

সত্যবতী। কৈ দেখ্‌তে পাচ্ছি না ত।

গান্ধারী। এ কি! অন্ধ!

সত্যবতী। অম্বিকা! অম্বালিকা! কোথায় তারা!

উভয়ে। এই যে মা আমরা!

সত্যবতী। হাঁ মা বলে' ডাক্। মা বলে' ডাক্। [স্বীয় বক্ষে হাত দিয়া] এই জায়গায়।—এই জায়গায়—ডাক্! ডাক্—মা বলে' ডাক্! যেমন সে ডেকেছিল। সে আমায় একদিন মা বলে' ডেকেছিল। তার পর—

অম্বিকা। মা সান্ত্বনা দাও মা।

গান্ধারী। আজ কে কাকে সান্ত্বনা দেয়!

সত্যবতী। আয় মা কোলে আয়! বক্ষে আয়!—কোথা আছিস্ তোরা? দেখ্‌তে পাচ্ছিনে!—বক্ষে আয় মা! [সরোদনে] বক্ষে আয় মা!

তোদের বক্ষে জড়িয়ে ধরে' ঘুমিয়ে পড়ি। [উভয়কে বক্ষে জড়াইয়া] কৈ! শীতল হয় না ত। জ্বলে' গেল! জ্বলে' গেল!—ওঃ!

গান্ধারী। দিদি!

সত্যবতী। কে গান্ধারী! আছিস্? বেঁচে আছিস্? বেশ হ'য়েছে! আয় তিন পুরুষ একসঙ্গে চেঁচিয়ে কাঁদি। এক সঙ্গে—এক সুরে।—[সুরে]

সে যে আমার নিখিল জগৎ,
সে যে আমার অন্তঃস্থল;
সে যে আমার মুখের হাসি,—
সে যে আমার চোখের জল।
সে যে আমার—সে যে আমার—সে যে আমার—

ওঃ! জ্বলে' গেল! জ্বলে' গেল!

সে যে আমার বুকের জ্বালা,
সে যে আমার গলার হার;—
সে যে আমার—চাঁদের আলো,
সে যে আমার অন্ধকার।
সে যে আমার——

সঙ্গে সঙ্গে গা অম্বিকা, গা অম্বালিকা।—

সে যে আমার দুখের মরণ,
সে যে আমার সুখের গান;
সে যে আমার নিশার প্রভাত,
সে যে আমার অবসান।
সে যে আমার—

[হাততালি দিয়া ভঙ্গী সহকারে]

সে যে আমার ইহ জীবন,
সে যে আমার পরপার—
সে যে আমার বিজয় ভেরী,
সে যে আমার হাহাকার।
সে যে আমার—সে যে আমার—

—বৎস! প্রাণাধিক পুত্র আমার!

গান্ধারীর আলিঙ্গনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অম্বিকা ও অম্বালিকা। [ঘেরিয়া] মা! মা!

গান্ধারী। বীণার তার ছিঁড়ে গিয়েছে, মৃত্যু হ'য়েছে।

অম্বিকা ও অম্বালিকা। [একত্রে] মৃত্যু হ'য়েছে?

গান্ধারী। মৃত্যু হ'য়েছে।

অম্বালিকা অম্বিকা একদৃষ্টে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন!

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—সমরাঙ্গন। কাল—প্রভাত।

অর্জ্জুন ও শিখণ্ডী চলিয়া যাইতেছিলেন।

শিখণ্ডী। সমরে প'ড়েছে ভীষ্ম। কাতর কি হেতু
তবে তুমি ধনঞ্জয়? মুহ্যমানসম,
চলিছ দুর্ব্বল পদে, টলিছে চরণ!

অর্জ্জুন। শিখণ্ডী! হৃদয় মম বড়ই দুর্ব্বল।
অন্তরে বাজিছে সেই এক ভগ্ন ধ্বনি—
"কি করিলি ধনঞ্জয়। যেই বক্ষ'পরি
শুয়ে নিদ্রা যাইতিস্, সেই বক্ষে তুই
কেমনে হানিলি বজ্র?"—পিতামহ যবে
দেখিলেন পৌত্র করে তীক্ষ্ণ শরাঘাত
বৃদ্ধ পিতামহ-বক্ষে; বড় অভিমানে
রাখিলেন ধনুর্ব্বাণ; দিলেন প্রসারি'
প্রসারিত লোলবক্ষ। লক্ষ করি নাই
রণোন্মত্ত আমি তবে।—অর্জ্জুনের শরে
নিরস্ত্র ভীষ্মের হত্যা!

শিখণ্ডী। কে বলিল বীর ?
ভীষ্ম ত আমার শরে পতিত সমরে।

অর্জ্জুন। শিখণ্ডী ! যখন নিম্নে নিখাত পর্ব্বত,
তর্জ্জনীর স্পর্শমাত্র হয় ভূমিসাৎ।

শিখণ্ডী। বৃথা ক্ষোভ। ঘটিয়াছে যাহা ঘটিবার।

অর্জ্জুন। দেখিলে না বীরবর ! পড়িলেন আজি
সমরে কিরূপ ভীষ্ম ? যেন জ্যোতিষ্মান্
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্য খসিয়া পড়িল।
কাঁপিয়া উঠিল বিশ্ব, সহসা আকাশ
প্রলয়ের অন্ধকারে ছেয়ে গেল। স্বর্গে
দেবতার হাহাকার স্পষ্ট শুনিলাম।
আর [রুদ্ধকণ্ঠে]—চল যাই পিতামহ সন্নিধানে।

শিখণ্ডী। [যাইতে যাইতে] ভীষ্মের পতনে আজি কেন এ উল্লাস
অন্তরে আমার পার্থ ? কে যেন কহিছে
কর্ণে মম "পূর্ণ তব প্রতিহিংসা আজি !"
—একি পার্থ ?

অর্জ্জুন। সে কি বীর ?

শিখণ্ডী। যাইব না আমি।
তুমি যাও ধনঞ্জয় !

অর্জ্জুন। সে কি বীরবর ?

শিখণ্ডী। পারিব না।—পারিব না। যাও ধনঞ্জয় !

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—কুরুক্ষেত্র। কাল—সন্ধ্যা।

শরশয্যা'পরি ভীষ্ম।

সম্মুখে পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষ সকলে দণ্ডায়মান।

দ্রোণ। পাণ্ডব কৌরবকুল! বৎসগণ! আজ
প্রকাণ্ড হত্যার লীলা আরম্ভ হইল।
সমরে প'ড়েছে ভীষ্ম! কালের করাল
কৃষ্ণ ধারাপাতে লিখ রুধির অক্ষরে
প্রথমে ভীষ্মের নাম। শীঘ্র পূর্ণ হবে
এ কৃষ্ণ তালিকা।

বিদুর। কোন চিন্তা নাই। কেহ
রহিবে না কুরুপক্ষে এ কালসমরে।

কৃপাচার্য্য। ভীষ্মের পতন আজি করিছে সূচনা
এ যুদ্ধের ভাবী পরিণাম।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ!
অত্যধিক হইছে যন্ত্রণা?

ভীষ্ম। কিছু নহে।
—দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। পিতামহ!

ভীষ্ম। ঝুলিয়া পড়িছে শির, দাও উপধান।

[দুর্য্যোধন অত্যুত্তম উপধান আনিয়া ভীষ্মের মস্তকের নীচে দিলেন]

ভীষ্ম। [তাহা সরাইয়া সহাস্যে]
ভীষ্মের এ উপধান!—অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!

[অর্জ্জুন স্বীয় তূণ ভীষ্মের মস্তক-তলে রাখিলেন]

ভীষ্ম। অর্জ্জুন ভীষ্মেরে চিনে!—কি বল অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। পিতামহ ক্ষমা কর। ঘুরিছে মস্তক;
দেখিতেছি অন্ধকার।

ভীষ্ম। না না বৎস, তুমি
ধনঞ্জয়! সাধিয়াছ কর্ত্তব্য আপন,
আমি যাহা করি নাই। দুর্য্যোধন! জল—

দুর্য্যোধন। [স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া]
পান কর বারি পিতামহ!

ভীষ্ম। এই বারি!—
দাও বারি ধনঞ্জয়!

[অর্জ্জুন গাণ্ডীবে শরসংযোজনা করিয়া পৃথিবী বিদ্ধ করিলেন। তখন ভোগবতী-জল উৎস-আকারে উঠিয়া ভীষ্মের মুখে ছড়াইয়া পড়িল]

ভীষ্ম। তৃপ্ত হইলাম!

উদ্‌ভ্রান্তভাবে গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। পিতা পিতা। [জড়াইয়া ধরিলেন] কোথা যাও
ভীষ্মদেব?—করি' নিঃস্ব এই বিশ্বতলে!

কোথা যাও মহাভাগ! অন্ধকার করি'
এই দীন মর্ত্ত্য ভূমে! যাইও না—পিতা।
মানবগৌরব-রবি! কৌরবকল্যাণ!
আমার সন্তানকুল করেছে আশ্রয়
তোমারে, তোমারই দেব মুখ চেয়ে আছে
বিপদসাগরে এই মহা ঝটিকায়;
তাহাদের একা ফেলে কোথা যাও দেব!

ভীষ্ম। শান্ত হও মা গান্ধারী! তোমারে কি সাজে
এই অধীরতা—তুমি শত পুত্রবতী।

গান্ধারী। কিন্তু এ যে শত পুত্র শোকের অধিক।
কৌরবসহায় তুমি চিরদিন পিতা।
—না না যাইও না। উঠ! ধর ধনুর্ব্বাণ।
—কৌরবের শত্রুকুল ভস্ম করে' দাও।

ভীষ্ম। শোক করিও না! ধর্ম্ম হইয়াছে জয়ী!
গান্ধারী! উৎসব কর।

গান্ধারী। সত্য কথা পিতা।
ধর্ম্ম হইয়াছে জয়ী—কোন দুঃখ নাই।
বাজাও বিজয় বাদ্য। দ্রোণে বলি দাও,
কর্ণে বলি দাও, দুর্য্যোধনে বলি দাও,
ধর্ম্ম জয়ী হোক্! পিতা! কোন দুঃখ নাই।

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। কৈ বৎস দেবব্রত! বৎস! দেবব্রত!

ভীষ্ম। কে ডাকিছ সেই প্রিয় পরিচিত স্বরে,
শৈশবের পুরাতন সেই নাম ধরি' ;
ডাকিতেন যেই নামে জননী আমায় ?

গঙ্গা। আমি সে জননী তোর।

ভীষ্ম। প্রণমি চরণে। [প্রণাম]
পাণ্ডব কৌরবকুল ! প্রণম চরণে !
[সকলে প্রণাম করিলেন]

গঙ্গা। কে হেনেছে মৃত্যুবাণ অন্যায় সমরে,
আমার পুত্রের বক্ষে।

কুন্তী। অন্যায় সমরে নহে ;
ন্যায় যুদ্ধে হইয়াছে ভীষ্মের পতন।

গঙ্গা। হেন বীর জন্মে নাই এই ত্রিভুবনে,
ন্যায় যুদ্ধে বধ করে সন্তানে আমার।
হেন পুত্রে গর্ভে ধরি নাই !—কে আমার
পুত্রহন্তা ! কহ।

অর্জ্জুন। [অগ্রসর হইয়া আসিয়া]
আমি সেই নরাধম।

গঙ্গা। তুমি ? তুমি ক্ষুদ্র বীর ? ন্যায়যুদ্ধে তুমি
সাধিয়াছ ভীষ্মের নিধন ? অসম্ভব।
—যে হানিল মৃত্যুবাণ, অন্যায় সমরে
আমার পুত্রের বক্ষে, স্বীয় পুত্রশোকে
দহিবে সে, দিলাম এ অভিশাপ আমি !

ভীষ্ম। কি করিলে! কি করিলে! জননী জাহ্নবী!
ফিরে লও অভিশাপ।

অর্জ্জুন। না না পিতামহ।
—দাও অভিশাপ দেবি জননী জাহ্নবী।
যত চাহো, যত পারো, দাও অভিশাপ।
পুত্রশোক তুচ্ছ অতি। শত পুত্রশোক
সম বাজে এই দুঃখ হৃদয়ে জননী—
যে আমি ভীষ্মের হন্তা! দাও অভিশাপ,
যত পারো দাও দুঃখ, এ মহাদুঃখের
বিরাট অনলকুণ্ডে ;—ভস্ম হ'য়ে যা'বে।
—পিতামহ—[স্বর বদ্ধ হইল]

ভীষ্ম। শান্ত হও বৎস ধনঞ্জয়!
কেহ করে নাই বধ। ইচ্ছামৃত্যু আমি!
—জননী বিদায় দাও।

গঙ্গা। যাও নরোত্তম!
স্বীয় ধামে ফিরে যাও। বৎস দেবব্রত
প্রাণাধিক ; দেব তুমি দেবের মতই
করিয়াছ মর্ত্ত্যভূমে জীবন ধারণ—
অনাসক্ত, নিষ্কলঙ্ক, দুর্জ্জয়, উজ্জ্বল।
যাও বৎস! শিরে লহ মাতৃপদধূলি। [প্রস্থান]

ভীষ্ম। কৌরব পাণ্ডবকুল! রাত্রি সমাগত।
অন্ধকার হ'য়ে আসে।—গৃহে ফিরে যাও।

উন্মুক্ত সমর-ক্ষেত্রে, শরশয্যা'পরি
একাকী জাগিব আমি। গৃহে ফিরে যাও!
মা গান্ধারী!—কৌরব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর।

গান্ধারী। পাণ্ডব কৌরবকুল গৃহে ফিরে চল।

[সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল; অন্ধকার হইয়া আসিল]

ভীষ্ম। আজ তুমি দেখা দাও হে করুণাময়!
জগতের গুরু কৃষ্ণ! পাপীর আশ্রয়।
পাপী আমি! নরাধম আমি। দেখা দাও।
জীবনের মরণের এই সন্ধিস্থলে,
ভয়ানক গম্ভীর মুহূর্ত্তে—এ সঙ্কটে
এসে দেখা দাও নাথ! দেখিতেছি আমি
সম্মুখে দিগন্তচুম্বী সমুদ্র অসীম;
শুনিতেছি সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন।
দেখা দাও দেখা দাও দয়াময় হরি!

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

কৃষ্ণ। আমি আছি দেবব্রত। কোন ভয় নাই।

ভীষ্ম। এই যে আমার কৃষ্ণ। দয়াময় হরি!
অন্তিমে দেখাও পথ, দাও পদতরী।

কৃষ্ণ। হে ত্যাগী সন্ন্যাসী ভীষ্ম! যোগী! কর্ম্মবীর!
ঐ দেখ উদ্ভাসিত ধর্ম্মের মন্দির
কালের গগনচুম্বী শিখরে বিরাজে।

ঐ উঠে ধূপ, শুন ঐ শঙ্খ বাজে ;
চলে' যাও ত্যাগী বীর—কোন চিন্তা নাহি;
তরণী প্রস্তুত তীরে। চলে' যাও বাহি'
স্বীয়পুণ্যধ্রুবজ্যোতিরালোকিত পথ।
—তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিবে জগৎ।

যবনিকা পতন।

ভূমিকা।

ভীষ্মের মত মহৎ চরিত্র আর মহাভারতে নাই বলিলেও চলে। সেই দেবচরিত্র লইয়া নাটক রচনা করা আমার পক্ষে অসমসাহসিকতার কথা। অথচ এরূপ চরিত্র চিত্রিত করিবার প্রলোভনও সংবরণ করিতে পারি নাই। পাঠকগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

আমি ভীষ্মের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই। কিংবা ভীষ্ম সম্বন্ধে মহাভারতে বর্ণিত কাব্যটুকু সঙ্কলন করিতেও বসি নাই। ভীষ্মের জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে নাটক আরম্ভ না করিয়া সেই জন্য আমি তাঁহার প্রতি... হইতে এই নাটক আরম্ভ করিয়াছি, এবং কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনার সাহায্য লইয়াছি।

নাটকে এরূপ কাল্পনিক ব্যাপারের অবতারণা যে সম্পূর্ণ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রসঙ্গত তাহা পণ্ডিত মাত্রই অবগত আছেন। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে বর্ণিত অনেক ব্যাপারের উল্লেখমাত্র মহাভারতে নাই। ভবভূতিও তদ্রচিত উত্তর-রামচরিতে বর্ণিত বহু ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন।

সত্যবতী ধীবরনন্দিনী, ধর্ম্মভ্রষ্টা কুমারী। তিনি ঋষির নিকট 'অনন্ত-যৌবন' বর চাহিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মের পতন সংবাদে যে তিনি মুহূর্ত্তে স্থবিরা হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানে নাই। তিনি সে সময়ে বাঁচিয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ। এ স্থলে আমি কাব্য-হিসাবে কল্পনার সাহায্য লইয়াছি।

ভীষ্মের সহিত অম্বার সম্প্রীতি নাটকানুসারে কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিজ্ঞার কঠোরত্ব ও চরিত্রমহত্ত্ব তাহাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

দাশরাজের চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মহাভারতে তাহার উল্লেখ মাত্র আছে।

ভীষ্মের প্রতি শাল্বের বিদ্বেষ নাটকহিসাবে কল্পিত হইয়াছে।

মাধবের চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

অন্য কুত্রাপি বোধ হয় আমি মহাভারতের উপাখ্যান লঙ্ঘন করি নাই।

অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে যাহাই হোক, আমার বিশ্বাস যে আমার কল্পনা দ্বারা ভীষ্মের মহৎ আদর্শ চরিত্র কুত্রাপি ক্ষুণ্ণ করি নাই। ইতি।

গ্রন্থকার।